ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA গৌরবের ৭১ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

JAGARAN ■ 71 Years ■ Issue-337 ■ 16 September, 2025 ■ আগরতলা ১৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ ইং ■ ৩০ ভাদ্র, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, মঙ্গলবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

এসআইআর নিয়ে সুপ্রিমকোর্টের সতর্কবার্তা

অসাংবিধানিকতা প্রমানিত হলে গোটা প্রক্রিয়া বাতিল করা হবে

নয়াদিল্লি, ১৫ সেপ্টেম্বর ।। বিহারে চলমান ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধন (স্পেশাল ইন্টেনসিভ রিভিশন-এসআইআর) প্রক্রিয়া নিয়ে বড় মন্তব্য করল সুপ্রিম কোর্ট। সোমবার শীর্ষ আদালত জানিয়েছে, যদি নির্বাচন কমিশনের গৃহিত পদ্ধতিতে কোনো অসাংবিধানিকতা বা অবৈধতা প্রমাণিত হয়, তাহলে পুরো এসআইআর প্রক্রিয়া বাতিল করে দেওয়া হবে।

বিচারপতি সূর্যকান্ত ও জয়মাল্য বাগচীর বেঞ্চ স্পষ্ট জানিয়েছে, তাঁরা বিহারের এসআইআর নিয়ে খণ্ড খণ্ড মতামত দিতে রাজি নয়। এই মামলায় চূড়ান্ত রায় কেবল বিহারের জন্য নয়, সমগ্র ভারতের এসআইআর প্রক্রিয়ার ওপর প্রযোজ্য হবে।

শুনানিতে আদালত জানিয়েছে, নির্বাচন কমিশন একটি সাংবিধানিক সংস্থা হওয়ায় তারা ধরে নিচ্ছেন সংস্থাটি আইন ও বিধিনিষেধ মেনেই এসআইআর পরিচালনা করছে। তবে, যদি এর ব্যত্যয় ঘটে, তবে আদালত হস্তক্ষেপ করবে বলে সতর্ক করে দিয়েছে। এসআইআর-এর বৈধতা নিয়ে চূড়ান্ত শুনানি ৭ অক্টোবর ধার্য করেছে সুপ্রিম কোর্ট।

এর আগে গত ৮ সেপ্টেম্বর আদালত নির্দেশ দিয়েছিল, বিহারের ভোটার তালিকায় নাম অন্তর্ভুক্তির জন্য আধার হতে হবে দ্বাদশ বৈধ পরিচয়পত্র। অভিযোগ উঠেছিল, এসআইআর চলাকালীন অনেক নির্বাচন অফিসার আগের নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও আধার গ্রহণ করছিলেন না। আদালত বলেছে, যদিও আধার নাগরিকত্ব প্রমাণ করে না, তবুও এটি পরিচয় ও বসবাসের একটি গ্রহণযোগ্য দলিল। এই বিষয়ে নির্বাচন কমিশনের আপত্তি আদালত খারিজ করে দেয়।

বিরোধী দলগুলির অভিযোগ থেকে এসআইআর নিয়ে এই মামলার সূত্রপাত হয়েছিল। তারা দাবি করে, ভোটার যাচাইয়ের নামে বহু প্রকৃত ভোটারের নাম মুছে ফেলা হচ্ছে, তাও সঠিক প্রক্রিয়া অনুসরণ না করেই। উল্লেখযোগ্যভাবে, ১৮ আগস্ট নির্বাচন কমিশন জানায়, এসআইআর প্রক্রিয়ার খসড়া ভোটার তালিকা থেকে ৬৫ লাখ ভোটারের নাম মুছে ফেলা হয়েছে। বিরোধীদের মতে, ১১টি নির্ধারিত পরিচয়পত্রের মধ্যে সাধারণ নাগরিকদের সবচেয়ে বহুল ব্যবহৃত আধার কার্ড না থাকা, পুরো প্রক্রিয়াকেই পক্ষপাতদুষ্ট করে তুলেছে।

পূর্ণিয়ায় বিভিন্ন প্রকল্পের উদ্বোধন ও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন

অনুপ্রবেশকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে ঃ প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ১৫ সেপ্টেম্বর, (পিআইবি) ।। আজ বিহারের পূর্ণিয়ায় প্রায় ৪০,০০০ কোটি টাকার উন্নয়নমূলক কাজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন এবং উদ্বোধন করেছেন প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী। এই উপলক্ষে একটি সমাবেশে ভাষণ দিতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, পূর্ণিয়া হল মা পুরাণ দেবী, ভক্ত প্রহ্লাদ এবং মহর্ষি মেহি বাবার ভূমি। এই মাটি ফণীশ্বরনাথ রেণু এবং সতীনাথ ভাদুড়ির মতো সাহিত্যিকদের জন্ম দিয়েছে। এটি বিনোবা ভাবের মতো নিবেদিতপ্রাণ কর্মযোগীদের কর্মভূমি এবং এই ভূমির প্রতি তাঁর গভীর শ্রদ্ধার কথা উল্লেখ করেছেন প্রধানমন্ত্রী।

বিহারে প্রায় ৪০,০০০ কোটি টাকার উন্নয়ন প্রকল্পের উদ্বোধন ও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের ঘোষণা করে শ্রী মোদী বলেন, রেলপথ, বিমানবন্দর, বিদ্যুৎ এবং জলের মতো এই প্রকল্পগুলি সীমাঞ্চলের আকাঙ্ক্ষা পূরণের উপায় হিসেবে কাজ করবে। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার আওতায় এখানে ৪০,০০০ এরও বেশি সুবিধাভোগী স্থায়ী আবাসন পেয়েছেন। আজ এই ৪০,০০০ পরিবারের জীবনে একটি নতুন সূচনা। তিনি বলেন, ধনতেরাস, দীপাবলি এবং ছট পূজার আগে স্থায়ী আবাসনে প্রবেশ করা অত্যন্ত সৌভাগ্যের বিষয়। তিনি এই সমস্ত পরিবারকে অভিনন্দন এবং শুভেচ্ছা জানিয়েছেন।

আজকের এই অনুষ্ঠানে তিনি গৃহহীন ভাইবোনদের আশ্বস্ত করে বলেন, তারাও একদিন স্থায়ী বাড়ি পাবেন। প্রধানমন্ত্রী উল্লেখ করেন, গত ১১ বছরে সরকার দরিদ্রদের জন্য ৪ কোটিরও বেশি স্থায়ী বাড়ি তৈরি করেছে এবং হস্তান্তর করেছে। সরকার এখন ৩ কোটি নতুন বাড়ি নির্মাণের জন্য কাজ করছে। শ্রী মোদী বলেন, যতক্ষণ না প্রতিটি দরিদ্র নাগরিক স্থায়ী বাড়ি পায়, ততক্ষণ পর্যন্ত মোদী থামবেন না, থামবেন না। তিনি জোর দিয়ে বলেন, প্রান্তিকদের অগ্রাধিকার দেওয়া এবং দরিদ্রদের সেবা করা তাঁর সরকারের মূল লক্ষ্য।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, আজ ইঞ্জিনিয়ার্স ডে উপলক্ষে, দেশ স্যার এম. বিশ্বেশ্বরাইয়ার প্রতি শ্রদ্ধা জানাচ্ছে। উন্নত ভারত এবং উন্নত বিহার গঠনে ইঞ্জিনিয়ারদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা এদিন তুলে ধরেন তিনি। এই দিবসটি উপলক্ষে দেশের সকল ইঞ্জিনিয়ারদের অভিনন্দন এবং শুভকামনা জানান প্রধানমন্ত্রী। আজকের এই অনুষ্ঠানেও ইঞ্জিনিয়ারদের নিষ্ঠা এবং দক্ষতা স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে বলে উল্লেখ করেন শ্রী মোদী। তিনি বলেন, পূর্ণিয়া ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

দুদিনের বিধানসভা অধিবেশন ১৯শে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ সেপ্টেম্বর।। আগামী ১৯ সেপ্টেম্বর থেকে ত্রিপুরা বিধানসভায় অধিবেশন শুরু হবে। দুই দিনের ওই অধিবেশন চলবে ২৩ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। আজ বিজনেস এডভাইজারি কমিটির (বিএসি) বৈঠকে সর্বসম্মতিক্রমে এই সিদ্ধান্ত হয়েছে বলে জানিয়েছেন সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী রতন লাল নাথ।

এদিন তিনি বলেন, তিনি জানান ত্রিপুরা বিধানসভায় বিজনেস অ্যাডভাইজরি কমিটি (বিএসি)-র বৈঠক শেষে মন্ত্রী জানান রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লু অধিবেশন আহ্বান করেছেন। বিধানসভার স্পিকার বিশ্ববন্ধু সেন অসুস্থ থাকায় বিধি অনুযায়ী ডেপুটি স্পিকার রামপ্রসাদ পাল সভা পরিচালনা করবেন।

আজ বিধানসভায় অধিবেশন নিয়ে বিজনেস এডভাইজারি কমিটির বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। ওই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী রতন লাল নাথ, মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী, মুখ্য সচেতন কল্যাণী, বিধায়ক রামপদ জামাতিয়া, উপধ্যক্ষ রামপ্রসাদ পাল, বিধায়ক বিরজিৎ সিনহা, অনিমেষ দেববর্মা সহ অন্যান্যরা। তবে, বিরোধীদলীয় নেতা জিতেন্দ্র চৌধুরী অনুপস্থিত ছিলেন, তার জায়গায় অন্য একজন সিপিআই-এম প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন।

তিনি বলেন বিএসি-র সিদ্ধান্ত অনুযায়ী দুর্গাপূজা উপলক্ষে অধিবেশন দু'দিনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছে। এই অধিবেশনের প্রথম দিন চারটি বিল উত্থাপন করা হবে। বিলগুলির মধ্যে রয়েছে ত্রিপুরা স্টেট গুডস অ্যান্ড সার্ভিস ট্যাক্স (সংশোধনী) বিল, ত্রিপুরা জন বিশ্বাস (সংশোধনী) বিল, ফ্যাক্টরিজ বিল এবং ত্রিপুরা শপস অ্যান্ড এস্টাবলিশমেন্টস (সংশোধনী) বিল। এছাড়া তিনটি প্রাইভেট মেম্বার রেজোলিউশন রয়েছে। এই গুলি নিয়ে ১ম দিন আলোচনা হবে। তিনি আরও জানান, ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

৫৮তম ইঞ্জিনিয়ার দিবস

রাজ্যে হচ্ছে এয়ারটেলের ডাটা সেন্টার ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ সেপ্টেম্বর।। দেশ ও রাজ্যের সার্বিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে ইঞ্জিনিয়ারদের। পরিকাঠামো উন্নয়নেও ইঞ্জিনিয়ারদের ভূমিকা খুবই উল্লেখযোগ্য। এর পাশাপাশি ইস্টার্ন জোনের মধ্যে ত্রিপুরায় প্রথম বারের মতো ডাটা সেন্টার করছে এয়ারটেল। আজ আগরতলার প্রজ্ঞাভবনে ৫৮তম ইঞ্জিনিয়ার দিবস ২০২৫ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা।

অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী তথা পূর্তমন্ত্রী ডাঃ সাহা ইঞ্জিনিয়ার দিবস উপলক্ষে সবাইকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেন। তিনি বলেন, ভারতরত্ন ড. এম বিশ্বেশ্বরাইয়ার যুগান্তকারী অবদানকে স্মরণীয় করে রাখতে প্রতি বছর ১৫ সেপ্টেম্বর ইঞ্জিনিয়ার্স ডে হিসেবে উদযাপন করা হয়। পানীয় জল সম্পদ ব্যবস্থাপনায় উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছিলেন তিনি। এজন্য তাঁকে ভারতরত্ন সম্মানে ভূষিত করা হয়েছিল। আজ ইঞ্জিনিয়ার্স ডে উপলক্ষে আমি তাঁকে সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই। আমাদের ত্রিপুরায় বিভিন্ন ধরণের ইঞ্জিনিয়ারিং প্রতিষ্ঠান রয়েছে। ত্রিপুরা ইন্সটিটিউট অফ টেকনোলজি, পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, ন্যাশনাল ইন্সটিটিউট অফ টেকনোলজি, ইন্ডিয়ান ইন্সটিটিউট অফ ইনফরমেশন টেকনোলজি (ট্রিপল আইটি), ইকফাই ইউনিভার্সিটি, টেকনো ইন্ডিয়া সহ বিভিন্ন ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ চালু রয়েছে রাজ্যে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, দেশ ও রাজ্যকে উন্নত করতে হলে ইঞ্জিনিয়ারদের অবদান ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

সমস্ত নীতি নির্দেশনা মেনেই বারের অনুমতি দিয়েছে দপ্তর ঃ অর্থমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ সেপ্টেম্বর।। সমস্ত নীতি নির্দেশনা মেনেই রবীন্দ্রভবন চত্বরে বার খোলার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। আজ এমনটাই দাবি করলেন অর্থমন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায়।

রবীন্দ্র ভবন চত্বরে একটি বার খোলাকে কেন্দ্র করে এর বিরোধিতায় গর্জে উঠেছে বিরোধী দলগুলি। তাদের দাবি, রাজধানীর একটি গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় এ ধরনের নাইট ক্লাব খোলার অনুমতি দেওয়া কোনভাবেই রাজ্য সরকারের উচিত হয়নি। অবিলম্বে এটি এখান থেকে সরিয়ে নেওয়ার দাবি জানিয়েছেন বিরোধীরা। এই বিষয়ে এদিন স্পষ্টিকরণ দিলেন অর্থমন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায়। তাঁর কথায়, অর্থ দপ্তর থেকে যে অনুমতি দেওয়া হয়েছে সেটি সম্পূর্ণ নীতি নির্দেশনা মেনেই দেওয়া হয়েছে।

মূলত জেলাশাসকের কাছে লাইসেন্সের আবেদন জানানো হয়। জেলাশাসক বিভিন্ন বিষয় পর্যবেক্ষণ করে অর্থ দপ্তরের কাছে অনুমতির জন্য পাঠান। সেই অনুযায়ী অর্থ দপ্তর অনুমতি প্রদান করেছেন রেস্টুরেন্ট কাম বার খোলার জন্য। এটি কোনভাবেই 'নাইট ক্লাব' নয়। ভুল শব্দ ব্যবহার করে বিভ্রান্তি ছড়ানোর চেষ্টা হচ্ছে বলে দাবি করেন মন্ত্রী।

তিনি আরো বলেন, বার খোলার ক্ষেত্রে কিছু নীতি নির্দেশনা রয়েছে। যেমন, সকাল ১১ টা থেকে রাত ১১ টা পর্যন্ত সেইবার খোলা থাকতে পারবে, এছাড়াও সাউন্ড সিস্টেম সহ বিভিন্ন বিষয় খতিয়ে দেখা হয়। সেই সবগুলি বিষয়ে পর্যবেক্ষণ করার পরেই জেলাশাসক অর্থ দপ্তরে অনুমতিপত্র প্রেরণ করেছেন। মন্ত্রী বলেন, এফএল শপ খোলার ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট কিছু নির্দেশনা রয়েছে, যেমন- ১০০ মিটারের মধ্যে কোনো, বিদ্যালয়, কলেজ, মন্দির, মসজিদ, হাসপাতাল থাকতে পারবেনা। কিন্তু বার খোলার ক্ষেত্রে সেই ধরনের কোনো নির্দেশনা নেই। তাই অর্থ দপ্তর থেকে যে অনুমতি দেওয়া হয়েছে সেটি সকল নীতি নির্দেশনা বিচার করেই দেওয়া হয়েছে।

অর্থমন্ত্রী আরো বলেন, তারপরেও যেহেতু সেই রেস্টুরেন্ট কাম বার খোলাকে কেন্দ্র করে প্রশ্ন উঠছে তাই পুনরায় মুখ্যমন্ত্রী তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন। যাবতীয় বিষয়বস্তু তদন্ত করেই প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গৃহীত হবে বলেও জানিয়েছেন মন্ত্রী প্রনজিৎ সিংহ রায়।

ওয়াকফ সংশোধনী আইনের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ধারা স্থগিত করল সুপ্রিমকোর্ট

নয়াদিল্লি, ১৫ সেপ্টেম্বর ।। সুপ্রিম কোর্ট সোমবার জানিয়েছে, ওয়াকফ (সংশোধনী) আইন, ২০২৫ সম্পূর্ণভাবে স্থগিত করা হবে না। তবে এতে থাকা কয়েকটি বিতর্কিত ধারা সাময়িকভাবে স্থগিত করা হয়েছে। এর মধ্যে অন্যতম হলো সেই ধারা, যেখানে জেলা প্রশাসক সিদ্ধান্ত নিতে পারেন কোনো সম্পত্তি ওয়াকফ নাকি সরকারের মালিকানাধীন।

এছাড়াও আইন অনুযায়ী, কমপক্ষে পাঁচ বছর ধরে ইসলামের অনুসারী এমন কোনো ব্যক্তিই ওয়াকফ সম্পত্তি দান করতে পারবেন, এই শর্তও আপাতত স্থগিত করা হয়েছে। প্রধান বিচারপতি বি আর গাভাই জানিয়েছেন, এই বিধান রাজ্য সরকারগুলি নিয়ম তৈরির পরই কার্যকর হবে, এখনই নয়।

বিচারপতি এজি মাসিহ-সহ ডিভিশন বেঞ্চ রায়ে উল্লেখ করেছে, ওয়াকফ সম্পত্তিগুলির কেন্দ্রীয় ডিজিটাল পোর্টালে নিবন্ধীকরণ বাধ্যতামূলক থাকবে। তবে জেলা প্রশাসকদের সম্পত্তির চরিত্র নির্ধারণ এবং রাজস্ব রেকর্ডে পরিবর্তনের ক্ষমতা স্থগিত করা হয়েছে। আদালত বলেছে, এ ধরনের সিদ্ধান্তের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি শুধুমাত্র ওয়াকফ ট্রাইব্যুনাল ও সংশ্লিষ্ট হাইকোর্টই করতে পারবে। এবং যতদিন না সেই মামলার নিষ্পত্তি হয়, বিতর্কিত সম্পত্তিতে কোনো তৃতীয় পক্ষের অধিকার সৃষ্টি করা যাবে না। শীর্ষ আদালত নির্দেশ দিয়েছে, কেন্দ্রীয় ওয়াকফ কাউন্সিলে (যা সংখ্যালঘু বিষয়ক মন্ত্রকের অধীনে কাজ করে) ৪ জনের বেশি অ-মুসলিম সদস্য থাকা যাবে না। একইভাবে, রাজ্য ওয়াকফ বোর্ডগুলিতে অ-মুসলিম সদস্য সংখ্যা তিন জনের বেশি হতে পারবে না। এছাড়াও আদালত পরামর্শ দিয়েছে, ওয়াক্ফ বোর্ডের মুখ্য কার্যনির্বাহী আধিকারিক পদে মুসলিম ব্যক্তি নিয়োগ করাই শ্রেয়। যদিও সংশোধিত আইনে এটি বাধ্যতামূলক নয়।

রায় প্রদানকালে প্রধান বিচারপতি বলেন, প্রতিটি আইনকে সাংবিধানিক বলেই ধরে নেওয়া হয়। তবে কিছু ক্ষেত্রে সংবিধানিক সুরক্ষাও প্রয়োজন। তাই কিছু ধারা স্থগিত রাখা হলো। এই রায় এসেছে এমন এক সময়ে, যখন ২২ আগস্ট শুনানিতে আদালত ওয়াকফ সম্পত্তি কেন্দ্রীয় পোর্টালে ছয় মাসের মধ্যে নিবন্ধনের নির্দেশ স্থগিত করতে অস্বীকার করেছিল। ওই নির্দেশ কেন্দ্র ৬ জুন ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

প্রধানমন্ত্রী ত্রিপুরায় আসলেও ভাষণ দেবেন না ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ সেপ্টেম্বর।। আগামী ২২ সেপ্টেম্বর নবরূপে সজ্জিত উদয়পুর মাতা ত্রিপুরাসুন্দরী মন্দিরের উদ্বোধন করতে রাজ্যে আসছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। কিন্তু সেখানে কোন জনসভায় ভাষণ দেবেন না প্রধানমন্ত্রী। আজ সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এমনটাই জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ডাঃ) মানিক সাহা।

এদিন তিনি বলেন, সব ঠিকঠাক থাকলে আগামী ২২ সেপ্টেম্বর বেলা ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

চার চোর পুলিশের জালে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ সেপ্টেম্বর।। আমতলীর বাইপাস সংলগ্ন ওভেল ইঞ্জিনিয়ারিং লিমিটেডের নির্মাণ সাইট থেকে রড-সহ বিভিন্ন সামগ্রী চুরির ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। গত ১৩ সেপ্টেম্বর রাতে ওই সামগ্রী চুরি করে নিয়ে যায় চোরের দল। ঘটনার ভিত্তিতে কোম্পানির সেফটি অফিসার আমতলী থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন।

অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নেমে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

শিক্ষা দপ্তরের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে উত্তপ্ত শিক্ষা ভবন চত্বরে এনএসইউআই-এর বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ সেপ্টেম্বর।। রাজ্যের সরকারি বিদ্যালয়গুলিতে একরকমের স্কুল ইউনিফর্ম চালু করার সিদ্ধান্তকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়াল শিক্ষা ভবন চত্বরে। সোমবার শিক্ষা দপ্তর ঘেরাও করে তীব্র বিক্ষোভ প্রদর্শন করে ন্যাশনাল স্টুডেন্টস ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া (এনএসইউআই)।

এদিন এনএসইউআই নেতৃত্ব অভিযোগ করেন, চলতি শিক্ষাবর্ষের প্রায় ছয় মাস অতিক্রান্ত হওয়ার পর রাজ্য শিক্ষা দপ্তর হঠাৎই তুঘলকী সিদ্ধান্ত নিয়ে সব সরকারি বিদ্যালয়ের জন্য এক ধরনের ইউনিফর্ম বাধ্যতামূলক করেছে। তাদের দাবি, এর ফলে রাজধানীর একাধিক ঐতিহ্যবাহী বিদ্যালয়ের নিজস্ব পরিচয় ও স্বকীয়তা নষ্ট হবে। বিক্ষোভকারীরা আরও অভিযোগ তোলেন, এই নতুন পোশাক সরবরাহের দায়িত্ব গুজরাটের একটি কোম্পানিকে দেওয়া হয়েছে। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বাংলাদেশের কুষ্টিয়ায় মন্দিরে প্রতিমা ভাঙচুর, আতঙ্ক এলাকায়

জাকির হোসেন, ঢাকা, ১৫ সেপ্টেম্বর।। বাংলাদেশের কুষ্টিয়ার মিরপুর উপজেলার স্বরূপদহ পালপাড়ার শ্রীশ্রী রক্ষা কালী মন্দিরে রবিবার রাতে প্রতিমা ভাঙচুর করেছে দুষ্কৃতকারীরা। এ সময় মন্দিরে থাকা সিসিটিভি ক্যামেরা ও মেমোরি কার্ডও খুলে নিয়ে যাওয়া হয়।

মন্দির কর্তৃপক্ষ জানায়, কার্তিক প্রতিমার হাত ও গলা, সরস্বতী প্রতিমার হাত ও মুকুট ভেঙে দেওয়া হয়েছে। রাজহাঁস ও ময়ূর বাহনও নষ্ট করা হয়েছে। পুলিশের ধারণা, সন্ধ্যার পর ঝমঝমিয়ে বৃষ্টির মধ্যেই রাত ৮টা থেকে সাড়ে ৮টার মধ্যে ঘটনাটি ঘটে।

মন্দিরের সেবক বাদল কুমার দে বলেন, "তিন বছর ধরে আমরা দুর্গাপূজা করছি। উৎসবের মধ্যে এই ঘটনা আমাদের আতঙ্কে ফেলল।" মন্দির কমিটির সম্পাদক শ্রীবাস কুমার দে জানান, "আজই পুলিশ সুপারের সঙ্গে দেখা করেছি। এলাকায় বৈঠক করে মামলার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেব।" মিরপুর থানার ওসি মোমিনুল ইসলাম বলেন, "সিসিটিভির ক্যামেরা ও মেমোরি কার্ড দুর্বৃত্তরা নিয়ে গেছে। অভিযোগ পাওয়া যায়নি, তবে তদন্ত দ্রুত চলছে।" সোমবার সকালে ঘটনাস্থল ঘুরে দেখেন কুষ্টিয়া জেলা প্রশাসক আবু হাসনাত মোহাম্মদ আরেফীন। তিনি বলেন, "দুষ্কৃতকারীরা দুটি প্রতিমার ক্ষতি করেছে। তদন্তের পর আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।" তিনি আরও জানান, মন্দিরে ফের ক্যামেরা বসানো হয়েছে এবং আনসার মোতায়েন করা হয়েছে। বর্তমানে পরিস্থিতি স্বাভাবিক।

আর মাত্র
১২ দিন

'ভোট চুরি' প্রদেশ কংগ্রেসের স্বাক্ষর সংগ্রহ অভিযান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ সেপ্টেম্বর।।: ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেসের পক্ষ থেকে ভোট চুরি স্বাক্ষর অভিযানের কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে প্রদেশ কংগ্রেস ভবনে এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এদিনের বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আশিস কুমার সাহা সহ অন্যান্যরা। ওই বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয় পাঁচ কোটি মানুষের স্বাক্ষর সংগ্রহ করে রাষ্ট্রপতি সহ ভারতের নির্বাচন কমিশনের নিকট দাবী সনদ পেশ করা হবে।

এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আশিস কুমার সাহা বলেন, গণতন্ত্র প্রতিটি ভোটের শক্তির উপর নির্ভরশীল। আজ এই ভিত্তিই আক্রান্ত। বিভিন্ন নির্বাচনী এলাকায় ভোটার তালিকার লক্ষাধিক নামের সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য যেমন সঠিক ছবি নেই। অনেক নাম দ্বৈতভাবে তালিকাভুক্ত, আবার বহু নাম তালিকা থেকে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা,১৬ সেপ্টেম্বর,২০২৫ ইং
৩০ ভাদ্র, মঙ্গলবার,১৪৩২ বঙ্গাব্দ

প্রতিরক্ষা সংস্কারে গুরুত্ব

স্বাধীন সার্বভৌম গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ভারতবর্ষে প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব উন্নয়ন দেশকে সুরক্ষিত রাখিবার ক্ষেত্রে দারুণ ভূমিকা পালন করিয়া চলিয়াছে। ভারত সরকার বাজেট প্রস্তাবে বাজেটের বিশাল পরিমাণ অর্থ প্রতিরক্ষা খাতে বরাদ্দ করিয়া থাকে। ইহার মূল উদ্দেশ্যই হইল দেশের প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রকে আরো মজবুত করা। প্রতিরক্ষা ক্ষেত্র মজবুত না হইলে দেশের আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা কোনভাবেই সম্ভব নয়। সে কথা মাথায় রেখেই ভারত সরকার আদি অনন্তকাল হইতে দেশের প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে জন্য অধিক পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ করিয়া থাকে। আপাত দৃষ্টিতে প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে অধিক অর্থ বরাদ্দের বিষয়ে নানা মহল হইতে নানা মতামত ব্যক্ত করা হইলেও ইহার বিরোধিতা করিতে কাউকে দেখা যায় না। শক্তিশালী প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রের উপর ভর করিয়াই ভারত মজবুত অবস্থানে রহিয়াছে। পাকিস্তানসহ একাধিক রাষ্ট্র সুযোগ পাইলেই ভারতের বিরুদ্ধে অস্ত্র সানাইবার চেষ্টা করিয়া থাকে। কিন্তু প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে ভারত শক্তিশালী হওয়ায় তাহাদের সেই প্রয়াস হলো প্রসব হয় না। দ্রুত বদলাইয়া যাইতেছে প্রতিরক্ষাক্ষেত্র। যুদ্ধ আজ আর সীমান্তে গুলি চালনার মধ্যে সীমাবদ্ধ নাই। যুদ্ধে সাফল্যের অবশ্য শর্ত হিসেবে উঠিয়া আসিয়াছে প্রযুক্তির ব্যবহার। উদীয়মান নিরাপত্তা চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় দ্রুত প্রতিরক্ষা সংস্কার এবং সশস্ত্র বাহিনীর মধ্যে সমন্বয় বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেওয়া হইয়াছে। জাতীয় নিরাপত্তা এবং কৌশলগত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি নিয়া আলোচনা হইয়াছে। এই বছরের মূল ভাবনা হইল 'সংস্কারের বছর-ভবিষ্যতের জন্য রূপান্তর'। যাহা প্রতিরক্ষা খাতে আধুনিকীকরণ, যৌথতা এবং স্বনির্ভরতার উপর দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। এক্ষেত্রে সরকার যে পুরোপুরি সদর্থক তা জানাইয়া দিয়াছেন মোদি। প্রধানমন্ত্রী অপারেশন সিঁদুরের সফল বাস্তবায়নের পাশাপাশি জাতি গঠন, মানবিক সহায়তা এবং দুর্যোগ সঙ্কুল এলাকায় ত্রাণ বিলি এবং বিশ্বের সংঘাতপূর্ণ অঞ্চল থেকে ভারতীয় নাগরিকদের নিরাপদে সরাইয়া নেওয়ার জন্য সশস্ত্র বাহিনীর প্রশংসা করিয়াছেন। ২০২৫ সালকে প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে 'সংস্কারের বছর' হিসেবে চিহ্নিত করিয়া, প্রধানমন্ত্রী প্রতিরক্ষা মন্ত্রককে ভবিষ্যতের হুমকি ও চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় যৌথ ব্যবস্থাপণা, আত্মনির্ভরতা এবং উদ্ভাবনের লক্ষ্যে সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ নিতে নির্দেশ দিয়াছেন। কাঠামোগত, প্রশাসনিক এবং অপারেশনাল বিষয়গুলির একটি বিস্তৃত পর্যালোচনা করা হইয়াছে। বিভিন্ন পরিষেবা থেকে প্রতিক্রিয়া, ক্রমবর্ধমান বিশ্বব্যাপী অনিশ্চয়তার মধ্যে প্রস্তুতির মূল্যায়ন এবং প্রধানমন্ত্রীর দীর্ঘমেয়াদী দৃষ্টিভঙ্গি বাস্তবায়নের কৌশল নেওয়া হইয়াছে।

ক্রীড়ামন্ত্রীর সভাপতিত্বে ২৯তম জাতীয় যুব দিবস উপলক্ষ্যে প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ সেপ্টেম্বর: ২৯তম জাতীয় যুব দিবস ২০২৬ (বিকশিত ভারত ইয়ং লিডার্স ডায়লগ) আয়োজনের বিষয়ে আজ শহীদ ভগৎ সিং যুব আবাসের কনফারেন্স হলে এক প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হয়। কেন্দ্রীয় সরকারের যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া মন্ত্রকের আর্থিক সহায়তায় এবং রাজ্য যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের উদ্যোগে এই যুব দিবস পালনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। রাজ্যে কালচারেল এবং ইনোভেশন ট্র্যাক এবং বিকশিত ভারত চ্যালেঞ্জ ট্র্যাক এই দুটি ট্র্যাকে জেলা ও রাজ্যভিত্তিক বিভিন্ন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে। যুব বিষয়ক ও ক্রীড়ামন্ত্রী টিংকু রায়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই প্রস্তুতি সভায় পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদের ভারপ্রাপ্ত সভাধিপতি বিশ্বজিৎ শীল, সিপাহীজলা জিলা পরিষদের সভাধিপতি সুপ্রিয়া দাস দত্ত, উত্তর ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সভাধিপতি অপর্ণা নাথ, ঊনকোটি জিলা পরিষদের সভাধিপতি অমলেন্দু দাস, খোয়াই জিলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি সত্যেন্দ্র চন্দ্র দাস, যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের সচিব ড. প্রদীপ কুমার চক্রবর্তী, অধিকর্তা এল ডার্লং সহ বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকগণ উপস্থিত ছিলেন।

আলোচনায় অংশ নিয়ে যুব বিষয়ক ও ক্রীড়ামন্ত্রী টিংকু রায় বলেন, ভারত সরকার ২০৪৭ সালের মধ্যে দেশকে বিকশিত ভারত হিসেবে গড়ার উদ্যোগ নিয়েছে। এরই অংশ হিসেবে এই জাতীয় যুব দিবস আয়োজনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, এই যুব উৎসব উপলক্ষ্যে আমাদের রাজ্যে বিকশিত ভারত চ্যালেঞ্জ ট্র্যাকে ১ সেপ্টেম্বর থেকে ১৫ অক্টোবর পর্যন্ত ক্যুইজ (ডিজিটাল) প্রতিযোগিতা আয়োজনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ক্যুইজের জন্য ইতিমধ্যে রেজিস্ট্রেশন শুরু হয়ে গেছে। ইতিমধ্যে ১৭২৭ জন যুবক যুবতী অনলাইনে নাম নথিভুক্ত করেছে। তিনি জানান, এই উৎসবের অঙ্গ হিসেবে আমাদের রাজ্যে ১ সেপ্টেম্বর থেকে ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত জেলা পর্যায়ে (সংস্কৃতি ও ইনোভেশন) লোক সংগীত, লোকনৃত্য, পেইন্টিং, কবিতা, স্টোরি রাইটিং, ডিক্লামেশন এবং ইনোভেশন (বিজ্ঞান মেলা) প্রতিযোগিতার সংস্থান রাখা হয়েছে। ১০ নভেম্বর থেকে ১ ডিসেম্বর পর্যন্ত উপরোক্ত বিষয়গুলির উপর রাজ্যভিত্তিক প্রতিযোগিতা আয়োজিত হবে। প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা (ডিজিটাল) ২৩ অক্টোবর থেকে ৫ নভেম্বর, পিপিটি প্রতিযোগিতা রাজ্যস্তরে (সশরীরে উপস্থিতির মাধ্যমে) এবং বিকশিত ভারত চ্যাম্পিয়নশিপ, ন্যাশনাল ইয়থ ফেস্টিভেল (সশরীরে উপস্থিতির মাধ্যমে) আগামী ১০-১২ জানুয়ারি, ২০২৬ নয়াদিল্লিতে আয়োজিত হবে। আমাদের রাজ্যে রাজ্যভিত্তিক জাতীয় যুব দিবস উদযাপন করা হবে নজরুল কলাক্ষেত্রে। তিনি বলেন, কেন্দ্রীয় সরকারের নতুন উদ্যোগ বিকশিত ভারত ইয়ং লিডারস ডাইলগ (ভি.বি.ওয়াই.এল.ডি.) প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে দেশের ১৫-২৯ বছর যুবক যুবতীরা বিকশিত ভারত গড়ার লক্ষ্যে তাদের নিজ নিজ চিন্তাধারণা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির কাছে পেশ করতে পারবেন।

সেই লক্ষ্যেই কেন্দ্রীয় যুব বিষয়ক মন্ত্রী মনসুখ মান্ডবিয়া বিকশিত ভারত ইয়ং লিডারস ডাইলগ ২য় এডিশন (২০২৬) এর ঘোষণা করেছেন ১৩ সেপ্টেম্বর নয়াদিল্লির ধ্যানচন্দ স্টেডিয়াম থেকে। তারই অঙ্গ হিসেবে কেন্দ্রীয়মন্ত্রী মনসুখ মান্ডবিয়া মাই ভারত প্ল্যাটফর্মে বিকশিত ভারত ক্যুইজ প্রতিযোগিতার সূচনা করেছেন। বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্য দিয়ে এই ভি.বি.ওয়াই.এল.ডি.-এর সর্বশেষ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হবে নয়াদিল্লিতে ২০২৬-এর ১০-১২ জানুয়ারি তারিখে। বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে সেখানে দেশের ৩ হাজার ছেলেমেয়ে অংশগ্রহণ করবেন। ভি.বি.ওয়াই.এল.ডি, ১ম এডিশনের মূল বিষয় ও ট্র্যাক ভি.বি.ওয়াই.এল.ডি, ২য় এডিশনেও থাকবে। আন্তর্জাতিক স্তরেও বি.আই.এম.এস.টি.ই.সি. দেশগুলি থেকেও ২০ জন ছেলেমেয়ে নো ইন্ডিয়া প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ করার সুযোগ পাবে। ১০-১২ জানুয়ারি ২০২৬ নয়াদিল্লির অনুষ্ঠানে যে ৩ হাজার যুবক যুবতী অংশগ্রহণ করবে তারমধ্যে থাকবে বিকশিত ভারত চ্যালেঞ্জ ট্র্যাক থেকে ১ হাজার ৫০০ জন, সাংস্কৃতিক ও ডিজাইন ট্র্যাক থেকে ১ হাজার জন, ১০০ জন আন্তর্জাতিক প্রতিনিধি, ৪০০জন বিশেষ প্রতিনিধি।

ক্রীড়ামন্ত্রী বলেন, জাতীয় যুব দিবস উপলক্ষ্যে প্রত্যেক জেলায় (পশ্চিম জেলা বাদ দিয়ে) আগামী ২৩ সেপ্টেম্বর জেলাভিত্তিক র্যালির আয়োজন করা হবে। আগামী ২১ অক্টোবর রাজ্যভিত্তিক নমো ম্যারাথন র্যালি আয়োজন করা হবে। তিনি বলেন, দুর্গাপূজার পর সাংসদ ও বিধায়ক এলাকা উন্নয়ন তহবিলে বিভিন্ন ক্রীড়া সামগ্রী বিতরণ করা হবে। তিনি বলেন, আগামী ২৭ অক্টোবর প্রত্যেক জেলায় সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তরের উদ্যোগে দিব্যাঙ্গজনদের জন্য জেলাভিত্তিক শিবির করা হবে। শিবিরে ৩ বা ৪ জন দিব্যাঙ্গজনকে পুরস্কৃত করা হবে। মানসিক দিব্যাঙ্গজনদের ৫ হাজার টাকা করে চেক দেওয়া হবে। তিনি জাতীয় যুব উৎসবকে সফল করার জন্য সকলের সহযোগিতা কামনা করেন।

আলোচনার সূচনা করে যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের সচিব ড. প্রদীপ কুমার চক্রবর্তী বলেন, বিকশিত ভারত এবং বিকশিত ত্রিপুরা গঠনের জন্যই এই উৎসবের আয়োজন করা হবে। তিনি বলেন, এই কর্মসূচি বাস্তবায়নে যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তর এবং তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের সাথে সমন্বয় রেখে এর সফলতায় অন্যান্য দপ্তরকেও কাজ করতে হবে।

গান্ধী: মহাত্মারও আগে

২০১৪ সালে উগ্র হিন্দুত্ববাদী শক্তি ভারতের শাসনকেন্দ্রে আসার পর ভারতে গান্ধীচর্চায় নতুন জোয়ার এসেছে। ১৯৯৮ ও ২০১৪ সালে সরকার গঠন বাদ দিলে এই হিন্দুত্ববাদীদের বৃহত্তম রাজনৈতিক সাফল্য ছিল ১৯৪৮ সালের গান্ধী-হত্যা। ভারতে বামপন্থী ও উদারবাদী রাজনীতির চিন্তকরা গান্ধীর মধ্যে এই হিন্দুত্ববাদ-বিরোধী অবস্থান খুঁজে চলেছেন প্রাণপণ। তাঁরা এমন রাজনীতির খোঁজ করছেন, যা চরিত্রে হবে "খাঁটি ভারতীয়"; ধর্মনিরপেক্ষতা, সমাজতন্ত্র বা যুক্তিবাদের মতো তথাকথিত বিদেশি ভাবনার মিশেল থাকবে না তাতে। সমস্যা হল, গান্ধীর সঙ্গে হিন্দু দক্ষিণপন্থার বিরোধ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মূল লক্ষ্য সংক্রান্ত নয় (যদিও গান্ধীর অবস্থান ছিল অনেক বেশি মধ্যপন্থী) তাই আজকের হিন্দুত্ববিরোধী চিন্তকদের রাজনৈতিক লড়াইয়ের সঙ্গে তা খাপ খায় না। গান্ধীও হিন্দু ভারতের ধারণাকে সামনে রেখেছিলেন। যদিও হিন্দুত্ববাদীর বাসনা ছিল সংগঠিত হিংস্রতার মাধ্যমে ভারত থেকে মুসলমানদের সম্পূর্ণ মুছে দেওয়া; আর গান্ধী চেয়েছিলেন শক্তির জায়গা থেকে মুসলমানদের দয়ালু ভাবে দেখতে। স্পষ্টতই গান্ধীর উত্তরাধিকার উদারবাদীদের কাছে বেশ কিছুটা সমস্যাজনক।

গান্ধীচর্চার ক্ষেত্রে আমরা যদি এই অতি-ব্যতিক্রমী জীবনের শুধুমাত্র ব্যতিক্রমী দিকগুলোর দিকে নজর দেওয়ার প্রবণতাটিকে এড়াতে পারি, তা হলে আরও অনেক কিছু চোখে পড়া সম্ভব: পুঁজিবাদ-বিরোধী "লেট ভিক্টোরিয়ান" রোম্যান্টিকতা; নৈরাজ্যবাদ, ইউটোপীয় সমাজতন্ত্র ও সঙ্কীর্ণ জাতীয়তাবাদী ভাবনার পরস্পরবিরোধী সহাবস্থান; প্রাচ্যবাদী ভাবনার কৌশলী ব্যবহার; সাম্রাজ্যবাদী জাতিবিদ্বেষ ও উপ- জাতিবিদ্বেষ; সাংবিধানিক ব্যবস্থা-বিরোধিতা। এ ভাবে দেখলে হয়তো একটা ধাঁধার জবাব মিলতে পারে এত রকমের মানুষের কাছে গান্ধীর গ্রহণযোগ্যতা ও আবেদনের কারণ ঠিক কী। এটাই কি কারণ যে, তাঁর চিন্তাগুলি বহু ক্ষেত্রেই ততটা ব্যতিক্রমী ছিল না?

২

গান্ধীর রাজনৈতিক কল্পনায় বিদেশি প্রভাব ছিল স্পষ্ট। তাঁর বহু লেখা জুড়েই রয়েছে "প্রাচ্য" ও "পাশ্চাত্য" ধারণার মধ্যে সংঘাতের বিবরণী যাকে কোনও অর্থেই "পাশ্চাত্য" চিন্তার প্রতি সম্পূর্ণ বিমুখতা বলা চলে না। তাঁর কল্পনায় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে যে ফারাক আধ্যাত্মিক প্রাচ্য সম্পদ আসলে বিজ্ঞান-প্রযুক্তিতে বলীয়ান পাশ্চাত্যের চেয়ে নৈতিক ভাবে উন্নত এটি তাঁর রাজনীতির বৈধতা নির্মাণের প্রধান পথ। ১৯০৯ সালে লেখা হিন্দ স্বরাজ-এ বলেছেন প্রাচ্যের পক্ষে নিজের আত্মাকে না খুইয়ে পাশ্চাত্য সভ্যতাকে গ্রহণ করা সম্ভব নয়। আত্মজীবনী দ্য স্টোরি অব মাই এক্সপেরিমেন্টস উইথ ট্রুথ-এও (১৯২৫-২৯) সে কথা আছে। কিন্তু, ঔপনিবেশিক সত্তার সঙ্গে সচেতন ভাবে সংলাপে না এসে তো প্রাক্-ঔপনিবেশিক অতীতে ফেরত যাওয়া সম্ভব নয়।

গান্ধীকে পাঠ করার একটা উপায় হতে পারে তাঁকে ঊনবিংশ শতকের শেষার্ধের এক রোম্যান্টিক ধনতন্ত্র-বিরোধী চরিত্র হিসাবে দেখা। নতুন অর্থনীতির গতিতে পুরনো সামাজিক সম্পর্কগুলি ভেঙে পড়া নিয়ে অতি বিরক্ত এক চরিত্র, যার সঙ্গে ঔপনিবেশিক প্রজাসুলভ উদ্বেগের মিশেল। বহু "কসমোপলিটান" ভাবনায় তিনি প্রভাবিত: যার মধ্যে ছিল বিশ্বব্যাপী রোম্যান্টিক বস্তুবাদ-বিরোধিতা; ইউটোপীয় সমাজতন্ত্রের সঙ্গে বিচিত্র সংযোগ; শক্তিশালী ইহুদি ধর্ম (এবং শক্তিশালী খ্রিস্টান ধর্ম)। পাশাপাশি এই "কসমোপলিটান" চিন্তাকে "খাঁটি" "ভারতীয়" ইতিহাসের ভাষায় অনুবাদ করার বাসনা। এ এক রকমের বৈপ্লবিক রক্ষণশীলতা ("র‍্যাডিকাল কনজার্ভেটিজম"-), যার মধ্যে নতুন ধরনের সামাজিক সংগঠনের উত্তেজনার পাশেই ছিল পশ্চিমি ধাঁচের স্বাধীনতাবাদ বর্জনের অভীপ্সা।

দক্ষিণ আফ্রিকায় গান্ধীর রাজনৈতিক কার্যক্রমে পরোক্ষ প্রতিরোধ (পরে যার নাম "সত্যাগ্রহ"), এবং অহিংসার ধারণাগুলি উঠে আসে। কিন্তু সে সময়ে গান্ধী বর্ণবাদী ছিলেন, বিভিন্ন জাত ও সভ্যতার মধ্যে উচ্চাবচতায় বিশ্বাসী ছিলেন দক্ষিণ আফ্রিকায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাঁর যুক্তির কেন্দ্রে ছিল এই বিশ্বাস যে, "কাফির"-দের সঙ্গে যে আচরণ করা চলে, উন্নততর সভ্যতার সন্তান ভারতীয়দের সঙ্গে তা করা যায় না। পরবর্তী কালে গান্ধী দাবি করেন যে, অহিংসা হিন্দু ধর্মের একেবারে কেন্দ্রে রয়েছে।

সাংগঠনিক প্রয়োজনে গান্ধী ধর্মীয় পুনরুত্থানবাদের একটি রূপ-কে ব্যবহার করেছেন। দাবি করেছেন যে, শুধু হিন্দু ধর্মের অনুসারীরাই এর অন্তর্ভুক্ত নন, অন্য ধর্মাবলম্বীরাও এর মধ্যে আছেন। উনিশ শতকের শেষ দিকে আর্য সমাজের যে সংস্কার আন্দোলন হয়েছিল, গান্ধীর হিন্দু পুনরুত্থানবাদের সঙ্গে তার যোগ থাকলেও কিছু পার্থক্য ছিল। আর্য সমাজ "শুদ্ধি"র মাধ্যমে মুসলমানদের হিন্দু ধর্মে ফিরিয়ে নেওয়ার পক্ষপাতী ছিল। গান্ধী ভারতের জাতিকল্পনায় মুসলমানদের চিহ্নিত করেছিলেন "ভাই" হিসাবে এমন জনগোষ্ঠী নয় যাদের সঙ্গে হিন্দুদের কোনও ফারাক নেই (ধর্মনিরপেক্ষ নাগরিক জাতিকল্পনা যেমনটা দাবি করে); বরং এমন জনগোষ্ঠী হিসাবে, যাদের সঙ্গে হিন্দুদের ফারাক আছে, যদিও উভয় গোষ্ঠীই সম্প্রীতির স্বার্থে বিভিন্ন সমঝোতা করবে। এর জন্য অন্য সব পরিচিতির উপরে ধর্মীয় পরিচিতিকে স্থান দেওয়ার প্রয়োজন হয় হিন্দুদের হিন্দু হিসাবে এবং মুসলমানদের মুসলমান হিসাবে দেখতে হয়। ভারতের প্রথম এবং সম্ভবত সফলতম জন-আন্দোলন অসহযোগ আন্দোলনের সময় গান্ধী প্রথম প্রাতিষ্ঠানিক সমর্থনটি পেয়েছিলেন অল ইন্ডিয়া খিলাফত কমিটির মুসলমান ধর্মীয় নেতাদের থেকেই। আর্য সমাজের সংস্কারবাদীদের ধারার প্রতি ইতিবাচক মনোভাব থাকা সত্ত্বেও গান্ধী নিজেকে "সনাতনি হিন্দু" বলতে পছন্দ করতেন সংস্কারবাদের বিপ্রতীপ অবস্থান। অন্য দিকে, গান্ধী খ্রিস্টধর্ম থেকেও বিভিন্ন সূত্র গ্রহণ করেছিলেন। বিদেশে গান্ধীর সমর্থকদের মধ্যে ছিলেন বেশ কিছু খ্রিস্টধর্মে বিশ্বাসী মানুষ। তাঁদের অনেকেই স্বেচ্ছায় বিদেশে গান্ধীর প্রচার করেছেন; অনেকে ভারতে এসে যোগ দিয়েছেন তাঁর সামাজিক সংস্কারের কাজে, তাঁর আশ্রমে থেকেছেন। যে রাজনীতি ধর্মের সঙ্গে সংযোগহীন, গান্ধী স্পষ্ট ভাবে তাকে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। তিনি মনে করতেন, ধর্মই নৈতিকতার একমাত্র বিশ্বাসযোগ্য উৎস। অন্য ভাবে বললে, উনিশ শতক থেকে রাজনীতিতে যে ধর্মনিরপেক্ষতার প্রবাহ এসেছিল, তিনি তাকে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। বস্তুত, গান্ধী ধর্মনিরপেক্ষতাকে "পাশ্চাত্য"- এর একটি মূল সমস্যা হিসাবে বিবেচনা করতেন; এমন সমস্যা, ভারতের যা এড়িয়ে যাওয়া উচিত।

লক্ষণীয়, স্বদেশি আন্দোলনের সময়ও ধর্মীয় পুনরুত্থানবাদের ব্যবহার ঘটেছিল। গান্ধী এই আন্দোলনটিকে খুঁটিয়ে লক্ষ করেছিলেন। তখনও প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের দ্বন্দ্বের প্রসঙ্গটি এসেছিল। আন্দোলনের নেতারা স্থির করেছিলেন যে, রাষ্ট্র পরিচালনা ও শিল্পায়নের প্রশ্নে বস্তুবাদী পাশ্চাত্যকে অনুসরণ করা বিধেয়, কিন্তু সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে নয়। গান্ধীর অবস্থান আরও কট্টরপন্থী। হিন্দ স্বরাজ-এ পাশ্চাত্য সভ্যতাকে বলা হচ্ছে একটি ব্যাধি, এবং তাকে সম্পূর্ণ প্রত্যাখ্যান করতে বলা হচ্ছে তার সংসদীয় রাজনীতি, রেলওয়ে, চিকিৎসক, উকিল এবং অন্যান্য চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সমেত। গান্ধীর মতে, ভারত স্বাধীন হলেও সেখানে ব্রিটিশ শাসন থেকে যাবে, যদি সেই স্বাধীন দেশে শিল্পসভ্যতা ও যন্ত্র থেকে যায়। তাঁর মতে, সমাধানের পথটি প্রাচীন ভারতের গ্রামে যে গ্রাম এই "জাতি"র আত্মা যে গ্রামগুলি অর্থনৈতিক ভাবে স্বয়ংসম্পূর্ণ, বহুলাংশে যন্ত্রের সংস্রববিহীন, এবং যেখানে সবাই নিজের সামাজিক অবস্থান নিয়েই মিলেমিশে থাকেন।

৩

গান্ধী ভারতে তিনটি বৃহত গণ-আন্দোলনের নেতা ছিলেন ১৯২০-২২ এর অসহযোগ আন্দোলন; ১৯৩০-৩১ এর আইন অমান্য আন্দোলন; এবং ১৯৪২ এর ভারত ছাড়ো আন্দোলন। দেশের, বিশেষত শহরের বাইরের বিপুল জনগোষ্ঠীর উপর নিজের কর্তৃত্ব স্থাপন করতে পারলেও তাঁর এই "নেতা" ধারণাটিকেও প্রশ্নায়িত করা প্রয়োজন। প্রথমত, প্রতিটি আন্দোলনই নির্ভরশীল ছিল এমন কোনও বৃহত্তর পরিস্থিতির উপরে, যাতে বিপুল জনরোষ সৃষ্টি হয়েছিল যেমন, প্রথম বিশ্বযুদ্ধ, আর্থিক মন্দা, ঔপনিবেশিক শাসকদের দমননীতি, ১৯২০-২২ এর খিলাফত আন্দোলন, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও বর্মা থেকে আগত উদ্বাস্তুর ঢল, ১৯৪২-এর আসন্ন জাপানি আক্রমণ। ফলে, এই আন্দোলনগুলির আদর্শগত

অবস্থান-নিরপেক্ষ ভাবেই অনেকে তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন। ১৯৪২ সালে আন্দোলনকে নিয়ন্ত্রণ করার কোনও সম্ভাবনাই গান্ধীর ছিল না; তিনি বললেন, প্রত্যেকেই যেন নিজের বিবেককে অনুসরণ করে। দ্বিতীয়ত, এমন সব জোট গড়ে উঠেছিল, যেখানে গান্ধীর আদর্শ কতখানি প্রভাবশালী ছিল তা নিয়ে সংশয় আছে। এমন সব ক্ষেত্রে তাঁর নাম ব্যবহৃত হয়েছিল, যার সঙ্গে গান্ধীর ধারণার সংযোগ অতি ক্ষীণ। তৃতীয়ত, তাঁর পছন্দের পথ থেকে চ্যুত হলেই আন্দোলন প্রত্যাহার করে নেওয়ার প্রবণতাও গান্ধীর বিশ্বাসযোগ্যতার ক্ষতি করেছিল। কিন্তু, এই সময় গান্ধী ভারতের জাতীয় আকাঙ্ক্ষার প্রতীক হয়ে ওঠার ফলে যাঁরা আড়ালে তাঁর সিদ্ধান্তের সমালোচনা করতেন, তাঁরাও প্রকাশ্যে তাঁর প্রতি সমর্থন বজায় রাখতেন।

গণ-আন্দোলন সম্বন্ধে গান্ধীর মূল নীতিটি ছিল এই রকম সাধারণ মানুষের সম্মিলিত প্রতিরোধকে স্বচালিত হতে দেওয়া যাবে না; যাঁরা আধ্যাত্মিক ভাবে এবং নৈতিক ভাবে, ফলত রাজনৈতিক ভাবে, নেতৃত্ব দিতে যোগ্যতর, আন্দোলন পরিচালনার ভার থাকবে তাঁদের উপর। এর সঙ্গে আলজিরিয়ার মুক্তিযুদ্ধের নেতা ফ্রান্জ ফ্যাননের অবস্থানের প্রভূত মিল পাওয়া সম্ভব। শক্তিশালী ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের সঙ্গে শক্তিহীন ও পশ্চাতপদ ঔপনিবেশিক প্রজার লড়াইয়ে মধ্যবিত্ত শ্রেণি কাজ করে একটি "বাফার জোন"-এর মতো। তার নেতৃত্ব ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র ও আন্দোলনরত সাধারণ মানুষের মধ্যে মধ্যস্থতাকারী হিসাবে কাজ করে। এক দিকে সাধারণ মানুষের স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব, এবং অন্য দিকে তাঁদের নিয়ন্ত্রণের উপায় না থাকলে এই মধ্যবিত্ত নেতৃত্ব শক্তিহীন। এই দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে, অহিংস রাজনীতি দাঁড়িয়ে থাকে ঔপনিবেশিক শাসকের দ্বারা সংঘটিত হিংসার সম্ভাবনার উপর; এবং নেতার ক্ষমতা নির্ভর করে ঔপনিবেশিক শাসকের চোখে সাধারণ মানুষের উপর সেই নেতার প্রভাবের পরিমাপের উপরে, সাধারণ মানুষের উপরে নয়। যে শাসনব্যবস্থায় নির্বাচন মূলত একটি প্রহসন ছিল, সেখানে জনসমর্থন প্রদর্শনের পন্থা কী? একমাত্র উপায়, বিভিন্ন গণপরিসরে বিপুল সংখ্যক মানুষকে সংগঠিত করে নিয়ে আসা। ভারতে ঔপনিবেশিক শাসকদের মধ্যে বড় জমায়েতের প্রতি একটি কাঠামোগত ভীতিই বা কেন ছিল, এবং জাতীয়তাবাদী নেতারাই বা কেন বিপুল জমায়েতের পক্ষপাতী ছিলেন, তা এখান থেকে বোঝা সম্ভব।

ভারতের মতো পরিস্থিতিতে সহিংস আন্দোলন এমনিতেই সহজ ছিল না। আর গান্ধী যে-হেতু তাঁর অহিংস আন্দোলনকে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন নৈতিক আদর্শের উপর, ফলে সেই আন্দোলনের সাফল্য নির্ভর করত শাসকের হিংস্রতার বিরুদ্ধে মানুষের অহিংস প্রতিরোধে প্রদর্শনের উপরে। শান্তিপূর্ণ আন্দোলনকারীদের উপরে পুলিশ ঘোড়া চালিয়ে দিচ্ছে, অথবা সাদা খদ্দর পরিহিত বিক্ষোভকারীদের নৃশংস ভাবে প্রহার করছে পুলিশ, বা তাদের উপরে গুলি চালাচ্ছে, এমন ভয়াবহ দৃশ্য দেখে চমকে ওঠার মতো আন্তর্জাতিক দর্শক না থাকলে অহিংস আন্দোলনের পক্ষে জনমত গড়ে তোলা কঠিন। গান্ধী সেই আন্তর্জাতিক মনোযোগ আকর্ষণ করেছিলেন। ১৯৪২ সালে গান্ধী ও কংগ্রেসের শীর্ষনেতৃত্বকে পুলিশ আগেই গ্রেফতার করায় ভারত ছাড়ো আন্দোলন বিপুল ভাবে হিংসাত্মক হয়ে ওঠে, এবং যুদ্ধ পরিস্থিতির দোহাই দিয়ে ব্রিটিশ রাজ তুলনাহীন নিষ্ঠুরতার মাধ্যমে তা দমন করে। এই ঘটনা বোঝায় যে, অহিংস প্রতিরোধ কেবল বিশ্বজনের দৃষ্টির সামনেই কাজ করে, এবং কেবল সেই সরকারের বিরুদ্ধেই কাজ করে, যার কাছে নিষ্ঠুর হওয়ার বদনামের ভয়টা যুদ্ধে পরাজিত হওয়ার চেয়েও বেশি। ঔপনিবেশিক শাসকরা যখন দেখলেন যে, ভারতে দানা বাঁধতে থাকা কমিউনিজম বা অ্যানার্কিজম-এর মতো "বৈপ্লবিক" রাজনীতির তুলনায় গান্ধীর রাজনীতি কম বিপজ্জনক, তখন তাঁরা গান্ধীর সঙ্গে দরকষাকষিতে আগ্রহী হলেন, এবং গান্ধীকে ওই বৈপ্লবিক রাজনীতির সামনে ঢালের মতো ব্যবহার করতে চাইলেন। এ ক্ষেত্রে গান্ধীর ব্যবসায়ী ভক্তরা বিভিন্ন ভাবে আগ্রহী ভূমিকা পালন করেছিলেন। তাঁরা গান্ধীর বিভিন্ন প্রকল্পে মুক্তহস্তে দান করতেন; প্রতিদানে গান্ধীও তাঁদের "জাতির অছি" হিসাবে দেখে ও দেখিয়ে বৈধতা দিয়েছিলেন। কাজেই গান্ধী একই সঙ্গে শিল্পায়ন-বিরোধী ও পুঁজিবাদ- বিরোধী, কিন্তু পুঁজিপতি- পন্থী থাকতে পেরেছিলেন।

দুই আন্দোলনের মধ্যবর্তী পর্বে গান্ধী প্রায়শই জনজীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে মন দিতেন "গঠনমূলক কাজ"-এ তার মধ্যে নিম্নবর্ণের "সামাজিক উন্নয়ন"-এর কাজটি বিশেষ বিতর্কের কারণ হয়েছিল। গান্ধী মনে করতেন, তথাকথিত নিম্নবর্ণের মানুষকে পৃথক করে রাখা হিন্দু ধর্মের একটি পাপ, তিনি হরিজনদের "হিন্দু" হিসাবে গণ্য করার পক্ষপাতী ছিলেন। এ ক্ষেত্রে আর্য সমাজ বা হিন্দু মহাসভার সঙ্গে তাঁর অবস্থান অভিন্ন ছিল। মহাসভা সম্বন্ধে বলা হয় যে, নিম্নবর্গের মানুষকে হিন্দু ধর্মের অন্তর্ভুক্ত করার তাগিদটি তারা অনুভব করেছিল সংখ্যা বাড়ানোর তাগিদে, যাতে ভারতের জাতীয় পরিচয়ে "হিন্দু" কথাটি ব্যবহার করা যায়। গান্ধীর সম্বন্ধে এমন অভিযোগ নেই, তবে ভারতে "হিন্দু"-দের সংখ্যাগরিষ্ঠতা স্থাপনে তাঁর প্রকল্পটির অভিঘাত সুদূরপ্রসারী। এই ক্ষেত্রে তাঁর সবচেয়ে বড় প্রতিপক্ষ ভীমরাও রামজি আম্বেডকর। নির্বাচনে অনগ্রসর শ্রেণির জন্য "অ-হিন্দু" গোষ্ঠী হিসাবে আসন সংরক্ষণের সরকারি ঘোষণার (১৯৩২) বিরুদ্ধে গান্ধী আমরণ অনশনে বসেন। শেষ অবধি আম্বেডকর "হরিজন"দের হিন্দু হিসাবে মানতে বাধ্য হন। ভারতীয় উপমহাদেশে হিন্দুদের সংখ্যাগরিষ্ঠতার ক্ষেত্রে এই ঘটনার অভিঘাত বিপুল।

ব্রিটিশ শাসকদের বিরুদ্ধে অহিংস জাতীয়তাবাদী সংগ্রামের আধ্যাত্মিক ও রাজনৈতিক নেতা হিসাবে গান্ধীর খ্যাতি অটুট। কিন্তু, এই খ্যাতির বেশিটাই হয় পরবর্তী কালে নির্মিত, অথবা গান্ধী যখন "মহাত্মা" হয়ে গিয়েছেন, সেই সময়ে তাঁর সম্বন্ধে ধারণার ভিত্তিতে গঠিত। মনে রাখা ভাল যে, "মহাত্মা"দের কিন্তু তৈরি করা হয়, অথবা বিভিন্ন ঘটনার মধ্যে দিয়ে তাঁরা সেই জায়গায় বিবর্তিত হন। "মহাত্মা" হয়ে ওঠার আগেও গান্ধীর একটি দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবন ছিল। গল্পের শেষ যাতে সেই গল্পের সূচনাকে লিখে না ফেলে, সে বিষয়ে সতর্ক থাকা জরুরি।

মেরুকরণ থেকে মধ্যপন্থা

গত কয়েক মাসে আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে একটা পরিবর্তন আসতে শুরু করেছে, যা তাতপর্যপূর্ণ। দীর্ঘ দিন ধরে বিশ্ব রাজনীতির উপর আধিপত্য বিস্তার করার পর, এখন বৃহত শক্তিরা বুঝতে শুরু করেছে যে মাঝারি শক্তির অধিকারী দেশগুলিকে অগ্রাহ্য করে আর কোনও বড় মাপের চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করা সম্ভব নয়।

ভারত, ব্রাজিল, দক্ষিণ আফ্রিকা, ইন্দোনেশিয়া, ভিয়েতনাম, ইরান, মিশর, সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরশাহি, এমনকি তুরস্ক বা ইথিয়োপিয়ার মতো দেশও এখন আন্তর্জাতিক রঙ্গমঞ্চে পাদপ্রদীপের সামনে আসতে শুরু করেছে।

এখন বিশ্বে যে সব প্রধান চ্যালেঞ্জ নিয়ে সবাইকে মাথা ঘামাতে হচ্ছে যেমন, ইউক্রেনে যুদ্ধ, আমেরিকা ও চিনের মধ্যে আধিপত্য বিস্তারের লড়াই, বা জলবায়ু পরিবর্তনের মোকাবিলা এর কোনওটারই সমাধান সম্ভব নয়, যদি মাঝারি শক্তির দেশগুলি এগিয়ে না আসে। এই মাঝারি মাপের শক্তিগুলি এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার উন্নয়নশীল, বা অনুন্নত দেশ। এই সঙ্গে ওশিয়ানিয়া, অর্থাত প্রশান্ত মহাসাগরের উন্নয়নশীল দ্বীপরাষ্ট্রগুলিকেও (যেমন পাপুয়া নিউ গিনি, ফিজি প্রভৃতি) ধরতে হবে। এত দিন পর্যন্ত এই দেশগুলি আন্তর্জাতিক কূটনীতির ক্ষেত্রে আমেরিকার নেতৃত্বাধীন পশ্চিমি দুনিয়ার ধনী দেশগুলির বেঁধে দেওয়া নিয়ম মেনেই কমবেশি চলত। ক্ষমতার এই নকশা এখন বদলাতে শুরু হয়েছে। সদ্য সমাপ্ত জি২০ (২০টি দেশের জোট) শীর্ষ সম্মেলনেই বোঝা গেল, এই মাঝারি শক্তির দেশগুলির চাহিদা ও দাবি উপেক্ষা করে বিশ্বের প্রধান প্রধান চ্যালেঞ্জের সমাধান করা যাবে না। যদিও অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলিতেই বিশ্বের সবচেয়ে বেশি মানুষ বাস করে, তবুও এত দিন পর্যন্ত তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও প্রয়োজনকে বিশ্ব রাজনীতিতে তেমন গুরুত্ব দেওয়া হত না। কিন্তু এখন আর বিশ্ব রাজনীতি শুধুই আমেরিকা এবং তার প্রতিদ্বন্দ্বী চিন ও রাশিয়ার মধ্যে টানাপড়েনের উত্তেজনায় আবদ্ধ নেই। মাঝারি শক্তির দেশগুলি, এমনকি আরও ছোট দেশগুলিও কী ভাবে ইউক্রেন যুদ্ধ বা বিশ্ব উষ্ণায়নের মতো প্রশ্নে কী অবস্থান নিচ্ছে, সে দিকে তাকাতে হচ্ছে আমেরিকা, রাশিয়া, চিনকেও। এত দিন পর্যন্ত জি২০ গোষ্ঠীতে বিশ্বের অর্থনৈতিক শক্তিতে অগ্রগণ্য ১৯টি দেশ, এবং ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন সদস্য ছিল। এ বার তার সঙ্গে আফ্রিকান ইউনিয়ন নতুন সদস্য হিসাবে অন্তর্ভুক্ত হল। সময় বদলাচ্ছে, এটা তারই একটা ইঙ্গিত।

দিল্লিতে অনুষ্ঠিত এ বারের জি২০ শীর্ষ বৈঠকে আলোচিত বিভিন্ন প্রশ্নে ঐকমত্যে পৌঁছতে পারা এবং সম্মেলন শেষে একটা ঘোষণাপত্র তৈরি করতে পারার জন্য কৃতিত্ব অবশ্যই ভারত-সহ বিভিন্ন মাঝারি শক্তির দেশগুলিকে দিতে হবে। বলা যেতেই পারে যে ধনী দেশগুলি ও উন্নয়নশীল দেশগুলির মধ্যে সেতুবন্ধনের কাজটা সাফল্যের সঙ্গে করার মধ্য দিয়ে সম্মেলনের আয়োজনকারী দেশ ভারত, এবং সেই সঙ্গে অন্য উন্নতশীল দেশগুলি তাদের কূটনৈতিক দক্ষতারই পরিচয় দিয়েছে।

তবে এটাও স্বীকার করতে হবে যে, আমেরিকার নেতৃত্বাধীন পশ্চিমের ধনী দেশগুলিও এখন বুঝতে পারছে তারা বিশ্বের বেশির ভাগ দেশ থেকেই ক্রমশ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে। সেই ভাবনা থেকেই তারাও তাদের কৌশল বদলাচ্ছে। গত ফেব্রুয়ারি মাসে মিউনিখে অনুষ্ঠিত নিরাপত্তা সংক্রান্ত বৈঠকে বিষয়টি সামনে চলে আসে। ওই বৈঠক থেকে পশ্চিমি দেশগুলি চেষ্টা করছিল যাতে ইউক্রেন যুদ্ধকে কেন্দ্র করে রাশিয়ার বিরুদ্ধে জনমত তৈরি করা যায়। কিন্তু দেখা গেল যে, পশ্চিমের এই উদ্যোগে বিশ্বের বেশির ভাগ দেশেরই সায় নেই। এর অন্যতম কারণ, বিশ্বের দরিদ্র ও উন্নয়নশীল দেশগুলির কাছে ওই যুদ্ধ তত গুরুত্বপূর্ণ নয়। বা অন্য ভাবে বললে এটা ইউরোপের সমস্যা যত জরুরি, ততটা বাকি বিশ্বের কাছে নয়। বরং তাদের আগ্রহ ইউক্রেনের যুদ্ধ কবে শেষ হবে, তা নিয়ে। যুদ্ধ প্রলম্বিত হওয়ার জন্য যে ভাবে খাদ্যশস্য, জ্বালানি ও অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের সরবরাহ ব্যাহত হচ্ছে এবং খাদ্যপণ্যের মুদ্রাস্ফীতি ঘটছে, তা উন্নয়নশীল দেশগুলির কাছে মাথাব্যথার কারণ।

আমেরিকা ও ইউরোপীয় দেশগুলি রাশিয়াকে দুর্বল করার লক্ষ্যে ইউক্রেন যুদ্ধকে টেনে নিয়ে চলেছে, কিন্তু এর জেরে যে বিশ্বের দরিদ্র ও উন্নয়নশীল দেশগুলির কতখানি সমস্যা হচ্ছে, তা নিয়ে তাদের মাথাব্যথা নেই এই উপলব্ধি থেকেই তারা মিউনিখ সম্মেলনে পশ্চিমের ধনী দেশগুলির পাশে দাঁড়ায়নি। সাম্প্রতিক অতীতে কোভিড অতিমারির সময়ের তিক্ত অভিজ্ঞতা এই তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির স্মৃতিতে এখনও জাগ্রত। যখন তারা কোভিড-১৯ ভ্যাকসিনের জন্য হাহাকার করছিল, তখন ধনী দেশগুলি নিজেদের কাছে প্রয়োজনের অতিরিক্ত ভ্যাকসিন মজুত করে রেখেছিল।

এখন দেখা যাচ্ছে, বিশ্বে আধিপত্য বিস্তারের জন্য আমেরিকা ও চিনের মধ্যে লড়াইয়ে এই মাঝারি শক্তির দেশগুলি দুই দেশের সঙ্গেই সম্পর্ক রেখে চলা, এবং তার সঙ্গে নিজের দেশের স্বার্থ মজবুত করার চেষ্টা করছে। কোনও একটি পক্ষ না নিয়ে, দুই বৃহত শক্তির মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করে চলেছে। এটাই এখন নতুন বাস্তব। দিল্লির জি২০ শীর্ষ সম্মেলনেই সম্ভবত দুই বৃহত শক্তির মধ্যে বিশ্ব রাজনীতিকে বিভক্ত করার বদলে বহুমাত্রিক শক্তিবিন্যাসের ভিতটা গাঁথার কাজ শুরু হয়েছে। এক কথায়, নতুন একটা আন্তর্জাতিক রাজনীতির সমীকরণ তৈরি হচ্ছে, যার কেন্দ্রে থাকছে মাঝারি মাপের শক্তির দেশগুলি।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

মহিলা কংগ্রেসের ৪৪তম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষ্যে শ্রদ্ধা প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীকে। ছবি নিজস্ব।

পিয়ূষ গোয়েলের বার্তা: টেকসই উন্নয়ন ভারতের অগ্রগতির অপরিহার্য স্তম্ভ

নয়াদিল্লি, ১৫ সেপ্টেম্বর: ভারতের বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রী পিয়ূষ গোয়েল সোমবার টেকসই উন্নয়নকে দেশের অগ্রগতির 'অপরিবর্তনীয়' স্তম্ভ হিসেবে অভিহিত করেছেন।

বিউরো অফ ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ডস আয়োজিত আন্তর্জাতিক ইলেকট্রোটেকনিক্যাল কমিশন জেনারেল মিটিং এক্সিবিশনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে গোয়েল বলেন, ভারতের উন্নয়ন মডেল প্রকৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে গড়ে উঠেছে, যা দীর্ঘমেয়াদী পরিবেশগত দায়বদ্ধতার প্রতিফলন।

'প্রতিটি ভারতীয়ের মনে প্রকৃতির প্রতি সম্মান সহজাত। আমাদের কাছে টেকসইতা কোনো বাধ্যবাধকতা নয়, এটি জীবনের এক রীতি,' বলেন মন্ত্রী।

তিনি আরও বলেন, ভারতের উন্নয়ন কৌশলে গুণগত মান, টেকসইতা এবং ভোক্তা কল্যাণএই তিনটি ক্ষেত্রের ওপর সমান গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে।

পিয়ূষ গোয়েল আন্তর্জাতিক মান নির্ধারণের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরে বলেন, 'ভালো মানদণ্ডই এখন সময়ের দাবি। এগুলো শুধু দেশের অভ্যন্তরীণ উন্নয়ন নয়, আন্তর্জাতিক অগ্রগতির ক্ষেত্রেও সহায়ক।'

তিনি জানান, উন্নত মান পণ্যের নির্ভরযোগ্যতা ও প্রতিযোগিতা বাড়ায়, অপচয় কমিয়ে খরচ হ্রাস করে এবং উৎপাদন দক্ষতা বাড়ায়। খেলনা শিল্পে কোয়ালিটি কন্ট্রোল অর্ডার-এর সাফল্যের উদাহরণ দিয়ে তিনি বলেন, এর ফলে নিম্নমানের পণ্য বাজার থেকে বাদ পড়েছে, দেশীয় উৎপাদন বেড়েছে এবং ভোক্তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়েছে।

ভারতের জলবায়ু প্রতিশ্রুতি প্রসঙ্গে গোয়েল জানান, প্যারিস চুক্তির আওতায় ঘোষিত লক্ষ্যমাত্রা পূরণে ভারত দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। সম্প্রতি সিওপি সম্মেলনগুলিতে ভারত তার প্রতিশ্রুতি আরও জোরদার করেছে।

তিনি বলেন, 'ভারত এই প্রতিশ্রুতি পালন করছে না কোনো আন্তর্জাতিক চাপের কারণে, বরং এটি আমাদের আন্তরিক দায়বদ্ধতা।' বৃত্তাকার অর্থনীতি, বর্জ্য হ্রাস, এবং সম্পদ সংরক্ষণ ভারতের উন্নয়ন দর্শনের অবিচ্ছেদ্য অংশ বলে তিনি উল্লেখ করেন।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর "জিরো ডিফেক্ট, জিরো ইফেক্ট" নীতির প্রসঙ্গ তুলে গোয়েল বলেন, সারা দেশে গুণগত মান ও টেকসইতার সংস্কৃতি গড়ে তোলার জন্য সরকার কাজ করছে। তিনি আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলেন, 'সেই দিন দূরে নয়, যেদিন বিশ্ব বলবে — ''ডিজাইন ইন ইন্ডিয়া, মেড ইন ইন্ডিয়া'' এবং এই পণ্যগুলি বিশ্বজুড়ে নির্ভরযোগ্যতার প্রতীক হবে।'

মন্ত্রী বলেন, টেকসই উন্নয়নে বিদ্যুৎ ও ইলেকট্রনিক্স শিল্পের ভূমিকা ক্রমশ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে। ভারতে বৈদ্যুতিক থেকে ইলেকট্রনিক সমাধানের দিকে রূপান্তর শক্তি সঞ্চয় এবং জলবায়ু কার্যক্রমে সহায়ক হবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।শেষে গোয়েল সমস্ত অংশীদারকে একটি মানসম্মত, নিরাপদ এবং টেকসই ভবিষ্যতের জন্য একসঙ্গে কাজ করার আহ্বান জানান। "সমন্বিত মানদণ্ড প্রবৃদ্ধি ঘটাতে পারে, ভোক্তাদের সুরক্ষা দিতে পারে এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য পরিবেশ রক্ষা করতে পারে,"এই বার্তার মাধ্যমে তিনি তাঁর বক্তব্য শেষ করেন।

নতুন শহর গড়ার পথে ভারতের অগ্রগতি, প্রধানমন্ত্রীর প্রশংসা

নয়াদিল্লি, ১৫ সেপ্টেম্বর: প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সোমবার দেশের শহরগুলোর আধুনিকায়ন ও উন্নয়নের জন্য সরকারের অব্যাহত প্রচেষ্টার প্রশংসা করেছেন। তিনি বলেছেন, পরিষ্কার রাস্তা, উন্নত আবাসন, দ্রুতগতির মেট্রো সংযোগ এবং সবুজায়িত শহর গড়ার মাধ্যমে একটি নতুন নগর ভারতের রূপদান হচ্ছে।

কেন্দ্রীয় আবাসন ও নগর বিষয়ক মন্ত্রী হারদীপ সিং পুরীর একটি নিবন্ধের প্রতিক্রিয়ায় প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেন, "ভারতের শহরগুলো এখন গঠনমূলক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির অন্যতম চালিকা শক্তি হয়ে উঠেছে। মন্ত্রী হারদীপ সিং পুরী সরকারের ধারাবাহিক প্রচেষ্টার ফলে পরিষ্কার রাস্তা, উন্নত আবাসন, দ্রুত মেট্রো এবং সবুজ শহরের দিকে এগিয়ে চলা ভারতের শহরগুলোর যাত্রা বর্ণনা করেছেন।"পুরীর নিবন্ধে বলা হয়েছে, "ভারতের শহরগুলো আবারও এমন এক পথে চলছে, যা আধুনিক হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মানবিক, উচ্চাকাঙ্ক্ষী হলেও অন্তর্ভুক্তিমূলক, বিশ্বমুখী হলেও আমাদের সাংস্কৃতিক মূল্যবোধে গভীরভাবে নোঙ্গর করা।"

তিনি আরও বলেন, "স্বাধীনতার পর থেকে দীর্ঘ সময় ভারতের নগরায়ণ ছিল গৌণ বিষয়। জওহরলাল নেহেরুর সোভিয়েত ধাঁচের কেন্দ্রীয়করণের প্রতি আগ্রহের কারণে সৃষ্টি হয়েছিল শাস্ত্রী ভবন ও উদ্যোগ ভবনের মতো বৃহৎ, কঠিন ইটের ভবন, যা ১৯৯০ এর দশকের মধ্যে প্রায় ধ্বংসপ্রায় হয়ে গিয়েছিল। এগুলো ছিল প্রশাসনিক মনুমেন্ট, জনসেবার প্রতীক নয়।"

২০১০ এর দশকে কেন্দ্রীয় দিল্লির অবস্থা ছিল হতাশাজনক গর্তানো রাস্তাঘাট, ঝরঝরে সরকারি ভবন এবং জাতীয় রাজধানী অঞ্চল এর চারপাশের রাস্তা ছিল যানজটপূর্ণ। এক্সপ্রেসওয়ে ছিল খুবই কম, মেট্রো নেটওয়ার্ক মাত্র কয়েকটি শহরে সীমাবদ্ধ ছিল এবং নাগরিক অবকাঠামো দ্রুত নিম্নগামী ছিল। পুরী লিখেছেন, "যে দেশ বিশ্বনেতৃত্বের উচ্চাকাঙ্ক্ষী, তার রাজধানী শহর ছিল অবহেলার প্রতীক।"

তিনি প্রধানমন্ত্রীর ভূমিকাকে উল্লেখ করে বলেন, "মোদীজির নেতৃত্বে শহরগুলো জাতীয় উন্নয়নের অগ্রভাগে এসে দাঁড়িয়েছে এবং এখন এগুলো দেশের গর্ব ও প্রবৃদ্ধির অন্যতম চাবিকাঠি।"পুরী বলেন, "সেন্ট্রাল ভিস্তা পুনর্নির্মাণে কার্তব্য পথকে জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত স্থান হিসেবে রূপান্তরিত করা হয়েছে, নতুন সংসদ ভবনকে ভবিষ্যত-প্রীতি প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলা হয়েছে, আর কার্তব্য ভবনকে প্রশাসনের কেন্দ্র হিসেবে উন্নত করা হয়েছে। যেখানে এক সময় অবক্ষয় ছিল, সেখানে এখন আকাঙ্ক্ষা ও আত্মবিশ্বাস বিরাজ করছে।

সরকারের প্রচেষ্টার সফলতার উদাহরণ হিসেবে পুরী উল্লেখ করেন যে, ২০০৪ থেকে ২০১৪ সালের মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকার শহর উন্নয়নে প্রায় ১.৫৭ লক্ষ কোটি টাকা বিনিয়োগ করেছিল। কিন্তু ২০১৪ সালের পর এই বিনিয়োগ প্রায় ১৬ গুণ বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ২৮.৫ লক্ষ কোটি টাকায়, যা ভারতের নগর রূপান্তরে এক অভূতপূর্ব পরিবর্তনের সূচনা করেছে।

ভারতের দ্রুত অর্থনৈতিক ও ডিজিটাল উন্নয়ন এই নগর পুনর্গঠনে সহায়ক হয়েছে। আজ ভারত বিশ্বের চতুর্থ বৃহত্তম অর্থনীতি, যার মোট জিডিপি প্রায় ৪.২ ট্রিলিয়ন ডলার এবং শক্তিশালী ডিজিটাল অবকাঠামো সাধারণ মানুষের জীবনকে সহজ করছে।পুরী উল্লেখ করেন, "২০১৪ সালে ভারতে প্রায় ২৪৮ কিলোমিটার মেট্রো ছিল মাত্র ৫টি শহরে। আজ ২৩টিরও বেশি শহরে ১,০০০ কিলোমিটারের বেশি মেট্রো চালু, প্রতিদিন এক কোটি মানুষ এই সেবায় উপকৃত হচ্ছেন। পুণে, নাগপুর, সুরাত, আগ্রা সহ নতুন নতুন করিডর নির্মাণাধীন, যা নগরযাত্রাকে দ্রুত, পরিষ্কার এবং নিরাপদ করছে।"

তিনি আরও বলেন, "এটা শুধু স্টিল ও কংক্রিট নয়; এটা মানুষের সময় বাঁচানো, দূষণ কমানো এবং নাগরিকদের উৎপাদনশীলতা ফিরিয়ে আনার একটি বড় পদক্ষেপ।"

নাগরিক সংযোগ ক্ষেত্রেও বড় প্রকল্প যেমন নতুন উদ্বোধিত আর্বান এক্সটেনশন রোড-জ্জ্জ এনসিআরের বিভিন্ন রুটের যানজট কমিয়ে এনএইচ-৪৪, এনএইচ-৯ এবং দুয়ারকা এক্সপ্রেসওয়েকে যুক্ত করেছে। ভারতের প্রথম আঞ্চলিক র‍্যাপিড ট্রানজিট সিস্টেম (দিল্লি---মের) বড় অংশে চালু রয়েছে এবং শীঘ্রই পূর্ণরূপে কার্যকর হবে, যা এক ঘণ্টার মধ্যে গোটা রুটে ভ্রমণ সম্ভব করবে।

পুরী সমাপ্তিতে বলেছেন, "এই উচ্চগতির সমন্বিত পরিবহন ব্যবস্থা একটি নতুন ভারতীয় মহানগরী চেতনার রূপরেখা তৈরি করছে।"সরকারের এ ধরনের উদ্যোগ ও দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আগামী দিনে ভারতের শহরগুলো আরো আধুনিক, বাসযোগ্য এবং টেকসই হয়ে উঠবে বলে প্রত্যাশা করা হচ্ছে।

উত্তর-পূর্ব ভারত ও মহারাষ্ট্রে ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস নাগাল্যান্ডে ভূমিধস ও বন্যায় চরম দুর্ভোগ

নয়াদিল্লি/ডিমাপুর, ১৫ সেপ্টেম্বর:ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চল ও মহারাষ্ট্রে আগামী কয়েকদিন ধরে টানা ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস দিয়েছে ভারতীয় আবহাওয়া দফতর।

দফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, আগামী দুই থেকে তিন দিন অসম, নাগাল্যান্ড, মেঘালয়, অরুণাচল প্রদেশ, ত্রিপুরা, ও মণিপুর-সহ গোটা উত্তর-পূর্বাঞ্চলে ব্যাপক বৃষ্টিপাত হতে পারে। এর পাশাপাশি, মধ্য মহারাষ্ট্র, কনকণ ও গোয়াতে ১৬ সেপ্টেম্বরের মধ্যে অতি ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। বিশেষ করে উত্তর কনকণ ও মধ্য মহারাষ্ট্রে বিচ্ছিন্নভাবে চরম অতি ভারী বৃষ্টিপাত (২১ সেমি বা তার বেশি) হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। আইএমডি জানিয়েছে, রাজস্থান, পাঞ্জাব ও গুজরাটের কিছু অংশ থেকে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু আরও সরতে শুরু করেছে, যা মৌসুমী বায়ুর পর্বতাহরণ নির্দেশ করে। গত ২৪ ঘণ্টায় উপ-হিমালয়ান পশ্চিমবঙ্গ ও কনকণের কিছু অংশে চরম অতি ভারী বৃষ্টিপাত রেকর্ড হয়েছে। এছাড়াও, উত্তরাখণ্ড, পূর্ব উত্তরপ্রদেশ, অসম, গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গ, ঝাড়খণ্ড, বিহার, তেলেঙ্গানা ও উপকূলবর্তী অন্ধ্রপ্রদেশে অতি ভারী বৃষ্টি এবং পাঞ্জাব, অরুণাচল প্রদেশ, মেঘালয়, নাগাল্যান্ড, পূর্ব মধ্যপ্রদেশ, ওড়িশা, মধ্য মহারাষ্ট্র, মারাঠওয়াড়া ও উত্তর অভ্যন্তরীণ কর্ণাটকে ভারী বৃষ্টি হয়েছে।

অন্যদিকে, নাগাল্যান্ডে টানা বৃষ্টির কারণে চাথে, পাগলাপাহাড় ও নিউ চুমুকেদিমা অঞ্চলে একাধিক ভূমিধস ও ধসের কারণে জাতীয় সড়ক-২৯—এর উপর দিয়ে যান চলাচল সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করে দিতে বাধ্য হয়েছে প্রশাসন। চাথে ব্রিজ থেকে নিউ চুমুকেদিমা পর্যন্ত একাধিক স্থানে ভূমিধস দেখা দেওয়ায় ডিমাপুর-চুমুকেদিমা-কোহিমা হাইওয়ের সংযোগ কার্যত বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। যদিও এখনো পর্যন্ত কোনো প্রাণহানি বা আহতের খবর নেই বলে পুলিশ সূত্রে জানানো হয়েছে, তবে চাথে নদীর জল বিপদসীমার ওপরে উঠে যাওয়ার ফলে চুমুকেদিমা ও সিথেকেমা গ্রামের মধ্যে সংযোগকারী একটি ঝুলন্ত সেতু সম্পূর্ণভাবে ধসে পড়েছে। এই দুর্ঘটনার ফলে ওই দুটি গ্রামের মধ্যে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। পাশাপাশি, ডিমাপুর শহরের একাধিক নিচু এলাকা জলের নিচে তলিয়ে গেছে এবং বহু ঘরবাড়ি, দোকানপাট, ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। জলাবদ্ধতা ও ধ্বংসপ্রাপ্ত রাস্তাঘাটের কারণে সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা ব্যাহত হচ্ছে। এছাড়াও কোহিমা, পেখ ও তেমিনিউ জেলাতেও একাধিক স্থানে ভূমিধসের ঘটনা ঘটেছে।পরিস্থিতি সামাল দিতে ডিমাপুরের অফিসিয়েটিং পুলিশ কমিশনার-কাম-ডেপুটি পুলিশ কমিশনার (হেডকোয়ার্টার্স) এক জরুরি ভ্রমণ নির্দেশিকা জারি করেছেন, যেখানে তিনি সকল যাত্রী ও পরিবহণ সংস্থাগুলিকে বিকল্প রুট অনুসরণ এবং নির্ধারিত সময়সূচি মেনে চলার আহ্বান জানিয়েছেন। তীব্র বৃষ্টিপাত ও ধসের ফলে রাস্তাঘাট ভেঙে পড়ায় যান চলাচল বন্ধ থাকলেও, প্রশাসনের তরফ থেকে দ্রুত রাস্তা মেরামতের কাজ শুরু করা হয়েছে। আবহাওয়া দফতরের পক্ষ থেকে নাগাল্যান্ড-সহ উত্তর-পূর্ব ভারতের বাসিন্দাদের সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে, কারণ প্রবল বর্ষণের ফলে স্থানীয় প্লাবন ও হঠাৎ জলস্ফীতির আশঙ্কা রয়েছে।

এদিকে রাজধানী দিল্লি ও আশেপাশের এলাকা এই সময়ে মূলত শুষ্ক থাকবে বলে জানিয়েছে আইএমডি। ১৫ সেপ্টেম্বর আকাশ পরিষ্কার থাকবে, দুপুরের পর কিছুটা আংশিক মেঘাচ্ছন্ন হতে পারে। সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩৪ºসেঃ থেকে ৩৬ºসেঃ-এর মধ্যে থাকতে পারে, যা স্বাভাবিকের তুলনায় সামান্য বেশি। ১৬ সেপ্টেম্বর আকাশ আংশিক মেঘাচ্ছন্ন থাকবে এবং দিনের তাপমাত্রা ৩৩ºসেঃ থেকে ৩৫ºসেঃ ও রাতের তাপমাত্রা ২৩ºসেঃ থেকে ২৫ºসেঃ-এর মধ্যে থাকবে। ১৭ ও ১৮ সেপ্টেম্বরও একই ধরনের আবহাওয়া থাকবে, তবে তখন তাপমাত্রা স্বাভাবিকের তুলনায় কিছুটা কমতে পারে। দিল্লিতে বাতাসের গতি হালকা থেকে মাঝারি হবে এবং উত্তর-পশ্চিম, দক্ষিণ-পশ্চিম ও উত্তর-পূর্ব দিক থেকে বাতাস প্রবাহিত হতে পারে।

সার্বিকভাবে, উত্তর-পূর্ব ভারত, মহারাষ্ট্র এবং আশপাশের রাজ্যগুলোতে বৃষ্টিপাতের কারণে একাধিক সমস্যা দেখা দিচ্ছে এবং আবহাওয়া দফতর সতর্কতা জারি করে নাগরিকদের নিরাপদে থাকার পরামর্শ দিয়েছে। প্রশাসনও সর্বাত্মক তৎপরতা নিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা চালাচ্ছে।

উত্তর-পূর্ব ভারতের পরিকাঠামোগত রূপান্তর পূর্বাঞ্চল এখন ভারতের উন্নয়নের অগ্রদূত

নয়াদিল্লি, ১৫ সেপ্টেম্বর: গত এক দশকে উত্তর-পূর্ব ভারত শুধু ভারতের ভৌগোলিক প্রান্তসীমা নয়, বরং জাতীয় উন্নয়নের অন্যতম চালিকাশক্তিতে পরিণত হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর 'অ্যাক্ট ইস্ট' নীতির আওতায়, "ইস্ট" শব্দটি এখন শুধুমাত্র একটি দিক নির্দেশ নয়, বরং ক্ষমতায়ন, আইন প্রয়োগ, শক্তিশালীকরণ এবং রূপান্তর এই চারটি স্তম্ভের ওপর দাঁড়ানো একটি দৃষ্টিভঙ্গি। সেই ভাবনারই বাস্তব প্রতিফলন দেখা যাচ্ছে অব্যাহত অবকাঠামোগত উন্নয়নে। রেল, সড়ক ও গ্রামীণ পরিকাঠামোর বিস্তারে সমন্বিতভাবে কাজ করছে রেল মন্ত্রণালয়, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক মন্ত্রক এবং উত্তর-পূর্বাঞ্চল উন্নয়ন মন্ত্রক। প্রধান প্রকল্পগুলির মধ্যে রয়েছে প্রধানমন্ত্রী গ্রামীণ সড়ক যোজনা, প্রধানমন্ত্রী উন্নয়ন উদ্যোগ এবং উত্তর-পূর্ব বিশেষ পরিকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।রেল পরিবহনে, ২০১৪ সাল থেকে ৬২,৪৭৭ কোটি বিনিয়োগ করা হয়েছে উত্তর-পূর্বে, যার মধ্যে ১০,৪৪০ কোটি বরাদ্দ হয়েছে চলতি অর্থবর্ষেই। বর্তমানে ৭৭,০০০ কোটিরও বেশি মূল্যের প্রকল্প কাজ চলছে। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য মিজোরামের বৈরাবি-সাইরাং রেল প্রকল্প, যার মাধ্যমে আইজল প্রথমবারের মতো ভারতের জাতীয় রেল নেটওয়ার্কের সঙ্গে যুক্ত হতে চলেছে। প্রকল্পটির খরচ ৮,০০০ কোটিরও বেশি এবং এতে নির্মিত হয়েছে ১৪৩টি সেতু ও ৪৫টি সুড়ঙ্গ, যা দুর্গম ভৌগোলিক চ্যালেঞ্জকে অতিক্রম করে আধুনিক ইঞ্জিনিয়ারিং-এর নিদর্শন গড়ে তুলেছে।সড়ক পরিবহনেও বিপুল অগ্রগতি হয়েছে। পিএমজিএসওয়াই-এর আওতায় ৮৯,৪৩৬ কিমি রাস্তা ও ২,৩৯৮টি সেতু অনুমোদিত হয়েছে, যার মধ্যে ৮০,৯৩৩ কিমি রাস্তা ও ২,১০৮টি সেতুর কাজ ইতিমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়া ১৬,২০৭ কিমি জাতীয় সড়ক নির্মিত হয়েছে জুলাই ২০২৫ পর্যন্ত, যা রাজ্য রাজধানী, সীমান্তবর্তী এলাকা ও বাজার অঞ্চলগুলিকে একে অপরের সঙ্গে আরও দৃঢ়ভাবে সংযুক্ত করেছে।

পরিকাঠামোগত উন্নয়নের পাশাপাশি সামাজিক ও সেবাধর্মী ক্ষেত্রেও অগ্রগতি চোখে পড়ার মতো। নেসিডস-ওট্রি প্রকল্পের আওতায় শিক্ষা, স্বাস্থ্য, শক্তি, জল, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও টেলিকম খাতে ২৯টি প্রকল্প অনুমোদিত হয়েছে এবং ৩১ জুলাই ২০২৫ পর্যন্ত ৪৬২.২১ কোটি ব্যয় করা হয়েছে। পিএম-ডিভাইন প্রকল্প, যা সম্পূর্ণভাবে কেন্দ্র সরকারের অর্থায়নে পরিচালিত, উত্তর-পূর্বের নির্দিষ্ট চাহিদা অনুসারে বহুস্তরীয় উন্নয়ন নিশ্চিত করছে।এই উন্নয়নের প্রক্রিয়াকে আরও গতিশীল করতে চালু হয়েছে পূর্বোত্তর ভিকাশ সেতু পোর্টাল, যার মাধ্যমে ডিজিটালি প্রকল্প প্রস্তাব, অনুমোদন, তহবিল বরাদ্দ ও অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব হচ্ছে। এই উদ্যোগে প্রশাসনিক স্বচ্ছতা ও কার্যকারিতাও বৃদ্ধি পাচ্ছে। ডিজিটাল সংযোগ বৃদ্ধির ক্ষেত্রেও লক্ষ্যণীয় অগ্রগতি হয়েছে। ভারতের ভারতনেট প্রকল্পের আওতায় উত্তর-পূর্বে ৬,৩৫৫টি গ্রাম পঞ্চায়েতকে পরিষেবা-উপযোগী করা হয়েছে এবং ৩,২৯৭টি মোবাইল টাওয়ার স্থাপন করা হয়েছে, যা দূরবর্তী অঞ্চলে ডিজিটাল অন্তর্ভুক্তিকরণে সহায়ক ভূমিকা রাখছে।

এই উন্নয়নের মূল লক্ষ্য শুধুমাত্র পরিকাঠামো গড়ে তোলা নয়, বরং একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ প্রতিষ্ঠা, যেখানে প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানুষও পানীয় জল, স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষা ও ডিজিটাল পরিষেবার সমান সুযোগ পান। প্রধানমন্ত্রী মোদীর 'ভিকসিত ভারত ২০৪৭' রূপকল্পের সঙ্গে সাযুজ্য রেখে উত্তর-পূর্ব ভারতের এই রূপান্তর ভারতকে আরও দৃঢ়, সংযুক্ত এবং সমৃদ্ধ করে তুলছেসকলের জন্য উন্নয়নের একটি বাস্তব দৃষ্টান্ত গড়ে তুলছে।

আগস্ট ২০২৫-এ ভারতের শ্রমবাজারে ইতিবাচক পরিবর্তন বেকারত্ব কমে নারী কর্মসংস্থান বাড়ল: এনএসও রিপোর্ট

নয়াদিল্লি, ১৫ সেপ্টেম্বর : আগস্ট ২০২৫-এ ভারতের শ্রমবাজারে ইতিবাচক সংকেত দেখা গেছে। বেকারত্বের হার কমেছে এবং নারীদের শ্রমবাজারে অংশগ্রহণের হার ক্রমবর্ধমান রয়েছে। এই তথ্য উঠে এসেছে পরিসংখ্যান ও কর্মসূচি বাস্তবায়ন মন্ত্রণালয়ের অধীন জাতীয় পরিসংখ্যান অফিস (এনএসও) প্রকাশিত সাম্প্রতিক পিরিয়ডিক লেবার ফোর্স সার্ভে -এর রিপোর্টে।রিপোর্ট অনুযায়ী, ১৫ বছর ও তার বেশি বয়সীদের মধ্যে সামগ্রিক বেকারত্বের হার আগস্টে কমে ৫.১ শতাংশে এসেছে, যা জুলাইয়ের ৫.২ শতাংশ এবং জুনের ৫.৬ শতাংশের থেকে কম। পুরুষ বেকারত্ব পাঁচ মাসের মধ্যে সর্বনিম্ন স্তরে নেমে এসেছে ৫ শতাংশে, যেখানে শহুরে বেকারত্ব জুলাইয়ের ৬.৬ শতাংশ থেকে আগস্টে ৫.৯ শতাংশে কমেছে। গ্রামীণ পুরুষ বেকারত্বও গত চার মাসের মধ্যে সর্বনিম্ন ৪.৫ শতাংশে নামিয়েছে।

রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে, সামগ্রিক গ্রামীণ বেকারত্ব তিন মাসের ধারাবাহিক পতনের মধ্য দিয়ে মে মাসের ৫.১ শতাংশ থেকে আগস্টে ৪.৩ শতাংশে নেমে এসেছে। এই উন্নতির পাশাপাশি নারীদের কর্মসংস্থানে অংশগ্রহণের হার দৃশ্যমানভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। নারীদের কর্মী জনসংখ্যা অনুপাত আগস্টে ৩২ শতাংশে পৌঁছেছে, যা জুলাইয়ের ৩১.৬ শতাংশ এবং জুনের ৩০.২ শতাংশ থেকে বাড়ছে। গ্রামীণ ও শহুরে উভয় এলাকায় নারীদের অংশগ্রহণ বেড়েছে; গ্রামীণ নারীদের ডব্লিউপিআর জুনের ৩৩.৬ শতাংশ থেকে আগস্টে ৩৫.৯ শতাংশে উন্নীত হয়েছে, আর শহুরে এলাকায় তা ২২.৯ শতাংশ থেকে ২৩.৮ শতাংশ হয়েছে।নারীদের শ্রমবাজারে অংশগ্রহণের হার ও ধারাবাহিক বৃদ্ধির পথে রয়েছে, যা আগস্টে ৩৩.৭ শতাংশে পৌঁছেছে, জুনের ৩২ শতাংশের তুলনায়। গ্রামীণ এলাকায় এলএফপিআর বেড়ে ৩৫.২ শতাংশ থেকে ৩৭.৪ শতাংশে উন্নীত হয়েছে, এবং শহুরে এলাকায় তা ২৫.২ শতাংশ থেকে ২৬.১ শতাংশ হয়েছে। সামগ্রিক কর্মী জনসংখ্যা অনুপাতও একইভাবে বেড়েছে, যা আগস্টে ৫২.২ শতাংশে দাঁড়িয়েছে, জুনের ৫১.২ শতাংশের তুলনায়। ১৫ বছর ও তার বেশি বয়সীদের জন্য সামগ্রিক শ্রমবাজারে অংশগ্রহণের হার আগস্টে ৫৫ শতাংশ, যা জুনের ৫৪.২ শতাংশ থেকে বেশি।জাতীয় পরিসংখ্যান অফিস (এনএসও) ২০২৫ সালের জানুয়ারি থেকে মাসিক পিরিয়ডিক লেবার ফোর্স সার্ভে প্রকাশ করছে, যা নতুন পদ্ধতি অনুসারে শ্রমবাজারের মূল সূচকসমূহেরবেকারত্ব হার, কর্মী জনসংখ্যা অনুপাত এবং শ্রমবাজারে অংশগ্রহণের হারসঠিক ও সময়োপযোগী তথ্য সরবরাহ করে। আগস্ট ২০২৫ এর রিপোর্টে প্রায় ৫.৯২ লাখ মানুষের তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে, যার মধ্যে গ্রামীণ এলাকা থেকে ৩.৭৬ লাখ এবং শহুরে এলাকা থেকে ২.১৫ লাখ ব্যক্তি অন্তর্ভুক্ত।

চাকুরির নিশ্চয়তার দাবিতে পাম্প অপারেটরদের সাংবাদিক সম্মেলন আগরতলা প্রেস ক্লাবে। ছবি নিজস্ব।

নেপালের নতুন অন্তর্বর্তী সরকারে সুষীলা কার্কির নেতৃত্বে অভিজ্ঞ নেতৃত্বের জোর, ইতিহাসে প্রথম মহিলা অ্যাটর্নি জেনারেল নিযুক্ত

কাঠমান্ডু, ১৫ সেপ্টেম্বর: নেপালের নতুন অন্তর্বর্তী প্রধানমন্ত্রী সুষীলা কার্কি সোমবার তাঁর প্রথম মন্ত্রিসভা ঘোষণা করলেন। তিনজন অভিজ্ঞ ও অরাজনৈতিক ব্যাকগ্রাউন্ডের নেতাকুলমান ঘিসিং, রাম আশোর খনাল এবং ওম প্রকাশ আর্য্যলনতুন মন্ত্রিসভায় স্থান পেয়েছেন। এই তিনজনই আজ দুপুরে আনুষ্ঠানিকভাবে শপথ গ্রহণ করেন। একইসঙ্গে ইতিহাস সৃষ্টি করে সবিতা ভাণ্ডারিকে নেপালের প্রথম মহিলা অ্যাটর্নি জেনারেল হিসেবে নিযুক্ত করা হয়েছে। তিনি প্রবীণ আইনজীবী কৃষ্ণপ্রসাদ ভাণ্ডারির কন্যা এবং তাঁর এই নিয়োগ দেশটির বিচারব্যবস্থায় লিঙ্গ সমতা ও নারীর ক্ষমতায়নের এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ হিসেবে দেখা হচ্ছে।প্রধানমন্ত্রী কার্কির মন্ত্রিসভায় কুলমান ঘিসিংকে জ্বালানি, জলসম্পদ ও সেচমন্ত্রী হিসেবে নিযুক্ত করা হয়েছে। ঘিসিং এর আগে নেপাল ইলেকট্রিসিটি অথরিটির নির্বাহী পরিচালক ছিলেন এবং তাঁর নেতৃত্বে দেশটি দীর্ঘস্থায়ী লোডশেডিং সমস্যার সমাধান করতে সক্ষম হয়। একজন ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে ঘিসিং ভারতের জামশেদপুরের রিজিওনাল ইন্সটিটিউট অফ টেকনোলজি থেকে শিক্ষা লাভ করেন। তাঁর নিয়োগ ইঙ্গিত দেয় যে কার্কির সরকার জ্বালানি ও পরিকাঠামো খাতে বড় ধরনের সংস্কারে এগোতে চলেছে।অর্থমন্ত্রকের দায়িত্ব পেয়েছেন রাম আশোর খনাল, যিনি একজন সাবেক অর্থসচিব এবং নেপালের রাজস্ব ও আর্থিক নীতিতে এক অভিজ্ঞ নাম। তিনি বাজেট ব্যবস্থাপনা এবং আন্তর্জাতিক বিনিয়োগ আকর্ষণের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। খনালের ভারত-সংযোগ দীর্ঘদিনের, যা দুই দেশের অর্থনৈতিক সম্পর্কের ওপর ইতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে।ওম প্রকাশ আর্য্যল, একজন খ্যাতনামা মানবাধিকার আইনজীবী, স্বরাষ্ট্র ও আইনমন্ত্রকের দায়িত্ব পেয়েছেন। তিনি নেপালের সুপ্রিম কোর্টে একাধিক জনস্বার্থ মামলা দায়ের করে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও স্বচ্ছতার পক্ষে জনমত গড়ে তুলেছেন। তাঁর অভিজ্ঞতা বিচার বিভাগে সংস্কার এবং আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় সরকারকে কার্যকর দিশা দেখাতে পারে।সবিতা ভাণ্ডারির অ্যাটর্নি জেনারেল পদে নিয়োগ নিয়ে দেশজুড়ে ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। নারী নেতৃত্বকে প্রাধান্য দিয়ে প্রধানমন্ত্রী কার্কি প্রমাণ করেছেন, এই সরকার কেবল দক্ষতাকে নয়, বৈচিত্র্য ও প্রতিনিধিত্বকেও গুরুত্ব দিচ্ছে। সবিতা একজন সিনিয়র অ্যাডভোকেট এবং ন্যায়বিচার ও সাংবিধানিক অধিকার রক্ষায় তাঁর অবদান সুবিদিত।

হরেকরকম ○ হরেকরকম ○ হরেকরকম

কষ্ট করে ঘাম ঝরিয়ে জিম আর নয়

হৃদ্যন্ত্র ভাল রাখতে কার্ডিয়োভাস্কুলার ব্যায়াম করার পরামর্শ দেন প্রশিক্ষকেরা। নিয়মিত দৌড়নো, ব্রিস্ক ওয়াক বা জগিংয়ের মতো ব্যায়াম হার্ট এবং ধমনীর বিভিন্ন রকম সমস্যা নিয়ন্ত্রণ করতে সাহায্য করে। ফলে স্ট্রোক, হার্ট অ্যাটাকের ঝুঁকি অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে থাকে। তবে শরীরচর্চার তো বিভিন্ন মাধ্যম রয়েছে।

কোনটি কার জন্য কার্যকরী, সে বিষয়ে সাধারণত চিকিৎসক এবং প্রশিক্ষকেরাই আলোকপাত করে থাকেন। কিন্তু এখন সমাজমাধ্যমের যুগ। প্রতি দিন নতুন নতুন যা কিছু ঘটছে, তার বিস্তারিত বিবরণ দেওয়ার জন্য দশ পা এগিয়ে রয়েছে সমাজমাধ্যম। সম্প্রতি সেই সমাজমাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে শরীরচর্চার বিশেষ একটি মাধ্যম "কোজি কার্ডিয়ো"। তরুণ প্রজন্মের মধ্যে অনেকেই জিমে গিয়ে গা ঘামাতে পছন্দ করেন। কিন্তু প্রতি দিন জিমে যাওয়ার কষ্ট সহ্য করতে পারেন না এমন মানুষও আছেন। তাই হোপ জাকারব্রো নামে এক সমাজমাধ্যম প্রভাবী বাড়ির পরিবেশেই কম খেটে ঘাম ঝরানোর ফন্দি এঁটেছেন তিনি। নাম দিয়েছেন "কোজি কার্ডিয়ো"। অভিনব শরীরচর্চার এই পদ্ধতি ছড়িয়ে পড়েছে সমাজমাধ্যমে। তাঁর ভিডিয়ো ইতিমধ্যেই ২০ লক্ষ মানুষের নজরে এসেছে।

কোজি কার্ডিয়োর ধারণাটি আসলে শরীরচর্চার জন্য একটি আরামদায়ক পরিবেশ তৈরি করার কথা মাথায় রেখে তৈরি করা হয়েছে। হোপের করা ভিডিয়োতে দেখা গিয়েছে, মনোরম কিছু সুগন্ধি মোমবাতি এবং একেবারে হালকা, ঢিমে আলোর মালায় দিয়ে ওই তরুণী তাঁর বাড়ির বসার ঘরটি সাজিয়ে নিয়েছেন। ঘরের এক কোণে চলছে টেলিভিশন। তাঁর প্রিয় পানীয়ে চুমুক দিতে দিতে বেশ কিছু ভঙ্গি অভ্যাস করছেন। আধঘণ্টা থেকে ১ ঘণ্টা এই ভাবে শরীরকে বিশেষ কষ্ট না দিয়ে ব্যায়াম করার ফলও পেয়েছেন তিনি।

নীল রঙের কলার স্বাদ ঠিক যেন ভ্যানিলা আইসক্রিমের মতো

নীল রঙের কলা হয়, এ কথা শুনেছেন কখনও? তবে নামের জন্য নয়, এই কলা কিন্তু স্বাদের জন্য বেশি জনপ্রিয়। ব্লু জাভা কলার স্বাদ নাকি একেবারে ভ্যানিলা আইসক্রিমের মতো। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, ফিলিপিনস আর ফিজিতে এই রকম নীল কলার খোঁজ পাওয়া যায়। সমাজমাধ্যমে এই রঙের কলা ঘিরে বেশ হইচই শুরু হয়েছে।

১৯২০ সালে হাওয়াইয়ে প্রথম এই কলার খোঁজ মেলে। নীলচে সবুজ রঙের এই কলা মুখে দিলেই যেন মাখনের মতো গলে যায়। কোনও রাসায়নিক ব্যবহার করে এই রং করা হয় না। প্রকৃতিক উপায়েই এই ফল হয়। ব্লু জাভা কলা কিন্তু ঠান্ডা প্রতিরোধ করতেও সক্ষম। মাইনাস ৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রাতেও এই প্রকার কলা জন্মায়। যেখানে হলুদ কলা শুধুমাত্র গ্রীষ্মমন্ডলীয় পরিবেশে জন্মাতে পারে, নীল জাভা কলার লন কিন্তু ১, ৮০০ মিটার উচ্চতাতেও ভাল হয়।

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব যে ভাবে চোখে পড়ছে, তাতে এই ধরনের কলার ফলন বাড়বে বলেই আশা হরা যায়। এই নীল জাভা কলা ইতিমধ্যেই অনেকের কাছে আগ্রহের বিষয়। দিন দিন এর জনপ্রিয়তা এত বাড়ছে যে, এর বীজ আমাজন বা অনলাইনে অন্যান্য ওয়েবসাইটেও পাওয়া যাচ্ছে। আইসক্রিমের মতো স্বাদের জন্য এই কলা আইসক্রিম কলা নামেও পরিচিত। এই কলা কিন্তু সাধারণ কলার তুলনায় বেশি স্বাস্থ্যকর। এই কলা প্রোটিনে ভরপুর। খেলে মন চাঙ্গা হয়। এতে থাকা ভিটামিন ডি ৬ রক্তের শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখতে সাহায্য করে। কোষ্ঠকাঠিন্যের সমস্যা থেকেও রেহাই পেতে এই কলা খান অনেকেই। অ্যানিমিয়ার রোগীদের জন্যও এই কলা বেশ কার্যকর।

বিয়ারের বোতল ঠান্ডা রাখবেন কোন কৌশলে

পুজো আসতে হাতে গোনা কয়েক দিন বাকি থাকলেও উৎসব মোটামুটি শুরু হয়ে গিয়েছে। এমন উতবমুখর সময়ে তাই ফাঁক পেলেই আড্ডাও জমে উঠেছে জোরকদমে। টিপটিপ করে বৃষ্টি পড়লেও বাইরে যা গরম পড়েছে, তাতে বন্ধুদের আড্ডায় চায়ের তুফান তোলাটা বেশ মুশকিলের। তার চেয়ে ঠান্ডা শরবত কিংবা অন্য পানীয়ে বেশি তৃপ্তি পাওয়া যেতে পারে।

সে কথা ভাবলে, আড্ডা জমাতে বিয়ারের গ্লাসে চুমুক দিলে মন্দ হয় না। আগে থেকে গিয়ে কয়েকটি বিয়ারের বোতল ফ্রিজবন্দি করে রাখলেই হয়। আড্ডা জমে যাবে। হয়তো পরিকল্পনা তেমনই ছিল, কিন্তু গোলমাল বাধল ফ্রিজটা বিগড়ে গিয়ে। ফ্রিজ ছাড়া বিয়ার ঠান্ডা রাখা সহজ নয়। তবে একেবারে কঠিনও নয়। কয়েকটি উপায় জেনে নিলে ফ্রিজ ছাড়া বিয়ারের বোতল ঠান্ডা রাখা নিয়ে ভাবতে হবে না। ১) বাড়িতে পুরনো খবরের কাগজ আছে? তা হলে সেগুলি বড় বড় করে ছিঁড়ে জলে ভিজিয়ে নিন। এ বার ওই ভেজা কাগজের টুকরোগুলি বোতলের গায়ে ভাল করে সেঁটে দিন। তার পর বোতলগুলি কিছু ক্ষণ অন্ধকার কোনও জায়গায় রেখে দিন। ৫-৬ ঘণ্টা পরে দেখবেন, বোতলগুলি ঠান্ডা হয়ে গিয়েছে। ২) বাজার থেকে কিছু বরফের চাঁই কিনে আনলেই এ সমস্যার সমাধান হয়। একটি বালতিতে বরফের চাঁই, জল আর সামান্য নুন দিন। তার পর বালতির মধ্যে বিয়ারের বোতলগুলি রেখে দিন। ঠান্ডা থাকবে দীর্ঘ ক্ষণ।

৩) ওয়েট টিস্যুও কিন্তু বিয়ারের বোতল ঠান্ডা রাখতে পারে। বিয়ারের বোতলের গায়ে ওয়েট টিস্যু জড়িয়ে দিন পুরু করে। তার পর সেটি ফাঁকা এবং অন্ধকার একটি জায়গায় রেখে দিন। বোতল ঠান্ডা থাকবে অনেক ক্ষণ।

ব্যস্ত জীবনের সঙ্গে পাল্লা দিতে গিয়ে একসঙ্গে একাধিক কাজ

হাতে সময় কম। ব্যস্ত জীবনের সঙ্গে পাল্লা দিতে গিয়ে একসঙ্গে একাধিক কাজ করতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েন অনেকেই। বিশেষ করে সকালে কাজে বেরোনোর আগে গোটা দেশ-দুনিয়ার হাল জেনে নেওয়া, সমাজমাধ্যমে নতুন কী এল তাতে চোখ বুলিয়ে নেওয়া ইত্যাদির জন্য সব সময়ের সঙ্গী হচ্ছে মোবাইল। ঘুম থেকে ওঠা থেকে ঘুমোতে যাওয়া পর্যন্ত হাতে বন্দি মুঠোফোন।

হাতে ফোন নিয়েই শৌচালয়ে প্রবেশ করেন অনেকে। জরুরি কথা থেকে সমাজমাধ্যমে পোস্ট করা সবই চলে কমোডে বসে। স্নানঘরে বসে এই কাজগুলি সেরে ফেলতে পারলে সময় হয়তো খানিকটা বাঁচিয়ে ফেলা যায়, কিন্তু এই অভ্যাস শরীরের জন্য মোটেই ভাল নয়। এখান থেকেই প্যাথোজেন সংক্রমণের সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়। তা ছাড়াও শৌচাগারে ফোন নিয়ে গেলে "ক্রস কন্টামিনেশন"-এর আশঙ্কাও উড়িয়ে দেওয়া যায় না। ক্রস কন্টামিনেশন কী? মোবাইলের টাচস্ক্রিনে হাত দিয়ে কমোডের ফ্লাশে হাত দেওয়া কিংবা ফ্লাশ করার পর হাত না ধুয়ে মোবাইল, শৌচাগারের অন্যত্র স্পর্শ করার ফলে ওই জায়গাগুলিতে ব্যাক্টেরিয়া থেকে যায়। ফলে পরে আবার যিনি শৌচাগারের দরজায় বা ফ্লাশ স্পর্শ করেন, তাঁর হাতে জীবাণু লেগে যায়। এই ভাবে ক্রমে সংক্রমণ ঘটতে থাকে।

নিয়মিত ফোন স্যানিটাইজ করলেও কি সমস্যার সমাধান হতে পারে?

অনেকে মনে করেন, প্রতিদিনের ব্যবহারের জিনিস যেমন জীবাণুমুক্ত করতে হয়, তেমন ভাবেই নিয়মিত ফোন জীবাণুমুক্ত বা স্যানিটাইজ করে নিতে পারলে বোধ হয় সংক্রমণ কিছুটা হলেও এড়ানো যেতে পারে। কিন্তু চিকিৎসকেরা বলছেন, ফোন, ল্যাপটপ, ট্যাবের মতো বৈদ্যুতিন যন্ত্রগুলি পরিষ্কার করা যথেষ্ট ঝক্কির। স্যানিটাইজারের সংস্পর্শে তা নষ্ট হয়ে যেতে পারে।

এ ছাড়া, ফোন হাতে স্নানঘরে ঢুকলে নিজেদের অজান্তেই অনেকটা সময় অতিবাহিত হয়ে যায়। কমোডের উপর বেশি ক্ষণ বসে থাকলেও কিন্তু শারীরিক সমস্যা বেড়ে যেতে পারে। অনেকেই মনে করেন, শৌচাগারে কাটানো সময়টুকু তাঁদের ব্যক্তিগত সময়। কিন্তু ফোন হাতে শৌচালয়ে গেলে মস্তিষ্ক বিরতি পায় না। উল্টে মানসিক চাপ বাড়তে পারে।

কোভিড টিকা নয়, নেপথ্যের বিজ্ঞানকে সম্মান নোবেলে

মা প্রতি বছরই নজর রাখতেন, কারা নোবেল পাচ্ছেন। মেয়েকে এসে বলতেন, তুমিও হয়তো এক দিন নোবেল পাবে। সে কথা শুনে হেসে গড়িয়ে পড়তেন বিজ্ঞানী মেয়ে। বলতেন, "কী যে বলো!" মেয়ের বিস্ময় দেখে হতবাক মায়ের প্রশ্ন ছিল, "কেন? তুমি যে এত পরিশ্রম করছ দিনরাত। পেতেই পারো।" মেয়ে বলতেন, সব বিজ্ঞানীরাই অনেক পরিশ্রম করেন।

মেয়ের নিজের কৃতিত্বের প্রতি সন্দেহ থাকলেও মায়ের হয়তো ছিল না। এ বছর শারীরবিদ্যা তথা চিকিতাবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার জিতে নিলেন সেই মেয়ে হাঙ্গেরিয়ান বিজ্ঞানী কাতালিন কারিকো। ১৯০১ সাল থেকে এ পর্যন্ত, তিনি ১৩তম মহিলা বিজ্ঞানী, যিনি চিকিৎসাবিজ্ঞানে নোবেল পেলেন। তাঁর সঙ্গে যুগ্ম ভাবে জয়ী হয়েছেন আমেরিকার ড্রু ওয়েজম্যান। কোভিড অতিমারির সময়ে তাঁদের আবিষ্কৃত প্রযুক্তি ব্যবহার করেই এমআরএনএ ভ্যাকসিন তৈরি সম্ভব হয়েছিল। কারিকো এবং ওয়েজম্যান দীর্ঘদিনের সহকর্মী। দু'জনেই পেনসিলভেনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত। যে গবেষণার জন্য তাঁরা পুরস্কৃত হলেন, তা কিন্তু প্রায় দু'দশক আগের কাজ। অনেকেই বলছেন, এই দু'জনের কর্মকাণ্ডকে সম্মান জানাতে স্টকহলম নোবেল কমিটি তাদের চিরন্তন প্রথা ভেঙে ফেলেছে। ২০০৫ সালে যে এমআরএনএ প্রযুক্তি আবিষ্কার করেছিলেন তাঁরা, ২০১৯ সালের শেষ লগ্নে শুরু হওয়া কোভিড অতিমারিকে ঠেকাতে সাহায্য করেছে তা-ই। ওষুধপ্রস্তুতকারী সংস্থা ফাইজার/বায়োএনটেক এবং মডার্না সেই এমআরএনএ প্রযুক্তি ব্যবহার করে কোভিডের টিকা তৈরি করে। কলেরা, টাইফয়েড, এমন বহু মহামারি এসেছে, কিন্তু যে দ্রুততার সঙ্গে এ বারে টিকা তৈরি হয়েছিল, ইতিহাসে তা বেনজির। এই কৃতিত্বের অন্যতম অংশীদার কারিকো এবং ওয়েজম্যান।

১৯৯০-এর দশকেই বায়োকেমিস্ট কারিকো বুঝতে পেরেছিলেন, চিকিৎসাবিজ্ঞানে এমআরএনএ-র ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। যদিও তিনি ও তাঁর সহকর্মী, ইমিউনোলজিস্ট ড্রু ওয়েজম্যানের গবেষণা সাফল্যের মুখ দেখে ২০০৫ সালে এসে। তাঁদের গবেষণাপত্রটি প্রকাশিত হয়। সেখানে দেখানো হয়, নিউক্লিওসাইডের মডিফিকেশন বা পরিবর্তনের ফল ও মানবদেহের রোগপ্রতিরোধ ব্যবস্থা বা ইমিউনো সিস্টেমে তার প্রভাব। তবে বিষয়টা খুব সহজ হয়নি। "সায়েন্স" ও "নেচার", দু'টি জার্নালই তাঁদের গবেষণাপত্র খারিজ করে দেয়। পরে "ইমিউনিটি" নামক একটি জার্নালে গবেষণাপত্রটি প্রকাশিত হয়। এর পরে ২০০৮ সাল ও ২০১০ সালে আরও দু'টি গবেষণাপত্র প্রকাশ করেন তাঁরা। তাতে আরও বিশদে ও স্পষ্ট ভাবে এমআরএনএ প্রযুক্তি ব্যাখ্যা করা হয়।

কারিকো জানান, তাঁর কাছে যখন নোবেল কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে ফোন আসে, তিনি ঘুমোচ্ছিলেন। ঘুম চোখে ভেবেছিলেন, কেউ মজা করছে। কারিকোই পরে ওয়েজম্যানকে ফোন করে জানান, তাঁদের নোবেল-জয়ের খবর। ওয়েজম্যান জানিয়েছেন, ব্যক্তিত্বের দিক থেকে তাঁরা দু'জনে একেবারে ভিন্ন প্রকৃতির। কিন্তু বিজ্ঞানের দিক থেকে তাঁদের খুব মিল। হঠাতকোনও কিছু মাথায় এলে রাত তিনটেতেও ইমেল করেছেন কাটিকে (কাতালিন কারিকোকে এই নামেই ডাকেন তিনি)।

নোবেল কমিটির জুরির তরফে বলা হয়েছে, "আজকের আধুনিক যুগে মানব সমাজ এক মারণ সংক্রমণের মুখোমুখি হয়েছিল। নজিরবিহীন গতিতে তার প্রতিষেধক তৈরি করা হয়েছে। আর সেই কাজে এই দুই বিজ্ঞানীর অবদান অনস্বীকার্য। তাই এই দু'জনকে আমরা সবচেয়ে যোগ্য হিসেবে বেছে নিয়েছি।" এই নিয়ে অবশ্য বিতর্ক তৈরি হয়েছে। ফাইজার বা মডার্নার টিকা ছাড়াও আরও বেশ কিছু কোভিড প্রতিষেধক তৈরি হয়েছিল। সেগুলি অন্য প্রযুক্তিতে তৈরি। যেমন, অক্সফোর্ড-অ্যাস্ট্রাজেনেকার প্রতিষেধকটি অ্যাডিনোভাইরাস ভেক্টর ভ্যাকসিন। কার্যকারিতার দিক থেকে এগুলি পিছিয়ে ছিল না। বরং ফাইজার ও মডার্নার টিকার দাম বেশি। ধনী দেশগুলি ছাড়া বাকিদের ধরাছোঁয়ার বাইরে। সংক্রামক রোগ বিশেষজ্ঞ যোগীরাজ রায় বলেন, "এমআরএনএ-ভ্যাকসিনকে ওঁরা স্বীকৃতি দিয়েছেন। আরও অনেক ভ্যাকসিন কিন্তু বেরিয়েছিল। আবার, এমআরএনএ-ভ্যাকসিন এতটাই দামি ছিল যে প্রথম বিশ্বের দেশ ছাড়া বাকি সব দেশের সেটি কেনার সামর্থ্য ছিল না। যদি, বৈজ্ঞানিক দিকের কথা ধরে এই স্বীকৃতি হয়, তা হলে বলতে হয়, এটি যে অন্যদের তুলনায় মৃত্যুহার কমাতে বিরাট কিছু করেছে, তা-ও নয়।" যোগীরাজের আক্ষেপ, "আসলে নোবেল কমিটির কাছে তৃতীয় বিশ্বের দেশের গবেষক-চিকিতকেরা স্বীকৃতি পাবেন না, সেটাই স্বাভাবিক।"

ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব কেমিক্যাল বায়োলজি-র চিকিতক গবেষক দীপ্যমান গঙ্গোপাধ্যায় অবশ্য এটা ভেবে খুশি যে, টিকা তৈরি নয়, টিকা তৈরির পিছনে যে প্রযুক্তি রয়েছে, নোবেল কমিটি সেটিকে স্বীকৃতি দিয়েছে। তিনি বলেন, "এই স্বীকৃতির মাধ্যমে নোবেল কমিটি বুঝিয়ে দিল যে, একটি ভ্যাকসিন তৈরির নেপথ্যে বেসিক-সায়েন্স কতটা জরুরি। তাই তারা, এমআরএনএ ভ্যাকসিন যাঁরা তৈরি করেছেন, তাঁদের না দিয়ে বরং যাঁরা এই ভ্যাকসিন তৈরির বিজ্ঞানকে বুঝতে সাহায্য করেছেন, তাঁদের সম্মান জানিয়েছে।"

কারিকোর বাবা ছিলেন মাংসের ব্যাপারী। মেয়ে বড় হয়ে হলেন এমআরএনএ বিশেষজ্ঞ। ওয়েজম্যান হলেন ইমিউনোলজিস্ট ও ভাইরোলজিস্ট। এইচআইভি-র প্রতিষেধক খুঁজছিলেন তিনি। ১৯৯৮ সালে এক দিন পেনসিলভ্যানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি কপি- মেশিনের সামনে দু'জনের পরিচয় হয়। এর বছর দুয়েক আগে হাঙ্গেরি থেকে আমেরিকা চলে এসেছিলেন কারিকো। সে দেশে অর্থের অভাবে তাঁর গবেষণা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। ও দিকে, ওয়েজম্যান এইচআইভি গবেষণায় এক জন সঙ্গী খুঁজছিলেন। দু'জনে এক সঙ্গে কাজ শুরু করেন। তার পর... বাধা এসেছে। তবে সাফল্যও মিলেছে শেষমেশ। কয়েক বছরের মধ্যে তাঁরা তৈরি করে ফেলেন এক দুর্মূল্য ভ্যাকসিন-টেকনোলজি।

বাবা-মায়ের ডায়াবিটিস আছে কি

ডায়াবিটিস ধরা পড়লেই জীবনে চলে আসে বেশ কিছু বিধিনিষেধ। খাওয়াদাওয়া থেকে দৈনন্দিন যাপন, সব ক্ষেত্রে নিয়ম মেনে চলতে হয়। রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণে না রাখলে এর হাত ধরেই আরও অনেক সমস্যা শুরু হয়। তাই সাবধান থাকা জরুরি। শর্করার মাত্রা যদি এক বার বিপদসীমা পেরিয়ে যায়, তা হলে কিডনিতেও এর প্রভাব পড়তে পারে।

যাঁদের পরিবারে কোনও সদস্যের ডায়াবিটিস রয়েছে তাঁদের কিন্তু বেশি সতর্ক থাকতে হবে। রোজকার কিছু অভ্যাস অজান্তেই আপনার ডায়াবিটিসের ঝুঁকি বাড়িয়ে দিতে পারে। জেনে নিন, কোন কোন অভ্যাসে লাগাম না টানলেই ডায়াবিটিসের আশঙ্কা বাড়ে। ১) অনেকেই অফিস যাওয়ার তাড়ায় প্রাতরাশ না করেই বাড়ি থেকে বেরিয়ে যান। দীর্ঘ ক্ষণ খালি পেটে থাকলে শরীরে ইনসুলিন হরমোনের ক্ষরণ বেড়ে যাওয়ার ঝুঁকি থাকে। তাই প্রাতরাশ করতে হবে পেট ভরে। ২) অনেকেই ঘুমের সঙ্গে আপস করেন। রাত জেগে পার্টি, ওয়েব সিরিজ দেখা, হইহুল্লোড়ের ফলে অপর্যাপ্ত ঘুম নানা রোগবালাই ডেকে আনে। দিনে ৬ থেকে ৮ ঘণ্টার কম ঘুম হলে ডায়াবিটিস হওয়ার ঝুঁকি বেড়ে যায়। ঘুম যাতে পর্যাপ্ত হয়, সে দিকে অতি অবশ্যই খেয়াল রাখুন। ৩) দীর্ঘ ক্ষণ এক জায়গায় বসে কাজ করলেও ঝুঁকি বাড়ে ডায়াবিটিসের। শরীর যত সচল রাখবেন, ততই ডায়াবিটিস দূরে থাকবে। এক জায়গায় বসে বসে কাজ রক্তে শর্করার মাত্রা বাড়িয়ে দিতে পারে। তাই যত পারবেন, শরীর সচল রাখার চেষ্টা করুন। শরীরচর্চা শুরু করুন।

৪) বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গিয়েছে, ধূমপানের সঙ্গেও ডায়াবিটিসের যোগ রয়েছে। তাই ডায়াবিটিসের ঝুঁকি কমাতে ধূমপানে রাশ টানুন। নিয়মিত মদ্যপানের অভ্যাসও ডায়াবিটিসের ঝুঁকি বাড়িয়ে দিতে পারে। ৫) মানসিক চাপের কারণেও ডায়াবিটিসে আক্রান্ত হন কেউ কেউ। কর্মক্ষেত্রে চাপ, বাড়িতে সমস্যা চিন্তার জেরে বেড়ে যায় রক্তের শর্করার মাত্রা। মানসিক চাপ কমাতে নিয়মিত যোগাসন করুন। মাঝেমধ্যে সময় বার করে বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে আড্ডা দিন, বেড়াতে যান। মন ভাল রাখার চেষ্টা করুন।

ভিটামিন ডি-র অভাবে কি মারণরোগের ঝুঁকি বাড়ে?

শরীরের জন্য ভিটামিন ডি কতটা জরুরি তা বলা বাহুল্য। হাড়ের যত্ন নেওয়া থেকে প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি ভিটামিন ডি অনবদ্য ভূমিকা পালন করে। ভিটামিন ডি শরীরে পর্যাপ্ত পরিমাণে থাকলে অনেক রোগবালাই থেকে দূরে থাকা যায়। তেমনই ভিটামিন ডি-এর অভাবে বাড়ে ক্যানসারের ঝুঁকিও। সাম্প্রতিক একটি গবেষণায় উঠে এসেছে এমন একটি তথ্য।

তবে গবেষকেরা জানাচ্ছেন, ভিটামিন ডি-র অভাবের সঙ্গে ক্যানসারের সরাসরি কোনও যোগ নেই। শরীরে যদি এই ভিটামিনের অভাব দেখা দেয়, তাহলে অনেক সময় ক্যানসার হওয়ার একটা ঝুঁকি থেকে যায়। পাশাপাশি, ভিটামিন ডি-এর যদি কোনও অভাব না ঘটে, তাহলে ক্যানসার ছাড়াও আরও অনেক রোগ থেকে দূরে থাকা সম্ভব হয়। তাই ভিটামিন ডি সমৃদ্ধ খাবার খাওয়ার প্রতি বাড়তি নজর দেওয়ার কথা বলেন চিকিতকেরা।

ভিটামিন ডি-র অভাবে যে ধরনের ক্যানসারের ঝুঁকি থাকে তার মধ্যে অন্যতম হল স্তন ক্যানসার। এ ছাড়াও অন্ত্রের ক্যানসারের ঝুঁকিও থাকে ভিটামিন ডি-র অভাবে। এই ভিটামিন ক্যানসার কোষের বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করে। মারণরোগ থেকে দূরে থাকতে ভিটামিন ডি শরীরে পর্যাপ্ত পরিমাণে থাকা জরুরি। ভিটামিন ডি-র গুণে আর কোন কোন রোগের হাত থেকে নিষ্কৃতি মেলে?

১) স্নায়ুর কার্যক্ষমতা বজায় রাখতে সাহায্য করে এই ভিটামিন। বার্ধক্যে স্নায়ুর রোগের উপসর্গ কমাতে এটি বেশ কার্যকর। মস্তিষ্কে কর্মক্ষমতা সচল রাখতেও এই ভিটামিনের জুড়ি মেলা ভার।

২) বৃদ্ধাবস্থায় হাড়ের ক্ষয় খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি সমস্যা। হাড়ে উপস্থিত অন্যতম প্রধান খনিজ পদার্থ হল ক্যালসিয়াম। সুতরাং হাড় মজবুত রাখতে এবং ক্ষয় রোধ করতে ভিটামিন ডি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

৩) দেহের প্রোটিনকে রক্ষা করতে ভিটামিন ডি দারুন উপযোগী, তাই এটি দেহের পেশির কোষগুলিকে সুস্থ রাখে। এর ফলে বয়সকালে ওজন কমে যাওয়ার আশঙ্কা কমে এবং শরীর ভাল থাকে।

৪) ভিটামিন ডি অ্যান্টিঅক্সিড্যান্টের খুব ভাল একটি উত। এই অ্যান্টিঅক্সিড্যান্ট জাতীয় পদার্থ শরীরকে নানা ধরনের ক্ষতিকর বিক্রিয়া থেকে রক্ষা করে। ফলে প্রোটিন, হরমোন, ফ্যাটি অ্যাসিড এবং ডিএনএ-র মতো উপাদানগুলি রক্ষা পায়।

৫ খাবার: সন্তানকে খাওয়ালে উচ্চতা, ওজন নিয়ে ভাবতে হবে না

কৈশোর আর তারুণ্যের মাঝের সময়টি বেশ গুরুত্বপূর্ণ। এই সময়ে শরীরের যত্ন কেমন হচ্ছে, তার উপর নির্ভর করে বয়স বাড়লে স্বাস্থ্য কেমন থাকবে। তাই এই বয়সে খাওয়াদাওয়ায় বাড়তি নজর দেওয়া জরুরি। সন্তানের যত্নে যাতে কোনও ত্রুটি না থেকে, সে দিকে কড়া নজর থাকে বাবা-মায়ের। কারণ, বেড়ে ওঠার সময়ে সঠিক পুষ্টি পাওয়া অত্যন্ত জরুরি।

স্বাস্থ্যকর খাবার না খেলে ওজনও অনেক সময়ে বয়সের তুলনায় কম হওয়ার ঝুঁকি থাকে। প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায়। তবে কোন বয়সে কোন খাবার খেলে সঠিক পুষ্টি পাবে শরীর, তা বোঝা সম্ভব হয় না। পুষ্টিবিদরা কয়েকটি খাবারের কথা জানিয়েছেন। যেগুলি ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে খাওয়ালে সুস্থ থাকবে শরীর।

দুগ্ধজাত খাবার

দুগ্ধজাত খাবারে ক্যালশিয়ামের পরিমাণ সবচেয়ে বেশি। হাড়ের খেয়াল রাখতে তাই দুগ্ধজাত খাবার বেশি করে খেতে হবে। দুধ, ছানা, পনির, দই যত ঘন ঘন খাওয়া যাবে, হাড় তত মজবুত এবং শক্তিশালী হবে। সন্তান দুধ খেতে পছন্দ না করলে অন্য কোনও খাবার খাওয়াতে হবে, যাতে ক্যালশিয়াম আছে।

বাদাম

কাঠবাদাম, চিনা বাদাম, কাজু বাদাম, আখরোট সব ধরনের বাদামে স্বাস্থ্যগুণের শেষ নেই। শরীরে প্রোটিন, ফ্যাট, খনিজ পদার্থ থেকে শুরু করে অ্যান্টি-অক্সিড্যান্টের ঘাটতি মেটাতে বাদামের উপর চোখ বন্ধ করে ভরসা রাখা যায়। বাড়ন্ত বয়সে বাদাম যত বেশি খাওয়া যাবে, প্রতিরোধ ক্ষমতা তত শক্তিশালী হবে।

মিলেটস

মিলেট হল ভিটামিন বি, ই, মিনারেলস, ম্যাগনেশিয়াম, আয়রনের মতো উপাদানের সমৃদ্ধ উত। মিলেট হজম করাও খুব সহজ। বিশেষ করে বাড়ন্ত বয়সে শিশুর শারীরিক গঠন মজবুত করতে মিলেট উপকারী। এ ছাড়া, হাড় ও পেশি দৃঢ় করতে, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধিতেও এর জুড়ি মেলা ভার।

কিনোয়া

মিলেটের মতো কিনোয়াতেও গ্লুটেন নেই। উপরন্তু কিনোয়াতে রয়েছে ভিটামিন বি, ই-এর মতো উপাদান। শিশু বেড়ে ওঠার পথে কিনোয়ার মতো খাবার কার্যকরী। ম্যাগনেশিয়াম, আয়রন, জিঙ্কে সমৃদ্ধ কিনোয়া পেশি থেকে হাড়, কোনও কিছুর খেয়াল রাখতে ভোলে না।

ওট

ছোট থেকেই ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখার পরামর্শ দিয়ে থাকেন চিকিতকেরা। সে ক্ষেত্রে ওট উপকারী হতে পারে। ওটসে রয়েছে ফাইবার, প্রোটিন, ভিটামিন ই, জিঙ্ক, ম্যাগনেশিয়ামের মতো স্বাস্থ্যকর উপাদান। সুস্থ ভাবে বেড়ে ওঠায় যে উপাদানগুলি অত্যন্ত জরুরি ভূমিকা পালন করে। ওট ডায়াবিটিসের মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। স্থূলতার ঝুঁকিও কমায়।

ভোট চুরি স্বাক্ষর অভিযানের কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে প্রদেশ কংগ্রেস ভবনে কংগ্রেসের বৈঠক। ছবি নিজস্ব

প্রতিরক্ষা ক্রয় নীতিমালার নবীকরণ আত্মনির্ভরতা, উদ্ভাবন ও দ্রুত সিদ্ধান্তের পথে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়

নয়াদিল্লি, ১৫ সেপ্টেম্বর : প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং সদ্য অনুমোদন দিয়েছেন 'ডিফেন্স প্রোকিউরমেন্ট ম্যানুয়াল ২০২৫'-এর খসড়া, যা ভারতের প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রের জন্য একটি বড় পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। এই নবীন নীতিমালা রাজস্বভিত্তিক প্রতিরক্ষা ক্রয় প্রক্রিয়াকে আরও দ্রুত ও কার্যকর করে তুলবে, দেশীয় প্রতিরক্ষা শিল্পকে উৎসাহ দেবে, উদ্ভাবনকে উৎসাহিত করবে এবং সামরিক প্রস্তুতিকে সর্বোচ্চ স্তরে নিয়ে যেতে সহায়ক হবে।

প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, আধুনিক যুদ্ধের প্রেক্ষিতে সৃষ্ট নতুন চাহিদার কথা মাথায় রেখেই এই নীতিমালাটি হালনাগাদ করা হয়েছে। ২০০৯ সালের পর এই প্রথমবারের মতো এই গুরুত্বপূর্ণ ম্যানুয়ালটি সংশোধন করা হল। সংশোধিত ডিপিএম ২০২৫-এর মাধ্যমে তিন বাহিনীর মধ্যে যৌথতা বৃদ্ধির পাশাপাশি দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুযোগ তৈরি হবে, যার ফলে দেশের প্রতিরক্ষা প্রস্তুতি আরও শক্তিশালী হবে।

এই নীতিমালায় দেশীয় শিল্পের অংশগ্রহণ বাড়ানোর লক্ষ্যে প্রক্রিয়া আরও সরলীকরণ করা হয়েছে। অর্থ মন্ত্রণালয়ের ক্রয় নির্দেশিকা অনুসারে নতুন নীতিমালাকে সামঞ্জস্যপূর্ণ করা হয়েছে। এর মাধ্যমে প্রায় ১ লক্ষ কোটি টাকার রাজস্বভিত্তিক ক্রয় সম্ভাবনার কথা বলা হয়েছে, যা বর্তমান অর্থবছরের জন্য প্রাসঙ্গিক।

ডিপিএম ২০২৫-এ শিল্পবান্ধব একাধিক ধারা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, যেমন কর্মরত মূলধনের সুবিধা বৃদ্ধির জন্য আর্থিক সহায়তা, দেরি হলে শাস্তির হার হ্রাস, এবং সময়মতো সরবরাহে প্রণোদনা। উন্নয়ন পর্যায়ে তরল ক্ষতির ব্যবস্থা থাকবে না, এবং শাস্তির সর্বোচ্চ হার ৫ শতাংশ নির্ধারণ করা হয়েছেযা শুধুমাত্র চূড়ান্ত বিলম্বের ক্ষেত্রে ১০ শতাংশ পর্যন্ত বাড়ানো যেতে পারে।

একটি নতুন অধ্যায় যোগ করা হয়েছে "স্বনির্ভরতা ও উদ্ভাবন"কে উৎসাহিত করার জন্য। এই অধ্যায়ে বেসরকারি শিল্প, প্রতিরক্ষা পাবলিক সেক্টর ইউনিট, একাডেমিয়া এবং আইআইটি/আইআইএসসি -এর মতো প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সহযোগিতার কথা বলা হয়েছে। পাঁচ বছরের নিশ্চিত ক্রয় আদেশ দেওয়ার সুযোগ রাখা হয়েছে, যা প্রয়োজনে আরও বাড়ানো যেতে পারে। সশস্ত্র বাহিনীর তরফ থেকে প্রযুক্তিগত জ্ঞান ও সরঞ্জামগত সহায়তাও প্রদানের কথা বলা হয়েছে।

এছাড়া, মাঠ পর্যায়ে কর্মরত আর্থিক কর্তৃপক্ষকে আরও ক্ষমতায়িত করা হয়েছে যাতে ফাইল উপরের স্তরে না পাঠিয়েই দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়া যায়। সরবরাহকারীদের সময়মতো অর্থপ্রদানের বিষয়েও জোর দেওয়া হয়েছে।

ডিপিএম ২০২৫-এ আরও কয়েকটি উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আনা হয়েছে: যেমন বিড জমা দেওয়ার সময়সীমা বাড়ানোর ক্ষমতা নীচের স্তরে হস্তান্তর, যুদ্ধবিমান ও নৌবাহিনীর রক্ষণাবেক্ষণে ১৫ শতাংশ অগ্রিম বৃদ্ধির ক্লজ, এবং প্রতিযোগিতামূলক বিডিং-এর নীতিতে সমতা নিশ্চিত করা। এর ফলে ডিপিএসইউ-দের কাছ থেকে নো অবজেকশন সার্টিফিকেট (এনওসি) নেওয়ার প্রয়োজনীয়তা বাতিল করা হয়েছে, এবং এখন থেকে সমস্ত দরপত্র খোলা প্রতিযোগিতার মাধ্যমে হবে। সীমিত দরপত্র অনুমোদন দেওয়া হবে ৫০ লাখ পর্যন্ত এবং প্রয়োজনে তার চেয়েও বেশি পরিমাণে।

প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, এই নীতিমালার ফলে প্রতিরক্ষা শিল্পে স্বনির্ভরতা আরও জোরদার হবে এবং বেসরকারি সংস্থা, এমএসএমই ও স্টার্টআপদের অংশগ্রহণও বৃদ্ধি পাবে। একযোগে কাজ করার সুযোগ সৃষ্টি হবে ডিপিএসইউ-এর পাশাপাশি নতুন উদ্যোক্তাদের জন্য।

সব মিলিয়ে, ডিপিএম ২০২৫ একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ যা ভারতীয় প্রতিরক্ষা ক্রয় ব্যবস্থাকে আরও স্বচ্ছ, দ্রুতগামী ও উদ্ভাবনমুখী করে তুলবে বলে আশা করা হচ্ছে।

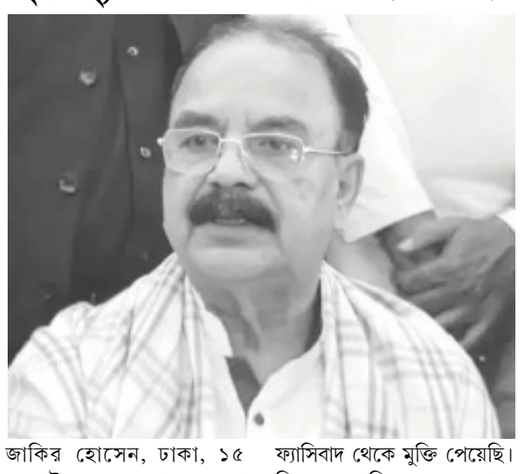

বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িকতা দ্বিগুণ শক্তিশালী হচ্ছে, সতর্ক করলেন বিএনপি নেতা গয়েশ্বর

জাকির হোসেন, ঢাকা, ১৫ সেপ্টেম্বর: বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক শক্তির উত্থান ঘটছে বলে মন্তব্য করলেন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার দল বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য গয়েশ্বর চন্দ্র রায়।

শনিবার সকালে ঢাকায় জাতীয় প্রেসক্লাবে 'জুলাই বিপ্লব এবং আগামীর গণতন্ত্র ভাবনা' শীর্ষক আলোচনায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি বলেন, "আমরা ফ্যাসিবাদ থেকে মুক্তি পেয়েছি। কিন্তু গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের জায়গায় এখন সাম্প্রদায়িকতার উগ্র উন্মাদনা তৈরি হচ্ছে, যা থেকে মব তৈরি হয়।" অনুষ্ঠানের আয়োজন করে হিউম্যান রিসার্চ অ্যান্ড অ্যানালাইসিস ফাউন্ডেশন (হিউরাফ)।

গয়েশ্বর বলেন, "একসঙ্গে থাকলাম, জেল খাটলাম। কিন্তু এখন ব্যক্তিগত স্বার্থে আমরা আর এক সুরে কথা বলতে পারি না। ৩১ দফার ভিত্তিতে প্রায় ৬০টি দল এক হয়েছিল ফ্যাসিবাদবিরোধী আন্দোলনে। সেখানে দ্মন্দ্রদ্মদ্রন্ক্ষ্ম tional representation (পিআর)-এর প্রসঙ্গই ছিল না। তাহলে আজ যারা পিআরের কথা বলছেন, তখন কেন বলেননি?"

তিনি আরও বলেন, "আমরা গণতন্ত্র চাই। কিন্তু অনেকে ভাবেআমি পেলেই গণতন্ত্র আছে, না পেলে নেই। যারা বৈষম্যবিরোধী আন্দোলন করেছেন, তারাই আজ নতুন বৈষম্য সৃষ্টি করছেন।"

বিএনপির এই নেতা অভিযোগ করেন, "কেউ কেউ এখন বেহেস্তের টিকিট বিক্রি করছে। বলছেতাদের সঙ্গে থাকলে স্বর্গে যাবেন, না থাকলে দোজখে। অথচ নিজেরাই জানে না, তারা বেহেস্তে যাবে কি না।"

সতর্ক করে গয়েশ্বর বলেন, "গণতন্ত্রের পথে রাষ্ট্রকে না রাখলে সাম্প্রদায়িকতা ফ্যাসিবাদের চেয়েও দ্বিগুণ কঠিন হবে। এই আধুনিক বিশ্বে মুক্ত চিন্তা, প্রতিভার বিকাশ তারা কখনও করতে দেবে না।"

এনপিসিআই বাড়াল ইউপিআই লেনদেনের সীমা, P2M লেনদেনের সর্বোচ্চ সীমা ১০ লক্ষ দৈনিক

নয়াদিল্লি, ১৫ সেপ্টেম্বর : দেশের ডিজিটাল লেনদেন আরও সহজ ও নিরাপদ করতে জাতীয় পেমেন্ট কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া ইউনিফায়েড পেমেন্টস ইন্টারফেস-এর লেনদেন সীমা বাড়িয়েছে। সোমবার থেকে ব্যবহারকারীরা যাচাইকৃত মার্চেন্টদের সঙ্গে দৈনিক সর্বোচ্চ ১০ লক্ষ পর্যন্ত ব্যক্তিগত থেকে ব্যবসায়ীর লেনদেন করতে পারবেন।

এনপিসিআই গত মাসে প্রকাশিত পরিপত্রে জানিয়েছে, P2M লেনদেনের প্রতি লেনদেনের সর্বোচ্চ সীমা ৫ লক্ষে উন্নীত হয়েছে এবং দৈনিক মোট সীমা ১০ লক্ষ নির্ধারণ করা হয়েছে। এই সীমা বিমা প্রিমিয়াম, মূলধন বাজার, ভ্রমণ, সংগ্রহ এবং সরকারি ই-মার্কেটপ্লেস সহ বিভিন্ন খাতে প্রযোজ্য।

বিমা এবং মূলধন বাজারে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে প্রতি লেনদেনের সীমা ২ লক্ষ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৫ লক্ষ হয়েছে, যেখানে দৈনিক সর্বোচ্চ সীমা ১০ লক্ষ ধরা হয়েছে। জিইএম-এ কর পরিশোধ ও অগ্রিম জমা লেনদেনের সীমাও ১ লক্ষ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৫ লক্ষ হয়েছে।

সেই সঙ্গে ক্রেডিট কার্ডের বিল পরিশোধেও প্রতিলেনদেন সর্বোচ্চ ৫ লক্ষ এবং দৈনিক সীমা ৬ লক্ষ নির্ধারণ করা হয়েছে। তবে ব্যক্তি থেকে ব্যক্তির লেনদেনের সীমা অপরিবর্তিত রয়েছে, যা দৈনিক ১ লক্ষ।

এই সীমা বৃদ্ধি দেশের ডিজিটাল অর্থনীতিকে আরও সক্রিয় ও প্রবৃদ্ধি দেবে বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন।

পলাতক আসামী

Reference :- Jatrapur PS case No- 2025JTP040, Dated 29-08-2025, U/S- U/S - 61 / 143 (1)(d) (f)(2)/336(3)/340 (2) of Bharatiya Nyaya Sanhita and U/S-14(a)(b) of foreigner Act, U/S-03 of IPP Act(Entry into India, 1920).

উপরিউক্ত ছবিটি হাবিবুর রহমান ও শিরাজ (৩৮), পিতা- রমজান আলী গ্রাম- দুর্লভপুর (নতুন নিদিয়া বিএসএস ক্যাম্প সংলগ্ন বর্ডার, থানা- যাত্রাপুর সিপাহীজলা ত্রিপুরা, বয়স- ৩৮, গায়ের রং- শ্যামলা, চুল-কালো, উচ্চতা-৫ ফুট ৬ ইঞ্চি। গত ২৯/০৮/২০২৫ ইং তারিখে যাত্রাপুর থানায় তার বিরুদ্ধে ভারতীয় ন্যায় সংহিতার 61/143(1)(d)(f)(2)/336(3)/340(2) এবং বিদেশী আইনের U/S-14(a)(b), IPP আইনের U/S-03 (ভারতে প্রবেশ, 1920) নং ধারায় একটি মামলা নথিভুক্ত হয়েছে যাহার মোকদ্দমা নম্বর ০৪০/২০২৫। ঘটনার পর থেকে আসামী গ্রেপ্তার এড়াইবার জন্য পলাতক।

উপরিউক্ত পলপতক আসামীর সম্বন্ধে যদি কোন খবর বা সন্ধান থাকে অনুগ্রহ করে নিকটবর্তী থানা বা নিম্নলিখিত ঠিকানায় বা দূরভাষ নম্বরে যোগাযোগ করিবেন। সংবাদদাতার নাম গোপন রাখা হইবে।

যোগাযোগের ঠিকানা :-
পুলিশ সুপার সিপাহীজলা, ত্রিপুরা-
দূরভাষ নম্বর :-
৬০০৯৪২০৬০৮ (এস.পি, ডি.আই.বি সিপাহীজলা)
৯৮৬২৮৩৮৫৮৬ (ও.সি. যাত্রাপুর থানা)

ICA/D-974/25

ইতি
পুলিশ সুপার, সিপাহীজলা, ত্রিপুরা, বিশ্রামগঞ্জ

PNIT NO:- 18 /EE/RD/SNMD/2025-26, Dt. 12/09/2025

The Executive Engineer, RD Sonamura (Dhanpur) Division, R D Department, Sepahijala District, Tripura invites percentage rate e-tender (single stage two bid) in Tripura PWD Form No. 7 from eligible bidders up to 3.00 P.M. of 18/09/2025 for 1 (One) no. construction work amounting to Rs 5,79,230.00 approx. For details, visit website https://tripuratenders.gov.in, Queries related to this PNIT may be sent to the email: eerdsonamura@rediffmail.com. Any subsequent corrigendum will be available in the website only.

ICA/C-2316/25

**Executive Engineer
RD Sonamura (Dhanpur) Division
M: 8974406541**

F.5(69)DIT/ACCTT/2024 Date: 10.09.2025

Notice Inviting e-Tender

e-Tenders are hereby invited for selection of agency for construction of DG Sheds at IT Bhavan, Indranagar, Agartala. Details of tender document can be seen and downloaded from the website https://tripuratenders.gov.in and the bids need to be submitted online through http://tripuratenders.gov.in only.

ICA/C-2306/25

**-Sd- Director,
Directorate of Information
Technology Govt. of Tripura**

NOTIFICATION

Whereas, the "Biswa Karma Puja Day", "All days of the Durgapuja" and 'Gandhiji's Birth Day" are going to be celebrate on 17-09-2025 and 29-09-2025 to 02- 10-2025.

AND

Whereas, provision of Rules 174-A (1), (e) and (d) of the Tripura Excise Rules 1990, all liquor shops & Bar under West Tripura District shall close their premises on the occasion of "Biswa Karma Puja Day", "All days of the Durgapuja" and "Gandhiji's Birth Day".

Now, therefore, in exercise of powers conferred under Rules 174-A(f), (e) & (d) of the Tripura Excise Rules 1990, the undersigned do hereby order that all Foreign Liquor shops, Country Liquor shops & Bar under West Tripura District shall remain closed on 17-09-2025 and 29-09-2025 to 02-10-2025 and strictly observed as "Dry Day"

To:-
All licensees of FL/CL shops and Bar under West Tripura District for information and strict compliance.

ICA/D-967/25

**(Dr. Vishal Kumar,IAS)
Collector of Excise, West Tripura District**

Notice Inviting e-Tender

**No. F. 5(1-92)-Store/DHS/Computer/2025-26
Dated, Agartala, the 10/09/2025
e-tender for procurement of Desktop Computer(All In One), UPS, Multifunction Machine, Printer, Scanner, Colour Printer and Laptop Computer for the O/o the Directorate of Health Service and different health institution.**

A Tender is hereby invited on behalf of the Director of Health Services, Government of Tripura from the reliable resourceful experienced valid license holder for procurement of Desktop Computer (All In One), UPS, Multifunction Machine, Printer, Scanner, Colour Printer and Laptop Computer for the O/o the Directorate of Health Service and different health institution.

The details of e-Tender documents is made available on in the website www.tripura tenders.gov.in. The last date/time of submission of the tender documents is on 07-10-2025 up to 5:00 pm.

All future modification/corrigendum shall be made available in the state portal.

ICA/C-2301/25

**Director of Health Services
Govt. Of Tripura, Agartala.**

মণিপুর সফর নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর সমালোচনায় কংগ্রেস ততদিনে ৩৯টি বিদেশ সফর করেছেন মোদী

গুয়াহাটি, ১৫ সেপ্টেম্বর: প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সাম্প্রতিক মণিপুর সফরকে 'বিলম্বিত ও অপর্যাপ্ত' বলে কড়া সমালোচনা করেছে অসমের কংগ্রেস নেতারা। তারা অভিযোগ করেছেন, প্রায় দুই বছর ধরে চলা জাতিগত সহিংসতার সময়েও মোদী আন্তর্জাতিক সফরে ব্যস্ত ছিলেন, অথচ মণিপুরে তাঁর উপস্থিতি এতদিনে দেখা গেল।

সোমবার এক প্রেস কনফারেন্সে কংগ্রেস সাংসদ প্রদ্যুত বরদলৈ বলেন, "প্রধানমন্ত্রীর মণিপুর পৌঁছাতে আড়াই বছরের বেশি সময় লেগে গেল। অথচ এই সময়ে তিনি ৩৯টি বিদেশ সফর করেছেন, কয়েকটি দেশে একাধিকবারও গিয়েছেন। এটা কি তাঁর অগ্রাধিকারের প্রতিফলন নয়?"

বরদলৈ আরও বলেন, মে ২০২২ সালে সহিংসতা শুরু হওয়ার পর থেকেই কংগ্রেস দলের পক্ষ থেকে মোদীর সরাসরি হস্তক্ষেপ ও উপস্থিতির দাবি জানানো হয়েছিল।

তিনি প্রধানমন্ত্রীর সফরকে "টু লিটিল, টু লেট" বলে অভিহিত করে বলেন, "যখন মণিপুর জ্বলছিল, তখন প্রধানমন্ত্রীর নীরবতা ও অনুপস্থিতি রাজ্যবাসীর প্রতি অবহেলার ইঙ্গিত দেয়।"

শুধু সফরের দেরি নয়, প্রধানমন্ত্রী ও বিজেপির বক্তব্য নিয়েও কংগ্রেসের অভিযোগ। বরদলৈ অভিযোগ করেন, প্রধানমন্ত্রী আসামের ভাষণে রাহুল গান্ধীর ভূমিকা নিয়ে "অর্ধসত্য" উপস্থাপন করেছেন। তিনি বলেন, "অপারেশন সিন্দুর-এর সময় রাহুল গান্ধী ভারতীয় সেনাবাহিনীর পাশে থাকার কথা স্পষ্টভাবে বলেছেন। মোদী তাঁর বক্তব্যে সেটিকে বিকৃতভাবে উপস্থাপন করেছেন।"

কংগ্রেস নেতারা বিজেপির ইতিহাস বিকৃতির প্রচেষ্টারও সমালোচনা করেছেন। বরদলৈ বলেন, "বিজেপি প্রায়শই দেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুকে দোষারোপ করে। কিন্তু এসব বক্তব্যের কোনও ঐতিহাসিক ভিত্তি নেই। আগে তথ্য যাচাই করে তারপর এমন অভিযোগ করা উচিত।"

অসম বিধানসভায় বিরোধী দলনেতা দেবব্রত শইকিয়া প্রধানমন্ত্রীর সাংস্কৃতিক বার্তা ও রাজনৈতিক কৌশলের মধ্যে দ্বৈততা তুলে ধরেন। তিনি বলেন, "একদিকে ভূপেন হাজরিকার জন্মশতবার্ষিকী পালন করছেন, যিনি তাঁর গানে সম্প্রীতির বার্তা দিয়েছেন। অন্যদিকে বিজেপি দলীয় বিভাজনের রাজনীতি করছে। এই দ্বিচারিতা বাংলার ও আসামের জনগণ বুঝে ফেলেছে।"

কংগ্রেস নেতারা প্রধানমন্ত্রী মোদীর মণিপুর সফরের সময়কালের পাশাপাশি, তাঁর বক্তব্য ও নীতিগত অবস্থান নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন। তাঁদের মতে, কেবল সফর করলেই দায়িত্ব পালন হয় না; সময়মতো সঠিক পদক্ষেপ নেওয়া এবং সহানুভূতিশীল নেতৃত্বই এখন দেশবাসীর প্রত্যাশা।

ভারতের পাইকারি মূল্যস্ফীতি আগস্টে দাঁড়াল ০.৫২শতাংশ দুই মাস পরে আবারও ইতিবাচক প্রবণতায় ফিরল

নয়াদিল্লি, ১৫ সেপ্টেম্বর ভারতের পাইকারি মূল্যস্ফীতি আগস্ট ২০২৫-এ দাঁড়িয়েছে ০.৫২ শতাংশ (অস্থায়ী), যা গত দুই মাসের ঋণাত্মক প্রবণতা থেকে ফিরে এসে ফের ইতিবাচক অঞ্চলে প্রবেশ করল। সোমবার বাণিজ্য ও শিল্প মন্ত্রণালয় প্রকাশিত সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, খাদ্যপণ্য, অন্যান্য নির্মাণ সামগ্রী, অ-খাদ্য দ্রব্য, অ-ধাতব খনিজ দ্রব্য এবং পরিবহন যন্ত্রপাতির দামের বৃদ্ধি এই মূল্যস্ফীতির মূল কারণ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে।

জুলাই ও জুন মাসে যথাক্রমে -০.৫৮ু এবং -০.১৯ু ছিল পাইকারি মূল্যস্ফীতির হার। গত বছরের আগস্ট মাসে এই হার ছিল ১.২৫ শতাংশ। মন্ত্রণালয় এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, "২০২৫ সালের আগস্ট মাসে মূল্যস্ফীতির ইতিবাচক হার মূলত খাদ্যপণ্য, উৎপাদিত সামগ্রী, অ-খাদ্য দ্রব্য, অ-ধাতব খনিজ দ্রব্য এবং পরিবহন যন্ত্রপাতির দামের বৃদ্ধির ফলে হয়েছে।"

সরকার প্রতি মাসের ১৪ তারিখে (বা ছুটির দিন হলে তার পরের কার্যদিবসে) পাইকারি মূল্যসূচকের তথ্য প্রকাশ করে। এই তথ্য সংগ্রহ করা হয় দেশের বিভিন্ন সংস্থা এবং নির্বাচিত উৎপাদন কেন্দ্র থেকে।

এর আগে, খুচরো মূল্যস্ফীতি বা ভোক্তা মূল্যসূচক আগস্ট মাসে সামান্য বৃদ্ধি পেয়ে ২.০৭ শতাংশে পৌঁছয়, যা জুলাই মাসে ছিল ১.৫৫ শতাংশ২০১৭ সালের জুনের পর সর্বনিম্ন স্তর।

ভোক্তা খাদ্য মূল্যসূচক অনুসারে, খাদ্য মূল্যস্ফীতি বছর-ওয়ারি ভিত্তিতে -০.৬৯ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। গ্রামীণ ও শহুরে এলাকায় এই হার যথাক্রমে -০.৭০ু ও -০.৫৮ু। তবে সব মিলিয়ে সবজির দাম, মাছ-মাংস, ডিম ও ভোজ্য তেলের দাম বাড়ার কারণেই খুচরো মূল্যস্ফীতির সামগ্রিক হারে এই উত্থান।

রাজ্যগুলির মধ্যে কেরল, কর্ণাটক, জম্মু ও কাশ্মীর, পাঞ্জাব এবং তামিলনাড়ুএই পাঁচ রাজ্যে আগস্ট মাসে সর্বোচ্চ বার্ষিক মূল্যস্ফীতি রেকর্ড করা হয়েছে।

তবে মূল্যস্ফীতির এই সামান্য ঊর্ধগতি সত্ত্বেও, এটি এখনও রিজার্ভ ব্যাংক অব ইন্ডিয়া-র নির্ধারিত ২-৬ শতাংশের আরামদায়ক সীমার মধ্যেই রয়েছে। অর্থনীতিবিদ এবং শিল্প মহল মনে করছে, এই মূল্যস্ফীতির বৃদ্ধি অস্থায়ী এবং দেশের সামগ্রিক মূল্যস্থিতি বা মূল্যনিয়ন্ত্রণে কোনও বড় প্রভাব ফেলবে না।

ঢাকায় শিক্ষকদের মিছিলে পুলিশের জলকামান-সাউন্ড গ্রেনেড, ফরিদপুরের ভাঙ্গায় অগ্নিসংযোগে উত্তেজনা

জাকির হোসেন, ঢাকা, ১৫ সেপ্টেম্বর: জাতীয়করণবঞ্চিত প্রায় পাঁচ হাজার বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের স্বীকৃতির দাবিতে সোমবার বিকেলে ঢাকায় শিক্ষকদের মিছিলে জলকামান ও সাউন্ড গ্রেনেড ছোড়ে পুলিশ। জাতীয় প্রেস ক্লাব থেকে প্রধান উপদেষ্টার রাষ্ট্রীয় আবাস "যমুনা" অভিমুখে যাত্রা করা মিছিল হাইকোর্ট সংলগ্ন কদম ফোয়ারা এলাকায় পৌঁছালে পুলিশ বাধা দেয়। পরে হুইসেল বাজিয়ে বিক্ষোভকারীদের পল্টনমুখী সরিয়ে দেওয়া হয়। আহত হয়েছেন কয়েকজন শিক্ষক।

শিক্ষকদের অভিযোগ, ২০১৩ সালে সরকার সব বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণের ঘোষণা দিলেও রাজনৈতিক কারণে পাঁচ হাজারেরও বেশি স্কুল বাদ পড়ে। বিভিন্ন সময় সরকারি চিঠি দেওয়া হলেও সিদ্ধান্ত কার্যকর হয়নি। সাধারণ শিক্ষক ঐক্য পরিষদের কেন্দ্রীয় সমন্বয়ক নওশাদ আহমেদ বলেন, 'প্রধান উপদেষ্টার দপ্তরের চিঠি ও কনসালটেশন কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী দ্রুত জাতীয়করণ করতে হবে।'

ভাঙ্গায় আসন পুনর্বিন্যাস ঘিরে অগ্নিসংযোগ: একই দিনে ফরিদপুরের ভাঙ্গায় আসন পুনর্বিন্যাস ও পুলিশের মামলার প্রতিবাদে উত্তাল পরিস্থিতি। দুপুরে বিক্ষোভকারীরা ভাঙ্গা থানা, উপজেলা পরিষদ, নির্বাচন কমিশন কার্যালয়, ইউএনও অফিসে হামলা চালায়। অফিসার্স ক্লাবে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়, ভাঙচুর করা হয় একাধিক গাড়ি ও আটটি মোটরসাইকেল। ঢাকার সঙ্গে দক্ষিণবঙ্গের ২১ জেলার যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে খবর, বিক্ষোভকারীরা সেনাবাহিনীর এপিসি লক্ষ্য করে ইট-পাটকেল ছোড়ে। ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়ার ঘটনায় আহত হয়েছেন কয়েকজন। ইতিমধ্যে আলগী ইউনিয়নের চেয়ারম্যান ও সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদের আহ্বায়ক সিদ্দিক মিয়া-সহ ৯০ জনের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে।

অন্তর্বর্তী সরকারের স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী সতর্ক করে বলেন, 'সড়ক ও রেল অবরোধ সহ্য করা হবে না। প্রয়োজনে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী ব্যবহার করে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনা হবে।'

The Executive Engineer, Engineering Cell, Samagra Shiksha, Old Shishu Bihar Complex, Agartala, West Tripura invites on behalf of the 'Governor of Tripura' online percentage/ item rate e- tender from the eligible Central & State Public Sector undertaking/enterprise and eligible Contractors/Bidders/Firms/ Agencies of appropriate class registered with PWD/TTAADC/MES/ CPWD/Railway/Other State PWD up to 3.00 P.M. on 07/10/2025 for the following work:-

Sl No.	Name of the Work	Estimated Cost	Earnest Money	Time for Completion	Last date and time for document downloading and bidding	Time and date of Opening of I Bid	Document downloading and biding at Application	Class of Bidder
1	Repairing of Dysfunctional Boys Toilet Girls toilet in 08 nos Schools under Mandai, Belbari Blocks West District Secondary Level under Samagra Shiksha sanctioned during the year 2025-26 PNIET No.94/EE/Engg.Cell/ Samagra/2025-26 DNIET No:-67/EE/ENGG.CELL/ Samagra/2025-26	12,00,000.00	24000.00	90 Days	Upto 3 PM 07/09/2025	At 08/10/2025 Hrs on 11 AM	https://tripuratenders. gov.in	Appropriate Class
2	Repairing of Dysfunctional Boys Toilet in 15 nos Schools under Jirania, Mandai, Belbari Blocks, West District, Secondary Level under Samagra Shiksha sanctioned during the year 2025-26 PNIET No.95/EE/Engg.Cell/ Samagra/2025-26 DNIET No:-68/EE/ENGG.CELL/ Samagra/2025-26	22,50,000.00	45000.00	90 Days	Upto 3 PM 07/09/2025	At 08/10/2025 Hrs on 11 AM		
3	Repairing of Dysfunctional Boys Toilet in 11 nos Schools under Mohanpur and AMC under West District, Secondary Level under Samagra Shiksha sanctioned during the year 2025-26 PNIET No.96/EE/Engg.Cell/ Samagra/2025-26 DNIET No:-69/EE/ENGG.CELL/ Samagra/2025-26	3,10,000.00	6200.00	02 Month	Upto 3 PM 07/09/2025	At 08/10/2025 Hrs on 11 AM		

All details can be seen in Press Notice & Bid Documents for the works on website https://tripuratenders.gov.in at free of cost. No negotiation will be conducted with the lowest bidder.

ICA/C-2310/25

**(Er.B Ch. Das)
Executive Engineer
Samagra Shiksha, Tripura.**

পরিষ্কারের নাম করে স্বর্ণের গয়না নিয়ে পালাতে গিয়ে ধরা পড়লো এক প্রতারক

আগরতলা, ১৫ সেপ্টেম্বর: পরিষ্কারের নাম করে স্বর্ণালঙ্কার নিয়ে চম্পট দিতে গিয়ে অবশেষে জনতার হাতে ধরা পড়লো এক প্রতারক। ঘটনার কেন্দ্রবিন্দুতে বিশালগড় রাঙাপানিয়া এলাকার বাসিন্দা শুভেন্দু সিংহের বাড়ি। অভিযুক্ত ব্যক্তি নিজেকে গয়না পরিষ্কারের কর্মী হিসেবে পরিচয় দিয়ে বাড়িতে প্রবেশ করে এবং সেই সুযোগে স্বর্ণের গয়না নিয়ে পালানোর চেষ্টা করে।

প্রত্যক্ষদর্শীদের সূত্রে জানা গেছে, অভিযুক্ত ব্যক্তি এলাকার বিভিন্ন বাড়িতে ঘুরে স্বর্ণালঙ্কার পরিষ্কারের নাম করে বিশ্বাস অর্জনের চেষ্টা করছিল। শুভেন্দু সিংহের বাড়িতেও সে একই কৌশলে প্রবেশ করে এবং বেশ কিছু স্বর্ণালঙ্কার সংগ্রহ করে সেগুলো "পরিষ্কারের" জন্য নিয়ে যাওয়ার অজুহাত দেয়। কিন্তু স্থানীয় বাসিন্দাদের সন্দেহ হয় তার গতিবিধি দেখে। পরে এলাকাবাসীরা মিলে তাকে আটক করে এবং ব্যাপক জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে। প্রাথমিকভাবে সে নানা রকম ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করলেও অবশেষে তার মিথ্যা ধরা পড়ে যায়। উত্তেজিত জনতা এরপর অভিযুক্তকে বিশালগড় থানার পুলিশের হাতে তুলে দেয়।ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তেই এলাকায় চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়।

আগরতলা জুড়ে পূজোর আগেই রাস্তা-ড্রেন সংস্কার সম্পন্নের নির্দেশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ সেপ্টেম্বর: শারদ উৎসবের সময় দর্শনার্থীরা যাতে নির্বিঘ্নে চলাফেরা করতে পারেন এবং পুজো উপভোগ করতে কোনও অসুবিধায় না পড়েন, তার জন্য আগরতলা শহরের চলমান রাস্তা ও ড্রেন সংস্কার কাজ দ্রুত শেষ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

এই লক্ষ্যে সোমবার আগরতলা পুরনিগমের কনফারেন্স হলে এক জরুরি বৈঠক করেন মেয়র দীপক কুমার মজুমদার। বৈঠকে পূর্ত দপ্তর, টিএনজি সি এল বিদ্যুৎ দপ্তর ও স্মার্ট সিটি প্রকল্পের আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন। পাশাপাশি বৈঠকে যোগ দেন পশ্চিম জেলার জেলাশাসক ড. বিশাল কুমার, স্মার্ট সিটি মিশনের সিইও শৈলেশ যাদব এবং আগরতলা পুরনিগমের কমিশনার ডি.কে. চাকমা প্রমুখ।

বৈঠক শেষে মেয়র দীপক কুমার মজুমদার জানান, মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ অনুসারে পূজোর আগেই সমস্ত ড্রেন ও রাস্তার কাজ সম্পন্ন করতে হবে। এজন্য সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলিকে দিন-রাত কাজ করে অসমাপ্ত প্রকল্প শেষ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

মেয়র আরও বলেন, "শারদ উৎসবের সময় দর্শনার্থীরা যাতে কোনও সমস্যায় না পড়েন, সেজন্য পূজোর আগে নতুন করে আর কোনও কাজ শুরু করা হবে না। শুধুমাত্র পুরনো কাজগুলো শেষ করে রাস্তাঘাটকে চলাচলের উপযোগী করতে হবে।"

পূজোর আগেই শহরের প্রধান রাস্তাগুলির সংস্কার সম্পন্ন করে আগরতলাকে পরিপাটি ও সুন্দরভাবে সাজিয়ে তোলার জন্য প্রশাসন সর্বাত্মক চেষ্টা চালাচ্ছে।

যাত্রাপুর থানার গাঁজা বিরোধী অভিযান

আগরতলা, ১৫ সেপ্টেম্বর: নেশা মুক্ত ত্রিপুরা গঠনে সাফল্য পেয়েছে যাত্রাপুর থানার পুলিশ। থাম্বা মুড়ার কুরলা ছড়ায় অভিযান চালিয়ে গাঁজা গাছ ধ্বংস করেছে যৌথ বাহিনী। এদিন প্রায় ২ লক্ষাধিক গাঁজা গাছ নষ্ট করতে সক্ষম হয়েছে পুলিশ।

এক পুলিশ আধিকারিক জানিয়েছেন, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে খবর আসে থাম্বা মুড়ার কুরলা ছড়ায় এলাকায় গাঁজা চাষ করা হচ্ছে। ওই খবরের ভিত্তিতে পুলিশ, টিএসআর সহ অন্যান্য বাহিনীর অভিযানে প্রায় ২ লক্ষাধিক গাঁজা গাছ নষ্ট করা হয়েছে। আগামীদিনেও এরকম অভিযান জারি থাকবে বলে জানান তিনি।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ আইজিএম : ২৩২-৫৬০৬, টি এম সি : ২৩৭ ০৫০৪ চক্ষুব্যাঙ্ক : ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স :** একতা সংস্থা : ৯৭৭৪৯৮৯৯৯৬ ব্লু লোটাস ক্লাব : ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল : ২৫১-৯৯০০, সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় : ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা : ৯৮৬২৫৭০১১৬/ সংহতি ক্লাব : ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, অনীক ক্লাব : ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, রামকৃষ্ণ ক্লাব : ৮৭৯৪১৬৮৮১ শতদল সংঘ : ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) : ৯৭৭৪১১৬৬২৪, রেডক্রস সোসাইটি : ২৩১-৯৬৭৮, টিআরটিসি : ২৩২৫৬৮৫, এগিয়ে চলো সংঘ : ৯৪৩৬১২১৪৮৮, লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় : ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, মানব ফাউন্ডেশন: ২৩২৬১০০। চাইল্ড লাইন : ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক :** জিবি : ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), আইজিএম: ২৩২-৫৭৩৬, আই এল এস : ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ কসমোপলিটন ক্লাব : ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান :** নব অঙ্গীকার ৮৭৯৪৫১৪৩১১, সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা : ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি : ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, সমাজ কল্যাণ ক্লাব : ৯৭৭৪৬৭০২৪২, সংযোগ সংঘ : ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, ব্লু লোটাস ক্লাব : ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট : ২৩৮-৫৮৫২, ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটার্স অ্যাসোসিয়েশন : ২৩৮-৬৪২৬, রিলিভার্স : ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন : ৮৯৭৪৫৮১৮১০, ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি : ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) : ৮৭২৯৯১১২৩৬, আগন্তুক ক্লাব : ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন : ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস :** প্রধান স্টেশন : ১০১/২৩২-৫৬৩০, বাধারঘাট : ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, কুঞ্জবন : ২৩৫-৩১০১, মহারাজগঞ্জ বাজার : ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ :** পশ্চিম থানা : ২৩২-৫৭৬৫, পূর্ব থানা : ২৩২-৫৭৭৪, আমতলী থানা : ২৩৭-০৩৫৮, এয়ারপোর্ট থানা : ২৩৪-২২৫৮, সিটি কন্ট্রোল : ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ :** বনমালীপুর : ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। দুর্গা চৌমুহনী : ২৩২-০৭৩০, জিবি : ২৩৫-৬৪৪৮। বড়দোয়ালী : ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ আইজিএম : ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর** এয়ার ইন্ডিয়া : ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর : ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, ইন্ডিগো : ২৩৪-১২৬৩, স্পাইস জেট : ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস :** রিজার্ভেশন : ২৩২-৫৫৩৩ আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং : ২৩২-৫৬৮৫। আগরতলা রেলস্টেশন : ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

নিয়মিতকরণ এবং বেতন বৃদ্ধির দাবিতে সরব ত্রিপুরা অনিয়মিত ডিডব্লিউএস পাম্প অপারেটর সংঘ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ সেপ্টেম্বর: ত্রিপুরা অনিয়মিত ডিডব্লিউএস পাম্প অপারেটর সংঘের রাজ্য কমিটির পাম্প অপারেটরদের নিয়মিতকরণ এবং বেতন বৃদ্ধির জোরালো দাবি জানিয়েছে। পাম্প অপারেটরদের নিয়মিতকরন এবং বেতন বৃদ্ধির দাবি জানিয়েছে ত্রিপুরা অনিয়মিত ডি ডব্লিউ এস পাম্প অপারেটর সংঘ।

সোমবার আগরতলা প্রেস ক্লাবে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে সংগঠনের তরফ থেকে বলা হয়েছে বর্তমান দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির বাজারে সাত - সাড়ে সাত হাজার টাকা বেতনে পরিবার পরিপালন করা তাদের পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়েছে। দীর্ঘদিন ধরেই তারা পাম্প অপারেটরদের বেতন বৃদ্ধি এবং নিয়মিতকরণের দাবী জানিয়ে আসেন। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর কাছে কাতর আর্তি জানিয়ে সংগঠনের তরফ থেকে বলা হয়েছে অবিলম্বে যেন তাদেরকে নিয়মিতকরন করা হয় এবং বেতন বৃদ্ধির প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

কমলপুরের সালেমা কমিউনিটি সার্ভিস সেন্টার এবং স্মার্ট লাইব্রেরির ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন সম্পন্ন

নিজস্ব প্রতিনিধি, কমলপুর, ১৫ সেপ্টেম্বর: সোমবার কমলপুর সুরমা বিধানসভা কেন্দ্রের সালেমা পঞ্চায়েতের উদ্যোগে সালেমা পঞ্চায়েত অফিস সংলগ্ন এলাকায় সালেমা কমিউনিটি সার্ভিস সেন্টার এবং স্মার্ট লাইব্রেরির ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করা হয়। এছাড়া অপরাজিতা মঞ্চ এবং বৃক্ষ রোপন ও অন্যান্য সামাজিক সেবামূলক উদ্যোগের উদ্বোধন অনুষ্ঠান এবং বস্ত্র বিতরন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

এদিন অনুষ্ঠানের প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করে উদ্বোধন করেন সুরমা বিধায়ক স্বপ্না দাস পাল। বিধায়ক ছাড়াও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, ধলাই জেলার জেলা সহ সভাধিপতি অনাদি সরকার,ধলাই জেলার জেলা পরিষদের সদস্য সন্তোষ কুমার দাস,সালেমা পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান বিনা বিশ্বাস, ভাইস চেয়ারম্যান ননী গোপাল কর, সালেমা ব্লকের বিডিও অভিজিৎ মজুমদার, ধলাই কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের সিনিয়র বিজ্ঞানী অভিজিৎ দেবনাথ, বিশিষ্ট সমাজসেবী সুভাষ আহির প্রমুখ। অনুষ্ঠানে সালেমা পঞ্চায়েতে স্মার্ট লাইব্রেরির ভিত্তি প্রস্তর উদ্বোধন করেন বিধায়ক স্বপ্না দাস পাল। অনুষ্ঠানে বৃক্ষরোপন করা হয়।

বৃক্ষরোপন করেন বিধায়ক স্বপ্না দাস পাল সহ অন্যান্য অতিথিরা। স্মার্ট রেশন কার্ড রেশন ভোক্তাদের হাতে তুলে দেওয়া হয়। তাছাড়া অনুষ্ঠানে এবার মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরিক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ মেধা ছাত্র ছাত্রীদের মধ্যে খাতা কলম দেওয়া হয়। এবং শারদ উৎসব উপলক্ষে ১২০জন দুঃস্থ গরীবদের মধ্যে বস্ত্র বিতরন করা হয়। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে বিধায়ক স্বপ্না দাস পাল বাল্য বিবাহের উপর গুরুত্ব আরোপ করে বক্তব্য রাখেন।

৫৮ তম ইঞ্জিনিয়ার দিবস উপলক্ষে পাবলিক ওয়ার্কার ডিপার্টমেন্ট ও দ্য ইনস্টিটিউশন অফ ইঞ্জিনিয়ার ত্রিপুরা শাখার যৌথ উদ্যোগে প্রভাতফেরী অনুষ্ঠিত

আগরতলা, ১৫ সেপ্টেম্বর: ৫৮ তম ইঞ্জিনিয়ার দিবস উপলক্ষে পাবলিক ওয়ার্কার ডিপার্টমেন্ট ও দ্য ইনস্টিটিউশন অফ ইঞ্জিনিয়ার ত্রিপুরা শাখার যৌথ উদ্যোগে আজ সকালে এক প্রভাতফেরী অনুষ্ঠিত হয়। এদিনের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন উচ্চশিক্ষা দপ্তরের মন্ত্রী কিশোর বর্মন ও ডেপুটি সেক্রেটারি (ত্রিপুরা সরকার) তথা চিফ ইঞ্জিনিয়ার রাজীব দেববর্মা সহ ইঞ্জিনিয়ার পরমানন্দ সরকার ব্যানার্জি।

এদিনের এই র‍্যালিতে বিভিন্ন ইনস্টিটিউটের ইঞ্জিনিয়ার পড়ুয়া ছাত্রছাত্রীরা সহ ইঞ্জিনিয়াররা অংশগ্রহণ করেন। এদিন আগরতলার উজ্জয়ন্ত প্যালেসের সামনে থেকে র‍্যালিটি শুরু হয়ে শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে পুনরায় উজ্জয়ন্ত প্যালেসে সামনে গিয়ে শেষ হয়।

সেখানে অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মন্ত্রী কিশোর বর্মন,

মোক্ষাগুন্দম বিশ্বেশ্বরায়া ছিলেন ভারতের প্রখ্যাত প্রকৌশলী, শিক্ষাবিদ ও প্রশাসক। তিনি কর্ণাটকের মুডেনাহল্লিতে জন্মগ্রহণ করেন। খড়কবাসলা বাঁধে স্বয়ংক্রিয় বন্যা নিয়ন্ত্রণ গেট উদ্ভাবনের মাধ্যমে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। ১৯১২ থেকে ১৯১৮ সাল পর্যন্ত মাইসোর রাজ্যের দেৱান হিসেবে শিল্প, শিক্ষা ও অবকাঠামো উন্নয়নে অসাধারণ ভূমিকা পালন করেন।

তাঁর অবদানের জন্য ভারত সরকার ১৯৫৫ সালে তাঁকে ভারত রত্ন সম্মানে ভূষিত করে। প্রতি বছর তাঁর জন্মদিন ১৫ সেপ্টেম্বর সারা দেশে ইঞ্জিনিয়ার্স ডে হিসেবে পালিত হয়।

কাজ ও শিক্ষার দাবিতে আগরতলায় ডিওয়াইএফআই-এসএফআই'র বিক্ষোভ মিছিল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ সেপ্টেম্বর: কাজ এবং শিক্ষার দাবিতে রাস্তায় নামল বাম ছাত্র-যুব সংগঠন। সোমবার ডিওয়াইএফআই এবং এসএফআই'র ডুকলি বিভাগীয় কমিটির যৌথ উদ্যোগে রাজধানী আগরতলায় এক বিক্ষোভ মিছিলের আয়োজন করা হয়। মিছিলে উপস্থিত ছিলেন ডিওয়াইএফআই'র রাজ্য সম্পাদক নবারুণ দেব। রাজধানীর ড্রপগেইট এলাকা থেকে মিছিলটি শুরু হয়ে বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে। নবারুণ দেব বলেন, ১৫ সেপ্টেম্বর সারাদেশে 'দাবি দিবস' পালিত হচ্ছে। এবারের স্লোগান "সবার জন্য কাজ, সবার জন্য শিক্ষা।" দাবি দিবসের অঙ্গ হিসেবেই এদিন রাজধানীতে মিছিল সংগঠিত করা হয়েছে।

নবারুণ দেবের অভিযোগ, গোটা দেশ এবং রাজ্যে বেকারত্বের হার দ্রুত বেড়ে চলেছে। যারা চাকরির আশায় দিন গুনছেন, তাদের চাকরি হচ্ছে না; আবার যাদের চাকরি আছে তাদের চাকরি চলে যাচ্ছে। এর ফলে এক অন্ধকারময় পরিস্থিতি তৈরি করছে বর্তমান সরকার। কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে দাঁড়িয়ে অসহায় অবস্থায় দিন কাটাচ্ছেন বেকাররা। সরকারকে অবিলম্বে কাজ এবং শিক্ষার মৌলিক অধিকার সুনিশ্চিত করতে হবে। না হলে আগামী দিনে আরও বৃহত্তর আন্দোলনের পথে হাঁটবে সংগঠন

কোটি টাকা খরচে নির্মিত গন্ডাছড়া সব্জি মার্কেট ফাঁকা, সড়ক দখল করে বেচাকেনায় কৃষক-জুমিয়ারা

নিজস্ব প্রতিনিধি, গন্ডাছড়া, ১৫ সেপ্টেম্বর: পাঁচ কোটি সাতষট্টি লক্ষ টাকা ব্যয়ে নির্মিত আধুনিক সব্জি মার্কেট আজ কার্যত উপেক্ষিত। কৃষক ও জুমিয়ারা বাজারের মূল সড়কের দুই পাশে বেআইনিভাবে দোকান সাজিয়ে নিজেদের উৎপাদিত ফসল বিক্রি করে চলেছেন। এর ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন স্থানীয় ব্যবসায়ীরা, ব্যাহত হচ্ছে যান চলাচল, সমস্যায় পড়তে হচ্ছে পথচারীদেরও।

দীর্ঘদিন ধরেই গন্ডাছড়া মহকুমার কৃষক ও জুমিয়াদের জন্য নির্দিষ্ট বাজার শেড না থাকায় তারা মূল সড়ক দখল করে ব্যবসা চালিয়ে আসছিলেন। স্থানীয় ব্যবসায়ীদের দাবির প্রেক্ষিতে কৃষি দপ্তর দক্ষিণ পাশে আধুনিক মানের সব্জি মার্কেট নির্মাণ করে। কয়েক মাস আগে কৃষি মন্ত্রী আনুষ্ঠানিকভাবে বাজারটির উদ্বোধন করেন এবং কৃষক-জুমিয়াদের সেখানেই ব্যবসা করার আহ্বান জানান।

প্রথম দিকে ১৫-২০ দিন কৃষক-জুমিয়ারা নতুন মার্কেটে ব্যবসা করলেও পরে পরিকল্পিতভাবে আবার মূল সড়ক দখল করে ব্যবসা শুরু করেন। ফলে কোটি কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত মার্কেটটি প্রায় খালি পড়ে আছে। বর্তমানে ওই মার্কেটে মাত্র ছয়টি দোকান খোলা থাকলেও ক্রেতার অভাবে ব্যবসা প্রায় বন্ধ হওয়ার জোগাড়।

অনুপ্রবেশকারীদের বিরুদ্ধে

● প্রথম পাতার পর

বিমানবন্দরের টার্মিনাল ভবনটি পাঁচ মাসেরও কম সময়ের মধ্যে নির্মিত হয়েছে। এদিন তিনি টার্মিনালের উদ্বোধন ঘোষণা করেছেন এবং প্রথম বাণিজ্যিক বিমানের সূচনা করেছেন। প্রধানমন্ত্রী বলেন, নতুন বিমানবন্দর চালু হওয়ার সাথে সাথে, পূর্ণিয়া এখন দেশের বিমান চলাচলের মানচিত্রে স্থান পেয়েছে। এটি পূর্ণিয়া এবং সীমাঞ্চলের মধ্যে দেশের প্রধান শহর এবং গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক কেন্দ্রগুলির সাথে সরাসরি যোগাযোগ স্থাপন করতে সক্ষম হবে বলে উল্লেখ করেন তিনি।

তিনি বলেন, আমাদের সরকার সমগ্র অঞ্চলকে আধুনিক, উচ্চ প্রযুক্তির রেল পরিষেবার সাথে সংযুক্ত করছে। আজ একটি বন্দে ভারত, দুটি অমৃত ভারত এবং একটি যাত্রীবাহী ট্রেনের সূচনা করেন প্রধানমন্ত্রী। সেই সাথে নতুন আরারিয়া-গালগালিয়া রেল লাইনের উদ্বোধনের কথা ঘোষণা করেন এবং বিক্রমশীলা-কাটারিয়া রেল লাইনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। প্রধানমন্ত্রী জানান, বক্সার-ভাগলপুর হাই-স্পিড করিডোরের মোকামা-মুঙ্গের অংশের অনুমোদন করে ভারত সরকার সম্প্রতি আরেকটি বড় সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এটি মুঙ্গের, জামালপুর এবং ভাগলপুরের মতো শিল্পকেন্দ্রগুলিকে ব্যাপকভাবে উপকৃত করবে। সরকার ভাগলপুর-দুমকা-রামপুরহাট রেল লাইন দ্বিগুণ করারও অনুমোদন দিয়েছে বলেও ঘোষণা করেন তিনি।

শ্রী মোদী বলেন, দেশের উন্নয়নের জন্য বিহারের উন্নয়ন অপরিহার্য। বিহারের অগ্রগতির জন্য পূর্ণিয়া এবং সীমাঞ্চল অঞ্চলের উন্নয়ন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পূর্ববর্তী সরকারের অব্যবস্থাপনার কারণে এই অঞ্চলটি উল্লেখযোগ্য ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে। তিনি বলেন, তাদের সরকার এখন পরিস্থিতি পরিবর্তন করছে। এই অঞ্চলটি এখন উন্নয়নের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে।

বিদ্যুৎ খাতে বিহারকে স্বনির্ভর করার প্রচেষ্টা চলছে বলে উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ভাগলপুরের পীরপৈন্তিতে ২৪০০ মেগাওয়াট তাপবিদ্যুৎ প্রকল্পের উদ্বোধন করা হয়েছে। তিনি জানান, কেন্দ্র ও রাজ্যের সরকার কৃষক ও পশুপালকদের আয় বৃদ্ধিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এদিন কোসি-মেচি আন্তঃরাজ্য নদী সংযোগ প্রকল্পের প্রথম পর্যায়ের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের কথাও ঘোষণাও করেন শ্রী মোদী, যা পূর্ব কোসি প্রধান খালকে সম্প্রসারিত করবে। এই সম্প্রসারণ লক্ষ লক্ষ হেক্টর জমিতে সেচের সুবিধা প্রদান করবে এবং বন্যার চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সহায়তা করবে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, মাখানা চাষ বিহারের কৃষকদের আয়ের একটি উৎস ছিল, কিন্তু পূর্ববর্তী সরকারগুলি ফসল এবং কৃষক উভয়কেই অবহেলা করেছে। তিনি বলেন, বর্তমান সরকারই মাখানাকে প্রাপ্য অগ্রাধিকার দিয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমি বিহারের জনগণকে একটি জাতীয় মাখনা বোর্ড গঠনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম। তিনি জানান, কেন্দ্রীয় সরকার গতকালই এর প্রতিষ্ঠার জন্য বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে। বোর্ড মাখনা কৃষকদের জন্য আরও ভালো দাম নিশ্চিত করতে এবং এই খাতে প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়ানোর জন্য নিরন্তর কাজ করবে। তিনি জানান, সরকার মাখনা খাতের উন্নয়নের জন্য প্রায় ৪৭৫ কোটি টাকার একটি পরিকল্পনা অনুমোদন করেছে।

বিহারের উন্নয়ন ও অগ্রগতির বর্তমান গতি কারও কারও কাছে অস্থির করে তুলেছে বলে উল্লেখ করে শ্রী মোদী বলেন, যারা কয়েক দশক ধরে বিহারকে শোষণ করেছে এবং এর মাটির সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, তারা এখন এটা মেনে নিতে রাজি নয় যে বিহার নতুন মানদণ্ড স্থাপন করতে পারবে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, বিহারের প্রতিটি ক্ষেত্রে হাজার হাজার কোটি টাকার উন্নয়ন প্রকল্প চলছে। তিনি রাজগীরে হকি এশিয়া কাপ আয়োজন, আউন্টা-সিমারিয়া সেতুর ঐতিহাসিক নির্মাণ এবং আফ্রিকায় তৈরি বিহার রেল ইঞ্জিন রপ্তানির মতো বড় বড় সাফল্যের কথা উল্লেখ করেন। তিনি জোর দিয়ে বলেন যে, বিরোধী নেতাদের পক্ষে এই সাফল্যগুলি হজম করা কঠিন। তিনি বলেন, যখনই বিহার এগিয়ে যায়, বিরোধী দলগুলি রাজ্যকে অপমান করার চেষ্টা করে। সাম্প্রতিক একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করেন তিনি যেখানে বিরোধী দলের একজন সোশ্যাল মিডিয়ায় বিহারকে বিড়ির সাথে তুলনা করেছেন, যা গভীর অবজ্ঞার প্রতিফলন। তিনি অভিযোগ করেন যে, এই দলগুলি কেলেঙ্কারি এবং দুর্নীতির মাধ্যমে বিহারের সুনাম নষ্ট করছে এবং এখন রাজ্যের অগ্রগতির সাথে সাথে আবারও রাজ্যকে অপমান করার চেষ্টা করছে। তিনি জোর দিয়ে বলেন যে, এই ধরণের মানসিকতাসম্পন্ন ব্যক্তিরা কখনও বিহারের কল্যাণের জন্য কাজ করতে পারে না। তিনি বলেন, যারা কেবল নিজেদের কোষাগার ভরার জন্য ব্যস্ত, তারা দরিদ্রদের ঘরের কথা ভাবতে পারে না। প্রধানমন্ত্রী স্মরণ করিয়ে দেন যে, একজন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী স্বীকার করেছিলেন যে সরকার কর্তৃক প্রেরিত প্রতি ১ টাকার মধ্যে ০.৮৫ টাকাই দুর্নীতি হয়ে যায়। তিনি প্রশ্ন তোলেন যে, বিরোধী দলের শাসনামলে কি কখনও সরাসরি দরিদ্রদের কাছে টাকা পৌঁছেছে। শ্রী মোদী বলেন, কোভিড-১৯ মহামারীর পর থেকে প্রতিটি দরিদ্র নাগরিক বিনামূল্যে রেশন পাচ্ছে। তিনি জিজ্ঞাসা করেন, বিরোধী দলের সরকারগুলির সময়ে কি কখনও এই ধরনের সুবিধা দেওয়া হয়েছিল? প্রধানমন্ত্রী জানান, আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পের অধীনে, প্রতিটি দরিদ্র ব্যক্তি এখন ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত বিনামূল্যে চিকিৎসার সুযোগ পাচ্ছেন। তিনি প্রশ্ন তোলেন, যারা হাসপাতাল তৈরি করতে ব্যর্থ হয়েছেন তারা কি কখনও এই ধরনের স্বাস্থ্যসেবা সুবিধা দিতে পারতেন?

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী বলেন, বিরোধী দলগুলি কেবল বিহারের মর্যাদার জন্যই নয়, এর পরিচয়ের জন্যও হুমকি। অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের কারণে সীমাঞ্চল এবং পূর্ব ভারতে উদ্ভূত গুরুতর জনসংখ্যাগত সংকটের কথা তুলে ধরেন তিনি। শ্রী মোদী উদ্বেগ প্রকাশ করেন যে, বিহার, বাংলা এবং আসামের মানুষ তাদের বোন ও কন্যাদের নিরাপত্তা নিয়ে ক্রমশ উদ্বিগ্ন। এই সমস্যা সমাধানের জন্য তিনি লাল কেল্লা থেকে ডেমোগ্রাফি মিশন ঘোষণার কথা স্মরণ করেন। প্রধানমন্ত্রী অনুপ্রবেশকারীদের রক্ষা করার এবং ভোট-ব্যাংক রাজনীতির জন্য তাদের রক্ষা করার চেষ্টা করার জন্য বিরোধী জোট এবং এর বাস্তুতন্ত্রের সমালোচনা করেন। শ্রী মোদী জোর দিয়ে বলেন যে, এই গোষ্ঠীগুলি বিহার এবং দেশের সম্পদ এবং নিরাপত্তা উভয়কেই বিপন্ন করতে ইচ্ছুক। পূর্ণিয়ার মাটি থেকে ভাষণ দিতে গিয়ে তিনি ঘোষণা করেন যে, প্রত্যেকটা অনুপ্রবেশকারীকে অপসারণ করতে হবে। তিনি নিশ্চিত করেন যে, অনুপ্রবেশ বন্ধ করা তাদের সরকারের দৃঢ় দায়িত্ব। এ ব্যাপারে সরাসরি চ্যালেঞ্জ জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী অনুপ্রবেশকারীদের রক্ষাকারী নেতাদের সামনে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, অনুপ্রবেশকারীদের রক্ষা করার জন্য তারা যতই চেষ্টা করুক না কেন, সরকার তাদের অপসারণের জন্য দৃঢ় সংকল্প নিয়ে কাজ চালিয়ে যাবে। অনুপ্রবেশকারীদের ঢাল হিসেবে কাজ করা ব্যক্তিদের তিনি সতর্ক করে দিয়ে বলেন, ভারতের আইন জয়ী হবে - অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের খেয়ালখুশির উপর নয়। তিনি দেশকে আশ্বস্ত করে বলেন যে, এটি তার গ্যারান্টি: অনুপ্রবেশকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে এবং দেশ ফলাফলের সাক্ষী হবে। অনুপ্রবেশের সমর্থনে বক্তব্য প্রচারের জন্য শ্রী মোদী বিরোধী জোটের নেতাদেরও সমালোচনা করেছেন এবং ঘোষণা করেছেন যে বিহার এবং ভারতের জনগণ তাদের একটি শক্তিশালী এবং সিদ্ধান্তমূলক জবাব দেওয়ার জন্য প্রস্তুত।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, বিহারে বিরোধী দল গত দুই দশক ধরে ক্ষমতার বাইরে রয়েছে এবং এই পরিবর্তনের পেছনের চালিকাশক্তি হিসেবে বিহারের মা ও বোনদের - কৃতিত্ব দিয়েছেন। তিনি বলেন, বিরোধী দলের শাসনামলে, খুন, ধর্ষণ এবং চাঁদাবাজির মতো ব্যাপক অপরাধের প্রাথমিক শিকার হয়েছিলেন নারীরা। শ্রী মোদী বলেন, কেন্দ্র ও রাজ্যে আমাদের সরকারের অধীনে, এই মহিলারাই এখন 'লাখপতি দিদি' এবং 'ড্রোন দিদি' হিসেবে আবির্ভূত হচ্ছেন, স্ব-সহায়ক গোষ্ঠীর মাধ্যমে একটি রূপান্তরমূলক বিপ্লবের নেতৃত্ব দিচ্ছেন। শ্রী নীতীশ কুমারের নেতৃত্বে জীবিকা দিদি অভিযানের অভূতপূর্ব সাফল্যের প্রশংসা করেন তিনি।

প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করেন, মহিলাদের জন্য প্রায় ৫০০ কোটি টাকার একটি কমিউনিটি ইনভেস্টমেন্ট ফান্ড প্রদান করা হয়েছে। এই পরিমাণ অর্থ ক্লাস্টার-স্তরের ফেডারেশনগুলিতে পৌঁছাবে, যা গ্রাম জুড়ে স্ব-সহায়ক গোষ্ঠীগুলিকে ক্ষমতায়িত করবে। তিনি জোর দিয়ে বলেন যে, এই উদ্যোগ মহিলাদের তাদের ক্ষমতা এবং অর্থনৈতিক শক্তি বৃদ্ধির জন্য নতুন সুযোগ প্রদান করবে।

শ্রী মোদী বলেন, বিরোধীদের কাছে, তাদের পরিবারের কল্যাণ সর্বদাই তাদের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার, এবং তারা কখনও জনগণের পরিবারের প্রতি যত্নশীল হননি। তিনি জোর দিয়ে বলেন যে, তাঁর কাছে, প্রতিটি নাগরিকই তাঁর পরিবারের অংশ। তাই, তিনি জনগণের ব্যয় এবং তাদের সঞ্চয় নিয়ে চিন্তিত। দীপাবলি এবং ছট সহ বেশ কয়েকটি উৎসব ঘনিয়ে আসার সাথে সাথে, প্রধানমন্ত্রী দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জন্য সরকারের পক্ষ থেকে একটি বড় উপহার ঘোষণা করেছেন।

রাজ্যে হচ্ছে

● প্রথম পাতার পর

অনস্বীকার্য। তাদের ছাড়া কোন অবস্থায় সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বারবার বলছেন বিকশিত ভারত ২০৪৭। এসম্পর্কে একটা রোড ম্যাপ আমাদের সামনে রেখেছেন তিনি। এই লক্ষ্যে আমরাও বিকশিত ত্রিপুরা ২০৪৭ এর দিশায় রোড ম্যাপ এর সূচনা করেছি। এক্ষেত্রে সারা দেশের মধ্যে পঞ্চম স্থানে রয়েছে ত্রিপুরা। পরিকাঠামো উন্নয়ন না হলে রাজ্যও উন্নত হবে না। প্রধানমন্ত্রীও পরিকাঠামো উন্নয়নে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। এবারের বাজেটে পরিকাঠামো উন্নয়নে প্রায় ৭,০০০ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। পরিকাঠামো উন্নয়ন করতে হলে ইঞ্জিনিয়ারদের প্রয়োজন হয়। সমাজে ইঞ্জিনিয়ারগণ একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। বিল্ডিংয়ের ডিজাইন থেকে শুরু করে ব্রিজ, রাস্তাঘাট সহ সমস্ত ক্ষেত্রে পরিকাঠামো উন্নয়নে ইঞ্জিনিয়ারদের দরকার হয়।

বক্তব্যে মুখ্যমন্ত্রী আরো বলেন, ইঞ্জিনিয়ারদের আরো দায়িত্ব সহকারে কাজ করতে হবে। কাজ রূপায়নের ক্ষেত্রে যাতে নির্ভুলতা বজায় থাকে সেটা লক্ষ্য রাখতে হবে। প্রযুক্তির উন্নতির সাথে সাথে আজ ইঞ্জিনিয়ারদের দায়িত্বও অনেক বেড়েছে। ইঞ্জিনিয়ারিং টেকনিককে ব্যবহার করে ক্যাবিনেট থেকে শুরু করে জেলা, মহকুমা, ব্লক, ত্রিস্তর পঞ্চায়েত পর্যন্ত ই-অফিস চালু হয়েছে রাজ্যে। ইঞ্জিনিয়ারিং আর্টকে ব্যবহার করে আমাদের রাজ্যে অনেক কাজ রূপায়িত হচ্ছে।

মুখ্যমন্ত্রী জানান, আমাদের রাজ্যে এমএসএমই"র মধ্যে প্রায় ২.১ লক্ষ এন্টারপ্রেনার রয়েছেন। ত্রিপুরায় এয়ারটেলের ডাটা সেন্টার হচ্ছে। এজন্য আমরা মৌ করে জমি দিয়েছি। ইস্টার্ন জোনের মধ্যে ত্রিপুরায় প্রথম বারের মতো ডাটা সেন্টার করতে যাচ্ছে এয়ারটেল। তিনি বলেন, ড্রোন ও এআইকে ব্যবহার করে স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে কাজ করা যায়। আজ ইঞ্জিনিয়ার দিবস উপলক্ষে আমাদের প্রতিজ্ঞা করা উচিত যে আমরা ত্রিপুরাকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাব। গুজরাটে বিশ্বের উচ্চতম মূর্তি দ্য স্ট্যাচু অব ইউনিটি ইঞ্জিনিয়ারদের জন্যই সম্ভব হয়েছে। জম্মু ও কাশ্মীরের চেনাব ব্রিজ ইঞ্জিনিয়ারদের জন্যই সম্ভব হয়েছে। তাই আরো উদ্ভাবনী চিন্তাভাবনা করতে হবে ইঞ্জিনিয়ারদের।

ডাঃ সাহা বলেন, রাজ্যের নিজস্ব পণ্যগুলি ব্যবহার করে আগামীদিনে কিছু করা যায় কিনা সেটা দেখতে হবে ইঞ্জিনিয়ারদের। যাতে সাধারণ মানুষের জীবন জীবিকা সহজ হয় এবং রাজ্যের মাথাপিছু আয় ও জিএসডিপি বৃদ্ধি পায়।

অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যসচিব জে কে সিনহা, এনআইটির ডিরেক্টর প্রফেসর শরৎ কুমার পাত্র, পূর্ত দপ্তরের সচিব কিরণ গিত্যে, গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের সচিব অভিষেক সিং, ইন্সটিটিউট অফ ইঞ্জিনিয়ার্স এর চেয়ারম্যান পরমানন্দ সরকার ব্যানার্জি, পূর্ত দপ্তরের চিফ ইঞ্জিনিয়ার রাজীব দেববর্মা সহ বিভিন্ন ইঞ্জিনিয়ার সংগঠনের প্রতিনিধি ও আধিকারিকগণ।

দুদিনের বিধানসভা

● প্রথম পাতার পর

প্রথম দিনে প্রশ্নোত্তর পর্ব, বিল উত্থাপন এবং প্রাইভেট মেম্বার রেজোলিউশন নিয়ে আলোচনা হবে। এবং ২৩ সেপ্টেম্বর বিল গুলি নিয়ে আলোচনা হবে।

প্রধানমন্ত্রী ত্রিপুরায় আসলেও

● প্রথম পাতার পর

তিনটায় তিনি আগরতলায় আসবেন। তারপর সোজা প্রসাদ প্রকল্পে গড়ে উঠা উদয়পুর মাতা ত্রিপুরা সুন্দরী মন্দিরের উদ্ভোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সেখানে উদ্বোধন পর্বের পর মায়ের মন্দিরে পুজো দিয়ে রাজ্য ত্যাগ করবেন তিনি। সেখানে কোন জনসভায়। বা অনুষ্ঠানে ভাষণ দেবেন না প্রধানমন্ত্রী।

ওয়াকফ সংশোধনী

● প্রথম পাতার পর

জারি করেছিল, যার অধীনে "উম্মীদ" পোর্টালে সব ওয়াকফ সম্পত্তি নিবন্ধনের কথা বলা হয়েছে।

প্রসঙ্গত, এই আইনকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে একাধিক আবেদনকারী দাবি করেছেন, এই সংশোধন মুসলিমদের ধর্মীয় অধিকার ক্ষুণ্ণ করছে। বিশেষত যখন বলা হয়েছে, পাঁচ বছরের মুসলিম পরিচয় ছাড়া কেউ ওয়াকফ তৈরি করতে পারবেন না। সিনিয়র অ্যাডভোকেট কপিল সিব্বল যুক্তি দেন, ১৯৫৪ সাল থেকে ওয়াকফ সম্পত্তির চিহ্নিতকরণ ছিল রাষ্ট্রের দায়িত্ব। কিন্তু সেই দায়িত্ব পালন না করে এখন সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণকারীদের ওপর বোঝা চাপানো হয়েছে।

অন্যদিকে, সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা আইনটির পক্ষে সওয়াল করে বলেন, ওয়াকফ একটি ইসলামিক ধারণা। তাই এর মালিকানা যে কেউ গ্রহণ করতে পারবেন না। তিনি দাবি করেন, নতুন সংশোধনগুলি স্বচ্ছতা এবং অপব্যবহার রোধের উদ্দেশ্যে আনা হয়েছে।

আরও একটি বিতর্কিত দিক ছিল, আদিবাসীদের জমিতে ওয়াকফ তৈরি নিষিদ্ধ করা। কেন্দ্র বলেছে, এটি আদিবাসী সংস্কৃতি ও জমির সুরক্ষার জন্য। তবে বেঞ্চ প্রশ্ন তোলে, ইসলাম তো একই ধর্ম। শুধুমাত্র সাংস্কৃতিক প্রথা ভিন্ন হতে পারে, তাতে ওয়াকফ নিষিদ্ধ করার কী যুক্তি?

২২ মে-র শুনানিতে আদালত উল্লেখ করে, ১৯২৩ সালের মুসলমান ওয়াক্‌ফ আইনের সময় থেকেই ওয়াক্‌ফ সম্পত্তির তথ্য সংরক্ষণের প্রচলন ছিল। ১৯৫৪ সাল থেকে আইনগতভাবে নিবন্ধন বাধ্যতামূলক হয়। এক শতাব্দীরও বেশি সময় ধরে ওয়াক্‌ফ সংক্রান্ত আইনে রেজিস্ট্রেশনকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

শিক্ষা দপ্তরের সিদ্ধান্তের

● প্রথম পাতার পর

ফলে একদিকে যেমন স্থানীয় দর্জি ও পোশাক শিল্প ক্ষতিগ্রস্ত হবেন, অন্যদিকে এই সিদ্ধান্তের পেছনে বাণিজ্যিক স্বার্থ জড়িয়ে রয়েছে বলেই দাবি এনএসইউআই-এর।

শিক্ষা দপ্তরের এই পদক্ষেপের প্রতিবাদে স্লোগান তুলে এদিন দপ্তর ঘেরাও করে এনএসইউআই কর্মী-সমর্থকরা। যুব কংগ্রেস নেতৃত্বদের আন্দোলনের জেরে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে শিক্ষা ভবন চত্বর।

'ভোট চুরি' প্রদেশ

● প্রথম পাতার পর

বাদ পড়ে গেছে। বিশেষ সম্প্রদায়গুলোকে লক্ষ্য করে ইচ্ছাকৃতভাবে বাদ দেওয়া হচ্ছে এবং ভুয়া প্রক্রিয়ার মাধ্যমে প্রকৃত ভোটারদের দমন করা হচ্ছে।

তিনি আরও বলেন, প্রতিটি যোগ্য নাগরিকের নাম নির্বাচনী তালিকায় থাকা উচিত। তাই জনগণের প্রতি দেশব্যাপী স্বাক্ষর অভিযানে যোগ দেওয়ার জন্য আহবান জানিয়েছেন। দায়বদ্ধতা, স্বচ্ছতা এবং ভারতের নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে অবিলম্বে সংশোধনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ। তাই প্রদেশ কংগ্রেসের তরফ থেকে দাবি জানানো হয়েছে, ছবি-সংবলিত মেশিনে পঠনযোগ্য ভোটার তালিকা প্রস্তুত করে জনসমক্ষে পর্যালোচনার জন্য উন্মুক্ত করা, প্রতিটি নির্বাচনের আগে ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ ও সংযোজনের তালিকা (ছবিসহ) জনসমক্ষে প্রকাশ করা, ভোটার তালিকা থেকে ভুলভাবে নাম বাদ পড়ার ক্ষেত্রে সহজলভ্য অভিযোগ নিষ্পত্তি ব্যবস্থা চালু করা, শেষ মুহূর্তে ভোট বাদ দেওয়া বা সংযোজন এড়াতে হবে এবং যথেষ্ট আগেই একটি নির্দিষ্ট তারিখ ঘোষণা করা এবং পরিকল্পিতভাবে ভোটার দমন প্রক্রিয়ায় জড়িত কর্মকর্তাদের/এজেন্টদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হোক।

ক্রীড়াঙ্গন

কর্ণাটক একাদশকে ২৭০ রানে থামিয়ে ত্রিপুরা শিবির তাকিয়ে ব্যাটার্সদের দিকে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। গ্রুপ লীগে ত্রিপুরা দলের তৃতীয় ম্যাচ তথা অন্তিম ম্যাচ। মূলতঃ নিয়ম রক্ষার ম্যাচ। বৃষ্টি বিঘ্নিত প্রথম দুটি ম্যাচ অমীমাংসিত অবস্থায় শেষ হলেও পয়েন্টের প্রাধান্য কিন্তু ত্রিপুরা শিবিরের পক্ষে ছিল না। এ যাত্রায় দলের অন্যতম ভরসা সেই হনুমা বিহারী, বিজয় শংকর দুইজনের কেউ কিন্তু দলে কেন মাঠেই নেই। সূত্রে খবর তারা নাকি প্রথম ম্যাচ খেলেই বাড়ি তে গেছেন। অলরাউন্ডার শ্রীদাম পাল ও বিক্রম দেবনাথের সম্মিলিত বোলিং দাপটে আয়োজক কর্ণাটক দলকে প্রথম ইনিংস ২৭০ রানে থামিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছে। আগামীকাল ম্যাচের দ্বিতীয় দিনে রাজ্য দলের ব্যাটার্সরা কেমন ভাবে ব্যাটিং লাইনআপ শুরু করে তার ওপর নির্ভর করছে রাজ্যদলের ভবিষ্যৎ। ইচ্ছে তো রয়েছে সরাসরি জয়ের। পরিবেশ পরিস্থিতিতে সম্ভব না হলে অন্ততপক্ষে প্রথম ইনিংসে লিভ নেওয়ার প্রয়াস থাকবে রাজ্য দলের ক্রিকেটারদের। খেলা কর্নাটক ক্রিকেট এসোসিয়েশন আয়োজিত ডঃ ক্যাপ্টেন কে থিম্মাপিয়া মেমোরিয়াল ক্রিকেট টুর্নামেন্টের গ্রুপ লীগ পর্য্যায়ের তৃতীয় তথা অন্তিম রাউন্ডের খেলা। ইতোমধ্যে ত্রিপুরা সহ চারদলীয় গ্রুপ থেকে ছত্তিশগড় পরপর দুই ম্যাচ থেকে ১০ পয়েন্ট অর্জন করে সেমিফাইনালে খেলার পথ প্রশস্ত করে নিয়েছে। তৃতীয় রাউন্ডের খেলায় মধ্যপ্রদেশ যদি ছত্তিশগড়কে সরাসরি হারাতে পারে তবে হয়তো মধ্যপ্রদেশ ছাড়পত্র পেয়ে যাবে সেমিফাইনালে খেলার। পক্ষান্তরে ছত্তিশগড় কোনও প্রকারে পরাজয় রুখতে পারলেই সেমিফাইনালে খেলার ছাড় পত্র পেয়ে যাবে। এদিকে আলুর দুই নম্বর মাঠ তথা গোল্ডেন ওভালে সকালে ম্যাচ শুরুতে টস জিতে কর্ণাটক ক্রিকেট এসোসিয়েশন একাদশ প্রথমে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নেয়। প্রায় দিনভর খেলে ৮০.৫ ওভার খেলে ২৭০ রানে ইনিংস শেষ করে। দলের পক্ষে অভিনব মনোহরের সর্বাধিক ৬৮ রান এবং রোহন পাতিলের ৫৩ রান উল্লেখযোগ্য। অধিনায়ক সৃজিত কে এল ৩৬ রান পেয়েছে। ত্রিপুরা দলের বোলার শ্রীদাম পাল ৩৮ রানের বিনিময়ে চারটি এবং বিক্রম দেবনাথ ৩২ রানের বিনিময়ে তিনটি উইকেট তুলে নেয়। এছাড়া, অজয় সরকার, রানা দত্ত এবং স্বপ্নীল সিং পেয়েছে একটি করে উইকেট। দিনের খেলার অন্তিম সময়ে ব্যাট করতে নেমে ওপেনিং জুটিতে ত্রিপুরার বিক্রম কুমার দাস ও শ্রীদাম পাল দিনের খেলা শেষ হওয়া পর্য্যন্ত সময়ে দুই ওভার খেলে নয় রান সংগ্রহ করে। বিক্রমের সংগৃহীত সাত রান এবং শ্রীদামের সংগৃহীত দুই রান। আগামীকাল ম্যাচের দ্বিতীয় দিনে প্রাথমিকভাবে ত্রিপুরা দলকে ২৬২ রানের লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে খেলতে হবে। হাতে উইকেট রয়েছে পুরো দশটি।

বেশ উৎসাহ ও উদ্দীপনায় সুইমিং ক্লাবের সাঁতার প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। বেশ উৎসাহ ও উদ্দীপনের মধ্য দিয়ে সম্পন্ন হয়েছে শিক্ষার্থীদের মধ্যে সাঁতার প্রতিযোগিতা। রবিবার রাজধানী আগরতলার একেবারে প্রাণকেন্দ্রে জগন্নাথ বাড়ির বিপরীতে সুইমিং ক্লাবের তত্ত্বাবধানে আয়োজিত এই খুদে সাঁতারুদের সাঁতার প্রতিযোগিতা ঘিরে ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয়। সকালে এক বিশেষ অনুষ্ঠানে প্রতিযোগিতার সূচনা হলেও দিনভর আয়োজিত এই প্রতিযোগিতায় শিক্ষার্থী সাঁতারুরা বেশ অনুপ্রেরণা পেয়েছে। আগামী দিনে এই সুইমিং পুল থেকেই সাফল্য অর্জনকারী সাঁতারু বেরিয়ে আসবে বলে উদ্যোক্তাদের প্রত্যাশা। প্রতিযোগিতায় ১০ মিটার ফ্রিস্টাইল বালিকা বিভাগে আত্রিকা দাস, আরিয়া বিশ্বাস, সানভি রায় চৌধুরী; বালক বিভাগে শুভ্রজিৎ দাস অধ্যায়ন দেববর্মা; ২০ মিটার ফ্রিস্টাইল বালিকা বিভাগে শিবাগ্নী পাল, দেবাঞ্জলী ভট্টাচার্য্য, ঋতুজা সরকার; বালক বিভাগে বিভান কুমার রায়, জয়ব্রত পোদ্দার, বিশান্ত দেববর্মা; ২৫ মিটার ফ্রিস্টাইল বালিকা বিভাগে দেবাঙ্কিতা ভৌমিক, আরাধ্যা রায়; বালক বিভাগের ঋগ্বেদ দাস, বিবেক চৌধুরী, আদ্রিক মজুমদার; জুনিয়র বালক বিভাগে রাজবীর দেবনাথ, দেবমাল্য সরকার; ৫০ মিটার ফ্রিস্টাইল বালক বিভাগে অভিজিৎ পাল, সৃঞ্জয় রায়; বালিকা বিভাগের কৃত্তিকা সিংহ, শতরূপা কর্মকার; জুনিয়র বালক বিভাগে ঋতম সাহা, আরিয়ান রায় চৌধুরী, অনীশ সরকার; সাব জুনিয়র বালক বিভাগে শতদ্বীপ সাহা, অপূর্ব পাল যথাক্রমে প্রথম দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকার করে স্বর্ণ-রোপ্য ও ব্রোঞ্জ পদক পেয়েছে। উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে প্রত্যেককে প্রশংসা পত্র প্রদান করা হয়েছে। প্রতিযোগিতা শেষে এক বিশেষ অনুষ্ঠানে উপস্থিত অতিথিবৃন্দ বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন।

প্রি-সেশন এবং ওপেন ট্রায়ালে ৬৫ জন ক্রিকেটারের শিবির আজ থেকে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। প্রি-সেশন ক্যাম্পের জন্য ডাকা হয়েছে ৫২ জন ক্রিকেটারকে। পাশাপাশি ওপেন ট্রায়াল ক্যাম্পের জন্য আরও ১৩ জনকে ডাকা হয়েছে ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে। অনূর্ধ ১৯ পুরুষ বিভাগের ক্রিকেটারদের নির্দিষ্ট নিয়ম অনুযায়ী ট্রায়ালে ডেকে জুনিয়র সিলেকশন কমিটির পর্য্যবেক্ষণ রিপোর্টের উপর ভিত্তি করে অনূর্ধ ১৯ পুরুষ বিভাগে ৫২ জন ক্রিকেটারকে প্রি-সেশন ক্যাম্পে ডাকা হয়েছে। বাছাইকৃত ক্রিকেটাররা হলো: দীপঙ্কর ভাটনগর, সিদ্ধার্থ দেবনাথ, অর্কজিৎ সাহা, অর্কজিত পাল, অর্ঘ্যদীপ চৌধুরী, আয়ুস অনিল দেবনাথ, সাগর সূত্রধর, দ্বীপ দেব, জয় চক্রবর্তী, বিশাল শীল, অয়ন রায়, অভ্রজিৎ দাস, মোঃ মাহিন চৌধুরী, রাজদীপ দেবনাথ, সৌভিক চক্রবর্তী, রাহুল বর্মন, সুব্রত চক্রবর্তী, শুভজিৎ সূত্রধর, সুরজ গুরুং, ইস্ট দেবনাথ, দেবাংশু দত্ত, প্রসেনজিৎ ভৌমিক, উজ্জয়ন বর্মন, শঙ্খনীল সেনগুপ্ত, সোয়েল মিয়া, শুভ্রজিৎ সাহা, নীল দেববর্মা, রাকেশ রুদ্রপাল, আকাশ দে, আরিফ মিয়া, সোম্রাংশু পাল, রায়হান আহমেদ আরমান, অভিক পাল, কিষান সরকার, সুজিত ঋষি দাস, রুদ্র সেনগুপ্ত, রিয়াদ হোসেন, সৌরভ সরকার, নীতিশ কুমার সাহানি, উদয় মিত্র, কুমার চৌধুরী, জয়ন্ত বিশ্বাস, বিস্ময় দেবনাথ, দেবজ্যোতি পাল, শুভজিৎ সঞ্জীব দাস, বিস্ময় পাল, পৃথ্বীরাজ গোপ, শুভদীপ পাল, আকাশ সরকার, অধি দেবনাথ, সুরজিৎ দেববর্মা। ওপেন ট্রায়ালের জন্য বাছাইকৃত ক্রিকেটাররা হলো: সদরের প্রিয়াংশু বর্মন, আয়ুষ দত্ত, সৃজন দেব; জিরানিয়ার লিংকন দাস; বিলোনিয়ার শুভঙ্কর দেবনাথ; সাব্রুমের আকাশ নাথ; উদয়পুরের সুপ্রতিম দেবনাথ, সাগর দেবনাথ; শান্তির বাজারের আয়ুষ শ্যামল দেবনাথ; সোনামুড়ার অক্ষদ্বীপ দাস, দেবার্পন দাস; তেলিয়ামুড়া বুদ্ধ কার্বঙ; লংতরাইভ্যালির তজিম দেওয়ান। এছাড়া জরুরী ভিত্তিক স্ট্যান্ডবাই হিসেবে রাখা হয়েছে আরও পাঁচজনকে। তারা হলো: শাহিন জামান চৌধুরী, আজহার উদ্দিন আহমেদ, শরীফ উদ্দিন, আকাশ রায় ও আমন দেবনাথ। ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশনের সম্পাদক সুব্রত দে বাছাইকৃত খেলোয়াড়দের নামের তালিকা ঘোষণা করার পাশাপাশি, তাদের আগামীকাল বেলা এগারোটায় এমবিবি স্টেডিয়ামে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সহ প্রধান কোচ অমিতাভ বিলাসকর, সহকারী কোচ রাসুদেব দত্ত, ট্রেইনার বাপি বিশ্বাস এবং ফিজিও সুহাগ চন্দ্র দাস -- তাদের কাছে রিপোর্ট করতে বলা হয়েছে।

হ্যান্ডশেক বিতর্কে সূর্যদের তুলোধনা পাকিস্তানের দুই প্রাক্তনের, যোগ দিলেন ভারতের এক প্রাক্তনও !

এশিয়া কাপে ভারত-পাকিস্তান ম্যাচে হ্যান্ডশেক বিতর্ক বেড়েই চলেছে। ভারতীয় ক্রিকেটারদের হাত না মেলানো নিয়ে ক্ষুব্ধ পাকিস্তানের দুই প্রাক্তন ক্রিকেটার শোয়েব আখতার ও রশিদ লতিফ। তাঁরা নিশানা করেছেন সূর্যকুমার যাদবদের। এই বিতর্কে তাঁরা পাশে পেয়েছেন ভারতের প্রাক্তন ক্রিকেটার সৈয়দ কিরমানিকে।টসের পর পাকিস্তানের অধিনায়ক সলমন আলি আঘার সঙ্গে হাত মেলাননি ভারতের অধিনায়ক সূর্য। ম্যাচ শেষেও পাকিস্তানের ক্রিকেটারদের সঙ্গে হাত মেলাননি সূর্য্যেরা। সাজঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দেন তাঁরা। প্রতিবাদে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে যাননি সলমন। সেই বিতর্কে এ বার ঢুকে পড়েছেন প্রাক্তন ক্রিকেটারেরাও। আখতারের মতে, ভারত যা করেছে তাতে তিনি স্তম্ভিত। পাকিস্তানের একটি ইউটিউব চ্যানেলে তিনি বলেন, ‘‘আমি স্তম্ভিত। আমি হতাশ। কী বলব বুঝতে পারছি না। ভারত ভাল খেলেছে। ওদের কুর্নিশ জানাচ্ছি। কিন্তু খেলায় রাজনীতি ঢোকানো ঠিক নয়। এটা ক্রিকেট ম্যাচ। লড়াই হতেই পারে। কিন্তু হাত না মিলিয়ে সেই বিতর্ক আরও বাড়িয়ে তোলা ঠিক নয়।’’তিনি যদি ভারতীয় ক্রিকেটার হতেন তা হলে হাত মেলাতেন বলেই দাবি করেছেন আখতার। পাশাপাশি সলমনের সিদ্ধান্তেরও প্রশংসা করেছেন তিনি। আখতার বলেন, ‘‘আমি থাকলে হাত মেলাতাম। এর সঙ্গে রাজনীতির কোনও সম্পর্ক নেই। পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে না গিয়ে সলমন ঠিকই করেছে।’’আরও এক ধাপ উঠে ভারতকে নিশানা করেছেন পাকিস্তানের প্রাক্তন অধিনায়ক লতিফ। তাঁর প্রশ্ন, ভারত কেন যুদ্ধ ছেড়ে খেলতে এল? ‘টাইমস অফ ইন্ডিয়া’-কে দেওয়া সাক্ষাৎকারে লতিফ বলেন, ‘‘যুদ্ধ ও পহেলগাঁও হামলা নিয়ে ভারতের প্রতিবাদ ন্যায্য। কিন্তু খেলতে নামলে তো ভাল করে খেলতে হবে। পাকিস্তান যদি পহেলগাঁও হামলায় থাকে তা হলে দোষীদের ধরো। যদি যুদ্ধ করার থাকত সেটাই ওরা ভাল ভাবে করতো। কেন মাঝপথে ভারত সরে দাঁড়াল? যুদ্ধ ছেড়ে ওরা কেন খেলতে এল?’’লতিফের মতে, আগেও ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ হয়েছে। কিন্তু মাঠে কোনও দিন এই ছবি দেখা যায়নি। তিনি বলেন, ‘‘নিজেদের ভুল ঢাকতে ওরা রাজনীতির আশ্রয় নিচ্ছে। যা হয়েছে সেটা ভাল হয়নি। আগেও তো যুদ্ধ হয়েছে। কিন্তু আমরা মাঠে হাত মিলিয়েছি। সুনীল গাওস্করের সঙ্গে জাভেদ মিয়াঁদাদের কম লড়াই হয়নি। ওরা কি কোনও দিন হাত না মিলিয়ে মাঠ ছেড়েছে। আমরা নিজেদের দেশের প্রতিনিধিত্ব করি। সেটা সকলের মাথায় রাখা উচিত।’’একই সুর শোনা গিয়েছে ভারতের প্রাক্তন ক্রিকেটার কিরমানির গলাতেও। ‘টাইমস অফ ইন্ডিয়া’-কে ১৯৮৩ সালের বিশ্বকাপজয়ী ক্রিকেটার বলেন, ‘‘রাজনীতি গোটা বিশ্ব জুড়ে চলছে। রাজনীতি সব সময় থাকবে। কিন্তু খেলা সম্প্রীতি ও একতা আনে। আমার মতে রাজনীতি ও খেলাকে গুলিয়ে ফেলা উচিত নয়। দুটো আলাদা বিষয়।’’দু’দেশের প্রাক্তনেরা যতই সমালোচনা করুন, নিজেদের অবস্থান স্পষ্ট করে দিয়েছে ভারতীয় দল। পাকিস্তানকে হারিয়ে ভারত অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব স্পষ্ট করে দিয়েছেন, এই জয় তাঁরা পহেলগাঁওয়ে জঙ্গি হামলায় নিহত ও তাঁদের পরিবারকে উৎসর্গ করেছেন। পাশাপাশি ‘অপারেশন সিঁদুর’-এর জন্য ভারতীয় সেনাবাহিনীর প্রশংসা করেছেন তিনি। ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড ও কেন্দ্রীয় সরকারের পাশেই তাঁরা রয়েছেন বলে জানিয়েছেন সূর্য্য। একই কথা শোনা গিয়েছে ভারতের প্রধান কোচ গৌতম গম্ভীরের মুখেও।

চেস অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে রাজ্য অনূর্ধ-১৫ দাবার আসর ৪ অক্টোবরে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। ত্রিপুরা দাবা অ্যাসোসিয়েশনের দারুন উদ্যোগ। মোটকথা, দাবাড়ুদের অনুরোধে সাড়া দিলেন রাজ্য দাবা সংস্থার কর্তারা। বিভিন্ন স্কুলে যান্মাসিক পরীক্ষা থাকায় দাবাড়ুরা রাজ্য অনূর্ধ ১৫ দাবা প্রতিযোগিতা পিছিয়ে দেওয়ার জন্য রাজ্য দাবা সংস্থার কর্তাদের কাছে অনুরোধ করেছিল। তা নিয়েই রবিবার সন্ধ্যায় রাজ্য দাবা সংস্থার অফিস বাড়িতে অনুষ্ঠিত হয় বৈঠক। ওই বৈঠকে সর্বসম্মতিভাবে সিদ্ধান্ত হয় পিছিয়ে দেওয়া হবে রাজ্য অনূর্ধ ১৫ দাবা প্রতিযোগিতা দাবাড়ুদের স্বার্থে। সেই অনুযায়ী সিদ্ধান্ত হয় দুদিন ব্যাপী রাজ্য অনূর্ধ ১৫ দাবা প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে ৪ অক্টোবর। খেলা হবে এন এস আর সি সি-র দাবা হল ঘরে। ২০১০ সালের ১ জানুয়ারির পর জন্ম দাবাড়ুরা অংশ নিতে পারবে রাজ্য আসরে। মোট ৬ রাউন্ডে হবে খেলা। আসরের অংশ নিতে ইচ্ছুক দাবাড়ুদের ৩ অক্টোবরের মধ্যে ৬০০ টাকা এন্ট্রি ফি দিয়ে রাজ্য দেওয়া সংস্থায় নাম নথিভুক্ত করতে বলা হয়েছে। এ খবর জানান রাজ্য দাবা সংস্থার সচিব মিঠু দেবনাথ।

এফসি গোয়া ম্যাচের জন্য সিআর৭-এর নাম নথিভুক্ত করাল আল নাসের

ভারতে খেলতে আসতে পারেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো। শুভেচ্ছা সফর বা প্রীতি ম্যাচ নয়। খেলতে পারেন প্রতিযোগিতামূলক ম্যাচ। এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ টু-র ম্যাচে এফসি গোয়ার বিরুদ্ধে খেলার জন্য ভারতে আসতে পারেন সিআর সেভেন।চুক্তি অনুযায়ী, এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগের অ্যাওয়ে ম্যাচ খেলতে সিআর সেভেনকে বাধ্য করতে পারবেন না আল নাসের কর্তৃপক্ষ। তবে রোনাল্ডো চাইলে তিনি খেলতেই পারেন। সেই সম্ভাবনা খোলা রাখতে ভারতের মাটিতে এফসি গোয়ার বিরুদ্ধে ম্যাচের জন্য রোনাল্ডোর নামও নথিবদ্ধ করিয়েছেন আল নাসের কর্তৃপক্ষ। একটি সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদনে এমনই দাবি করা হয়েছে। গোয়ার বিরুদ্ধে ম্যাচের জন্য ১২জন বিদেশি ফুটবলারকে নথিবদ্ধ করিয়েছে আল নাসের। তাঁদের মধ্যে রয়েছে সাদিও মানে, কিংসলে কোম্যান, জোয়াও ফেলিক্সের নামও। অর্থাৎ ভারতের মাটিতে পূর্ণশক্তির দল নিয়ে খেলতে নামার প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছে সৌদি আরবের ক্লাবটি।এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ টু-তে এফসি গোয়ার গ্রুপে আছে ইরাকের আল জাওরা এবং তাজিকিস্তানের এফসি ইস্তিকলল। সূচি অনুযায়ী, ঘরের মাঠে এফসি গোয়া ১৭ সেপ্টেম্বর খেলবে আল জাওরার বিরুদ্ধে। ১ অক্টোবর খেলতে হবে এফসি ইস্তিকললের বিরুদ্ধে। ২২ অক্টোবর প্রতিপক্ষ আল নাসের। এই ম্যাচেই ভারতের মাটিতে প্রথম বার খেলতে পারেন সিআর সেভেন।

এশিয়া কাপ থেকে এখনই এই ম্যাচ রেফারিকে সরাতে হবে ! জয় শাহের আইসিসি-র কাছে পাইক্রফের অপসারণ দাবি পাকিস্তান বোর্ডের

অবিলম্বে ভারত-পাকিস্তান ম্যাচের রেফারি অ্যান্ডি পাইক্রফের অপসারণ দাবি করল পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি)। এই মর্মে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থাকে (আইসিসি) চিঠি দিয়েছে পিসিবি। ভারতীয় দলের বিরুদ্ধে পাইক্রফ কোনও ব্যবস্থা না নেওয়ায় ক্ষুব্ধ পাকিস্তানের ক্রিকেটকর্তারা। তাঁকে এশিয়া কাপের দায়িত্ব থেকে এখনই সরিয়ে দেওয়ার দাবি জানানো হয়েছে জয় শাহর আইসিসির কাছে।রবিবার সূর্যকুমার যাদবেরা করমর্দন করেননি পাকিস্তানের ক্রিকেটারদের সঙ্গে। টসের পর পাকিস্তানের অধিনায়ক সলমন আঘাকে এড়িয়ে যান সূর্যকুমার। এ ছাড়া ম্যাচ শেষ হওয়ার পরেই বন্ধ করে দেওয়া হয় ভারতীয় সাজঘরের দরজা। পাকিস্তানের ক্রিকেটারদের সঙ্গে কোনও রকম সৌজন্য বিনিময় করেননি ভারতীয়েরা। এই ঘটনায় ক্ষুব্ধ পিসিবি কর্তারা। প্রতিবাদে রবিবারই পাকিস্তান অধিনায়ক সলমন পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান বয়কট করেন। পিসিবির পক্ষ থেকে আগেই মৌখিক প্রতিবাদ জানানো হয়। তাতেই থেমে থাকেনি তারা। এ বার আইসিসিকে চিঠি দিয়ে প্রতিবাদ জানালেন পাকিস্তানের ক্রিকেটকর্তারা। ভারতীয় দলের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা না নেওয়ায় ম্যাচ রেফারি পাইক্রফের অপসারণ দাবি করা হয়েছে। পিসিবি চেয়ারম্যান মহসিন নকভি সমাজমাধ্যমে লিখেছেন, ‘‘আইসিসির দ্বারস্থ হয়েছে পিসিবি। ম্যাচ রেফারির বিরুদ্ধে আইসিসির আচরণবিধি এবং এমসিসির নিয়ম লঙ্ঘিত হয়েছে। এশিয়া কাপ থেকে ম্যাচ রেফারিকে অবিলম্বে অপসারণের দাবি জানিয়েছে পিসিবি।’’ নকভি এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিলেরও (এসিসি) চেয়ারম্যান। পাক বোর্ডের মতে, ভারতের আচরণ খেলোয়াড়ি মানসিকতার পরিপন্থী। প্রথমে এসিসির কাছে পদক্ষেপের আর্জি জানানো হয় পাকিস্তান দলের পক্ষ থেকে।পাকিস্তান সরকারি অভিযোগ জানালেও তাতে কোনও সুবিধা হবে কি না, তা নিয়ে সংশয় রয়েছে। কারণ, এর আগে পাক বোর্ডই জানিয়েছে, ম্যাচ রেফারি অ্যান্ডি পাইক্রফ পাকিস্তানের অধিনায়ককে সূর্যকুমারের সঙ্গে করমর্দন করতে নিষেধ করেছিলেন টসের আগে। যদি তা-ই হয়, তা হলে ভারতীয় ক্রিকেটারদের করমর্দন না করা নিয়ে নিজের রিপোর্টে খারাপ কিছু লিখবেন না ম্যাচ রেফারি। ম্যাচের কোনও ঘটনা নিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে ম্যাচ রেফারির রিপোর্ট গুরুত্বপূর্ণ। আগে থেকেই পাইক্রফের সম্মতি থাকলে তাঁর রিপোর্ট ভারতের বিরুদ্ধে যাবে না। উল্লেখ্য, খেলা শেষ হওয়ার পর সূর্যকুমার এবং শিবম দুবে সোজা সাজঘরের দিকে হাঁটা দিয়েছিলেন। তাঁরা আম্পায়ারদের সঙ্গেও করমর্দন করেননি। আইসিসি চেয়ারম্যান এখন বিসিসিআইয়ের প্রাক্তন সচিব জয়। অর্থাৎ পাইক্রফকে নিয়ে তাঁরই দ্বারস্থ হতে হচ্ছে পিসিবি কর্তাদের। নকভি এসিসির প্রধান হলেও এ ক্ষেত্রে তাঁর সরাসরি তেমন কিছু করার নেই। জিম্বাবোয়ের প্রাক্তন ক্রিকেটার ম্যাচ রেফারি হিসাবে বেশ অভিজ্ঞ। ১০৩টি টেস্ট, ২৪৮টি এক দিনের ম্যাচ এবং ১৮৩টি টি-টোয়েন্টি ম্যাচে দায়িত্ব পালন করেছেন। মহিলাদের আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের বেশ কিছু ম্যাচেও দায়িত্ব সামলেছেন।

ডুরান্ডের বদলা কলকাতা লিগে নিল ইস্টবেঙ্গল, জেসিনের জোড়া গোলে হারাল ডায়মন্ড হারবারকে, ট্রফি জয় থেকে এক ধাপ দূরে

ডুরান্ড কাপের সেমিফাইনালে ডায়মন্ড হারবারের কাছে হেরে বিদায় নিয়েছিল ইস্টবেঙ্গল। কলকাতা লিগে প্রতিশোধ নিল তারা। রবিবার কিশোর ভারতী স্টেডিয়ামে ডায়মন্ড হারবারকে ৩-১ গোলে হারাল। পরের ম্যাচ জিতলেই কলকাতা লিগে চ্যাম্পিয়ন হয়ে যাবে ইস্টবেঙ্গল। চ্যাম্পিয়নশিপ রাউন্ডে দু'ম্যাচে ছয় পয়েন্ট হল ইস্টবেঙ্গলের।রবিবার খেলা রাখা হয়েছিল নিরপেক্ষ মাঠ কিশোরভারতী স্টেডিয়ামে। বৃষ্টিভেজা দুপুরে ইস্টবেঙ্গলের ফুটবল মন জয় করে নিয়েছে সমর্থকদের। সুযোগ নষ্ট না করলে তারা আরও বড় ব্যবধানে জিততে পারত। শেষ মিনিট পর্যন্ত ডায়মন্ড হারবারকে চাপে রেখেছে তারা।কার্ড সমস্যায় ইস্টবেঙ্গল আগের ম্যাচে পায়নি দেবজিৎ মজুমদার এবং সায়ন বন্দ্যোপাধ্যায়কে। এ দিন দু'জনকেই প্রথম একাদশে রেখেছিলেন কোচ বিনো জর্জ। ডায়মন্ড হারবারের বিরুদ্ধে শুরু থেকেই আক্রমণাত্মক ফুটবল খেলতে থাকে ইস্টবেঙ্গল। ১৫ মিনিটের মাথায় ডায়মন্ড হারবারের রোহন কুদুস চোট পেয়ে বেরিয়ে যান। ইস্টবেঙ্গলের লক্ষ্য ছিল শুরুতেই গোল তুলে নেওয়া। সেই কাজে সফলও হয় তারা।২৩ মিনিটে ইস্টবেঙ্গলকে এগিয়ে দেন ডেভিড লালানসাঙ্গা। আমনের পাস পেয়েছিলেন পিভি বিষ্ণু। তিনি ক্রস করেন বক্সে। সেখান থেকে গোল ডেভিডের। গোল পেয়ে আরও আত্মবিশ্বাসী ফুটবল খেলতে শুরু করে ইস্টবেঙ্গল। মাঝমাঠ নিয়ন্ত্রণ করতে থাকেন লাল-হলুদের ফুটবলাররাই। যদিও প্রথমার্ধে কোনও দলই আর গোল করতে পারেনি। ভেজা মাঠও সমস্যায় ফেলছিল দুই দলের ফুটবলারদের।দ্বিতীয়ার্ধে দুই দলের আক্রমণের ঝাঁজ বাড়ে। ডায়মন্ড হারবারের জবি জাস্টিনের একটি শট বাঁচান দেবজিৎ। কিছু ক্ষণের জন্য আক্রমণের তেজ বাড়িয়ে দিয়েছিল ডায়মন্ড হারবার। ৭২ মিনিটে গোল শোধ করে দেয় তারা। পলের ফ্রিকিক থেকে হেডে গোল করেন পবন।দু'মিনিটের মধ্যে আবার এগিয়ে যায় ইস্টবেঙ্গল। বাঁ প্রান্ত থেকে সায়নের পাসে গোল করেন জেসিন। সংযুক্তি সময়ে দ্বিতীয় গোল করে জয় নিশ্চিত করেন তিনি। আরও একটি সুযোগ নষ্ট না করলে হ্যাটট্রিকও করে ফেলতে পারতেন। সামনে ডায়মন্ড হারবারের গোলকিপারকে একা পেয়েও গোল করতে পারেননি।

আপেলের সঙ্গে কমলালেবুর তুলনা হয় না !

ভারতের বিরুদ্ধে বিন্দুমাত্র লড়তে পারেনি পাকিস্তান। তাদের দুরমুশ করে জিতেছেন সূর্যকুমার যাদবেরা। দু'দলের ক্রিকেটারদের মানের কতটা তফাত তা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন ভারতীয় ক্রিকেটারেরা। এই মুহূর্তে পাকিস্তানের তুলনায় কতটা এগিয়ে ভারত? ম্যাচ শেষে সেই বিষয়ে মুখ খুললেন ভারতের প্রধান কোচ গৌতম গম্ভীর।গম্ভীর কোনও তুলনায় যেতে চাননি। তিনি শুধু নিজের দলের কথাই ভাবছেন। সম্প্রচারকারী চ্যানেলে দেওয়া সাক্ষাৎকারে গম্ভীর বলেন, “আপনি আপেলের সঙ্গে কমলালেবুর তুলনা করতে পারেন না। এই দলটাও পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে গিয়েছে। এখনও যাচ্ছে। সেই ছবিটা বাইরে থেকে অনেকেই বুঝতে পারে না। দলের উপর আমার ভরসা রয়েছে। আশা করছি, ভবিষ্যতেও এই দল সাফল্য এনে দেবে।”ভারতীয় দলের কোচ হওয়ার পর থেকে সাদা বলের ক্রিকেটে সাফল্য পেলেও লাল বলের ক্রিকেটে গম্ভীরের রেকর্ড ভাল নয়। তিনি জানেন সে কথা। তাই ফলাফলের কথা না ভেবে সততার সঙ্গে নিজের কাজ করতে চান তিনি। গম্ভীর বলেন, “আমি ভাল দিন দেখেছি। পাশাপাশি খারাপ দিনও দেখেছি। এটাই তো কোচের জীবন। গুরুত্বপূর্ণ হল আপনি আপনার কাজে কতটা সৎ। আমি সততার সঙ্গে নিজের কাজ করেছি। এই সততাই ভারতীয় ক্রিকেটকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে। দলের ভিতরে হোক বা বাইরে, ধারাভাষ্যের বক্স বা স্টুডিয়ো, সব জায়গায় সততা প্রয়োজন।”এশিয়া কাপে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ভারতীয় ক্রিকেটারেরা যে দাপট দেখিয়েছেন তা হাসি ফুটিয়েছে আপাত-গম্ভীর গৌতির মুখেও। তিনি বলেন, “এর থেকে ভাল আর কীই বা চাইব? প্রতিপক্ষকে ১২৭ রানে আটকে দিয়ে হাসতে হাসতে রান তাড়া করেছি। মাঠে একটাও ভুল করেনি আমার দলের ছেলেরা।

১০ জনের রিয়ালকে জেতালেন এমবাপে

১০ জনের রিয়াল মাদ্রিদকে জিতিয়ে দিলেন কিলিয়ান এমবাপে। ৫৮ মিনিট এক জন কম নিয়ে খেলেও লা লিগার অ্যাওয়ে ম্যাচে রিয়াল সোসাইদাদকে ২-১ ব্যবধানে হারাল রিয়াল।৩২ মিনিটে ডিন হুইসেন লাল কার্ড দেখার আগেই ১-০ ব্যবধানে এগিয়ে গিয়েছিল রিয়াল। ১২ মিনিটের মাথায় ম্যাচের প্রথম গোল করেন এমবাপে। প্রতিপক্ষের এক ডিফেন্ডারের ব্যাক পাস ধরে গোল করেন তিনি। শুরু থেকেই আক্রমণাত্মক ছিলেন এমবাপেরা। সোসাইদাদের ফুটবলারেরাও সমানে সমানে লড়াই করার চেষ্টা করেছেন। ৩২ মিনিটে হুইসেন পিছন থেকে মিকেল ওয়াজাবালকে ফাউল করলে রেফারি তাঁকে লাল কার্ড দেখান। ১০ জনে হয়ে যাওয়ার পরও অবশ্য আক্রমণাত্মক ফুটবল থেকে সরে আসেনি রিয়াল। কোচ জাবি আলোন্সো কৌশল কিছুটা বদল করেন। মাঝমাঠের নিয়ন্ত্রণ নিজেদের পায়েই রাখেন রিয়ালের ফুটবলারেরা। ৪৪ মিনিটে রিয়ালের পক্ষে দ্বিতীয় গোল করেন আর্দা গুলের। এই গোলের ক্ষেত্রেও অবদান রয়েছে এমবাপের। গোলের পাসটি তিনিই বাড়ান। ২-০ ব্যবধানে এগিয়ে যাওয়ায় অনেকটা নিশ্চিন্তে বিরতিতে যান তাঁরা। ঘরের মাঠে পিছিয়ে থাকা সোসাইদাদ চাপ বাড়ায় দ্বিতীয়ার্ধে। তবে তাদের গোলটিও রিয়ালের ভুলে। ৫৪ মিনিটে বক্সের মধ্যে ফাউল করে বসেন দানি কারভাহাল। পেনাল্টি পায় সোসাইদাদ। গোল করতে ভুল করেননি ওয়াজাবাল। বাকি সময় দু'দলই গোল করার একাধিক সুযোগ পেলেও কাজে লাগাতে পারেনি শনিবারের এই জয়ের ফলে লা লিগায় ৪ ম্যাচে ১২ পয়েন্ট সকলের আগে রিয়াল। ৩ ম্যাচে ৯ পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে গেটাফে। ৩ ম্যাচে ৭ পয়েন্ট নিয়ে তালিকায় পঞ্চম স্থানে রয়েছে বার্সেলোনা।

■ Phone : 9862797843/9436123720, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021- 2023

ভূগোলগত দিক থেকে ছোট্ট রাজ্য হওয়া সত্ত্বেও ত্রিপুরা বিদ্যুৎ খাতে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করেছে : মন্ত্রী রতন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ সেপ্টেম্বর: ভূগোলগত দিক থেকে ছোট্ট রাজ্য হওয়া সত্ত্বেও ত্রিপুরা বিদ্যুৎ খাতে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করেছে। দুর্গম এলাকা হোক বা প্রত্যন্ত গ্রাম-প্রতিটি ঘরে আলো পৌঁছে দিতে আমাদের প্রকৌশলীরা নিরলস চেষ্টা করেছেন। প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও বিপর্যয়ের সময় তাঁদের অক্লান্ত পরিশ্রম সমাজের প্রতি তাঁদের দায়িত্ববোধ ও আত্মনিবেদনকে প্রতিফলিত করে।

আজ টিপিটিএল - র উদ্যোগে ৭৯টিলা প্রধান কার্যালয়ে ইঞ্জিনিয়ার দিবসের অনুষ্ঠানে একথা বলেন মন্ত্রী রতন লাল নাথ।

মন্ত্রী আরো বলেন, আমাদের প্রকৌশলীরা ত্রিপুরার বিদ্যুৎ ব্যবস্থাকে আমূল পরিবর্তন করছেন। ১৩২ কেভি ট্রান্সমিশন লাইনে এইচ.টি.এল.এস. কন্ডাক্টর বসানো, অতিরিক্ত উচ্চ ভোল্টেজ (ক্সছঝ) নেটওয়ার্ককে শক্তিশালীকরণ, ১৩২ কেভি সিস্টেমে লাইভ লাইন মেইনটেন্যান্স টেকনিক, ইমার্জেন্সি রেস্টোরেশন সিস্টেম, ১৩২ কেভি ট্রান্সমিশন লাইনের জন্য ড্রোন সার্ভেইলেন্স ব্যবস্থা এবং বণ্টন নেটওয়ার্কসহ বিস্তৃত পর্যবেক্ষণ ক্ষেত্র, চুরি ও ভেজিটেশন শনাক্তকরণ, প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা যন্ত্রপাতি বিকলের পরে দ্রুত বিদ্যুৎ পুনঃস্থাপনের জন্য মোবাইল সাবস্টেশন স্থাপন, আধুনিক গ্রিড প্রযুক্তির ব্যবহার এবং সবুজ ও নবায়নযোগ্য শক্তির সংযোজন-এসব ক্ষেত্রে আমাদের প্রকৌশলীরা নেতৃত্বের আসনে দাঁড়িয়ে আছেন।

আজকের দ্রুত পরিবর্তনশীল প্রযুক্তির যুগে চ্যালেঞ্জ যেমন আছে, তেমনই রয়েছে অসীম সম্ভাবনা। প্রকৌশলীদের দায়িত্ব কেবল নতুন আবিষ্কার করা নয়, সেই আবিষ্কারকে পরিবেশবান্ধব ও সমাজকল্যাণমূলক করে তোলা। এই শুভ দিনে আমি সকল প্রকৌশলীকে আহ্বান জানান, তারা যেন অগ্রগতির প্রদীপবাহী হয়ে থাকে। স্মার্ট গ্রিড, নবায়নযোগ্য শক্তি, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, ডিজিটাল পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা প্রভৃতি আধুনিক প্রযুক্তি গ্রহণ করে ত্রিপুরাকে 'এক সূর্য, এক বিশ্ব, এক গ্রিড'-এর লক্ষ্যে পৌঁছে দিতে। এদিনের অনুষ্ঠানে এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন টিপিটিএল - র জেনারেল ম্যানেজার রঞ্জন দেববর্মা সহ অন্যান্যরা।

সর্বভারতীয় মহিলা কংগ্রেসের ৪১তম প্রতিষ্ঠা দিবস পালিত

আগরতলা, ১৫ সেপ্টেম্বর : সর্বভারতীয় মহিলা কংগ্রেসের ৪১তম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে কংগ্রেস ভবনের সামনে পতাকা উত্তোলন এবং মহিলাদের সশক্তিকরণের লক্ষ্যে আলোচনাসভার আয়োজন করা হয়েছে। এদিন প্রথমে দলীয় পতাকা উত্তোলন করেন ত্রিপুরা প্রদেশ মহিলা কংগ্রেস সভানেত্রী সর্বাণী ঘোষ চক্রবর্তী। তারপর প্রয়াত প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ অর্পণ করলেন সভানেত্রী সহ অন্যান্যরা।

এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মহিলা কংগ্রেস সভানেত্রী সর্বাণী ঘোষ চক্রবর্তী বলেন, সর্বভারতীয় মহিলা কংগ্রেসের মূল লক্ষ্যই হল দেশের প্রতিটি মহিলাকে আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক ও শিক্ষাগত দিক থেকে সশক্ত করে তোলা। আজকের এই দিনে আমরা সেই অঙ্গীকার পুনরায় গ্রহণ করেছি। ত্রিপুরার গ্রামাঞ্চলে, শহরে, প্রত্যন্ত এলাকায় আমরা মহিলাদের পাশে থাকতে চাই — তাঁদের অধিকার, সম্মান ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে চাই। তিনি আরও জানান, বর্তমান পরিস্থিতিতে মহিলাদের উপর সহিংসতা, নির্যাতন এবং বৈষম্য ক্রমেই বাড়ছে। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের ব্যর্থতা স্পষ্ট। মহিলা কংগ্রেস হিসেবে আমরা শুধু প্রতিবাদ করব না, বিকল্প দিশা দেখানোর চেষ্টা করব।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ১৭ সেপ্টেম্বর সুস্থ নারী, সশক্ত পরিবার অভিযানের সূচনা করবেন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ সেপ্টেম্বর: প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ১৭ সেপ্টেম্বর "সুস্থ নারী, সশক্ত পরিবার অভিযানের সূচনা করবেন। এই অভিযানের অঙ্গ হিসেবে দেশব্যাপী স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজন, ৮ম রাষ্ট্রীয় পোষণ মাসের উদ্বোধন এবং গর্ভবতী মহিলাদের প্রধানমন্ত্রী মাত্রু বন্দনা যোজনার অধীনে সুবিধা প্রদান করা হবে। ভারত জুড়ে মহিলা, কিশোরী এবং শিশুদের স্বাস্থ্যসেবা এবং পুষ্টি পরিষেবা জোরদার করার ক্ষেত্রে এটি একটি ঐতিহাসিক পদক্ষেপ। "সুস্থ নারী, সশক্ত পরিবার অভিযান" ২০৪৭সালের মধ্যে স্বাস্থ্য, পুষ্টি, সুস্থতা এবং একটি বিকশিত ভারতের প্রধানমন্ত্রীর দৃষ্টিভঙ্গিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে কাজ করছে।

অভিযানটি ১৭ সেপ্টেম্বর থেকে ২ অক্টোবর পর্যন্ত আয়ুষ্মান আরোগ্য মন্দির, কমিউনিটি হেলথ সেন্টার (সিএইচসি), জেলা হাসপাতাল এবং দেশজুড়ে অন্যান্য সরকারি স্বাস্থ্য সুবিধাগুলিতে আয়োজন করা হবে। এক লক্ষেরও বেশি স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজন করা হবে, যা দেশের মহিলা এবং শিশুদের জন্য এখন পর্যন্ত সবচেয়ে বড় স্বাস্থ্যসেবা প্রচারণা। দেশব্যাপী সমস্ত সরকারি স্বাস্থ্য সুবিধাগুলিতে প্রতিদিন স্বাস্থ্য শিবির অনুষ্ঠিত হবে।

আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড জিবিপি হাসপাতাল প্রাঙ্গণে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে দেশব্যাপী উদ্বোধন পর্বের পর এই অভিযান উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা। সেইসঙ্গে প্রতিটি জেলাতেও অভিযানের সূচনা হবে।

নারীদের প্রতিরোধমূলক স্বাস্থ্যপরিষেবা শক্তিশালী করতে এই অভিযানের আওতায় রাজ্যজুড়ে স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলোতে দেওয়া হচ্ছে ১২টি স্বাস্থ্য বিষয়ক কর্মসূচি যেমন- গর্ভবতী মহিলাদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও পরামর্শ ও শিশু স্বাস্থ্য বিষয়ক ও টিকাকরণ কর্মসূচি, বয়ঃসন্ধিকালীন স্বাস্থ্য পরিষেবা, অ-সংক্রামক রোগ (ঞ্ছঋঙ্গ) স্ক্রিনিং, মুখ, স্তন ও জরায়ু ক্যানসারের স্ক্রিনিং, রক্তাল্পতা পরীক্ষা ও ঋতুস্রাবের স্বাস্থ্য সচেতনতা, যক্ষ্মা স্ক্রিনিং, মানসিক স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতনতা, পোষণ কার্য্যক্রম, সিকেল সেল এনিমিয়া ও রক্তাল্পতা প্রতিরোধে সচেতনতা, আয়ুষ্মান ভারত প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনা প্রধানমন্ত্রী ডিজিটাল মিশন সংক্রান্ত পরিষেবা, চক্ষু, কান-নাক-গলা ও বয়স্ক সংক্রান্ত স্বাস্থ্য পরিষেবা, ইট রাইট মুভমেন্ট, দেহদান ও রক্তদান শিবির, আয়ুষ পরিষেবা। ১৭ সেপ্টেম্বর থেকে ২ অক্টোবর, ২০২৫ পর্যন্ত রাজ্যে ১৫২টি স্বাস্থ্য শিবির, ৭২৩১টি সচেতনতা শিবির এবং ৪০টি রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হবে।

১৭ সেপ্টেম্বর রাজ্যভিত্তিক উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে জিবিপি হাসপাতালে বিশেষ স্বাস্থ্য শিবির অনুষ্ঠিত হবে। এখানে ১৪ টি স্বাস্থ্য পরিষেবা নিয়ে স্টল বসানো হচ্ছে। সেই সঙ্গে মেডিসিন, শিশু রোগ ও স্ত্রীরোগ বিভাগের জন্য আলাদা স্টল রাখা হচ্ছে। সেখানে বিশেষজ্ঞ ডাক্তাররা ওপিডি পরিষেবা দেবেন। প্রতিটি জেলায় বিনামূল্যে স্বাস্থ্য শিবিরও অনুষ্ঠিত হবে।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত থাকবেন আগরতলা পুর নিগমের মেয়র তথা বিধায়ক দীপক মজুমদার, মুখ্যসচিব জেকে সিনহা, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দফতরের সচিব কিরণ গিত্যে, জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের মিশন অধিকর্তা সাজু ওয়াহিদ এ, স্বাস্থ্য অধিকারের অধিকর্তা প্রফেসর (ডাঃ) তপন মজুমদার, পরিবার কল্যাণ ও রোগ প্রতিরোধক অধিকারের অধিকর্তা ডাঃ অঞ্জন দাস সহ অন্যান্য বিশিষ্টজনেরা।

স্বর্ণ পাচারকাণ্ডে যুবক খুন, গ্রামবাসীদের ডেপুটেশন সোনামুড়া থানায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, সোনামুড়া, ১৫ সেপ্টেম্বর: স্বর্ণ পাচারকাণ্ডকে কেন্দ্র করে এন.সি. নগরের ২২ বছরের যুবক সোলেমান হোসেন খুনের ঘটনায় মূল অভিযুক্ত ছাড়া বাকিদের গ্রেফতার করতে না পারায় ক্ষোভে ফুঁসছে গ্রামবাসী। সোমবার এন.সি. নগরের বাসিন্দারা সোনামুড়া থানায় এসে ডেপুটেশন দিয়ে অভিযুক্তদের দ্রুত গ্রেফতারের দাবি জানান। এদিন তারা থানার ওসি তাপস দাসের সঙ্গেও সাক্ষাৎ করেন।

পুলিশ সূত্রে জানা যায়, এই ঘটনায় মূল অভিযুক্ত স্বর্ণ পাচার চক্রের মাস্টারমাইন্ড রোকসানা বেগমকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তিন দিনের পুলিশি হেফাজতের পর বর্তমানে তিনি জেল হেফাজতে রয়েছেন। তবে বাকি সাতজনের বিরুদ্ধে এফআইআর থাকলেও তারা পলাতক বলে দাবি পুলিশের। ঘটনার দিন উত্তেজিত জনতা অভিযুক্তদের বাড়িতে ভাঙচুর চালায়, আর সেই সুযোগেই তারা পালিয়ে যায় বলে পুলিশের ধারণা।

ঘটনার সূত্রপাত গত বুধবার। ভারত-বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক সীমান্তে পাচারকারীরা সীমান্ত বেড়ার উপর দিয়ে প্রায় ১ কোটি ২০ হাজার টাকার সোনার বিস্কিট ছুড়ে ফেলে। তা সংগ্রহ করার কথা ছিল সোলেমানের। অভিযোগ, সেই স্বর্ণ না পাওয়াতেই অবিশ্বাস ও দ্বন্দ্ব তৈরি হয়। এরপরই সংঘটিত হয় খুনের ঘটনা।

সোলেমানের পরিবার দাবি করেছে, স্বর্ণ না পাওয়াতেই এই হত্যাকাণ্ড ঘটেছে। একমাত্র ছেলেকে হারিয়ে ভেঙে পড়েছেন মা জাহানারা বেগম। এদিন তিনি গ্রামবাসীদের সঙ্গে থানায় এসে ছেলের খুনের ন্যায্য বিচার দাবি করেন।

গ্রামবাসীদের অভিযোগ, প্রশাসন দ্রুত ব্যবস্থা না নিলে এই ধরনের পাচারকাণ্ড ও তার জেরে অপরাধের সংখ্যা আরও বাড়বে। তাই অবিলম্বে সকল অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি তুলেছেন তারা।

কমলপুরে ইঞ্জিনিয়ার দিবস পালিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, কমলপুর, ১৫ সেপ্টেম্বর: সারা দেশের সাথে রাজ্যের কমলপুরেও আজ যথাযোগ্য মর্যাদায় ইঞ্জিনিয়ার দিবস পালন করা হয়। দিবসটির আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন কমলপুরের মহকুমা শাসক ডক্টর জিত শরৎ নায়েক। সারা দেশের সাথে সোমবার ১৫ সেপ্টেম্বর বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্য দিয়ে কমলপুরে যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন করা হয় ভারত রত্ন প্রয়াত ইঞ্জিনিয়ার এম, বিশ্বেশ্বর রায়ারের ১৬৪ তম জন্মদিন।

এদিন কমলপুর স্থানীয় পূর্ত দফতরের কমপ্লেক্সে ৫৮ তম ইঞ্জিনিয়ার ডে প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করে সূচনা করেন কমলপুর মহকুমা শাসক ডঃ জি শরৎ নায়েক। উপস্থিত ছিলেন কমলপুর মহকুমার পুলিশ আধিকারিক সমুদ্র দেববর্মা, পূর্ত দফতরের এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার সুব্রত দেব সরকার, ডিডাব্লিউএস দপ্তরের এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার কৌশিক দাস সহ মহকুমার বিভিন্ন দফতরে কর্মরত ইঞ্জিনিয়ারগন।

সুস্থ দেহ ও সুস্থ মানসিকতার বিকাশে খেলাধুলা সহায়ক ভূমিকা পালন করে থাকে: মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ সেপ্টেম্বর: সুস্থ দেহ ও সুস্থ মানসিকতার বিকাশে খেলাধুলা সহায়ক ভূমিকা পালন করে থাকে। নিজেদের বিকশিত করার পাশাপাশি সমাজ তথা দেশের স্বার্থে যুব সমাজের খেলাধুলার সঙ্গে বেশি করে জড়িয়ে থাকা উচিত। আজ বক্সনগর মিনি স্টেডিয়ামে এম.এল.এ. কাপ ফুটবল প্রতিযোগিতার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা একথা বলেন। তিনি বলেন, কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার খেলাধুলার মানোন্নয়নের দিকে বিশেষভাবে নজর দিয়েছে। রাজ্যের বর্তমান সরকার খেলাধুলার পরিকাঠামো গড়ে তোলার লক্ষ্যে বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছে। এই উদ্যোগের অঙ্গ হিসেবে ইতিমধ্যেই রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে আটটি সিন্থেটিক ফুটবল গ্রাউন্ড এবং বিভিন্ন জায়গায় সিন্থেটিক হকি গ্রাউন্ড গড়ে তোলা হয়েছে। রাজ্যের সাঁতারুদের জন্য উন্নতমানের সুইমিং পুলের ব্যবস্থা করা হয়েছে। নেশামুক্ত সমাজ গড়ে তোলার উপর গুরুত্ব আরোপ করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, যুব সমাজ যত বেশি খেলাধুলার সঙ্গে যুক্ত থাকবে নেশার বিরুদ্ধে লড়াইও তত তীব্র হবে। নেশার বিরুদ্ধে আন্দোলনে অগ্রণী ভূমিকা নেওয়ার জন্য যুব সমাজের প্রতি আহ্বান জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্য সরকার নেশার বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতি নিয়েছে। তবে রাজ্য সরকারের এই উদ্যোগে সমাজের সব অংশের মানুষকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিতে হবে।

অনুষ্ঠানে এছাড়াও বক্তব্য রাখেন বিধায়ক তফাজ্জল হোসেন। অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট অতিথিদের মধ্যে বক্সনগর পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান স্বপ্না নম:, সিপাহীজলা জেলার জেলাশাসক ডা. সিদ্ধার্থ শিব জয়সওয়াল, পুলিশ সুপার বিজয় দেববর্মা, বক্সনগর ব্লকের বিডিও সঞ্জীব কুমার পাল প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। আজ থেকে শুরু হওয়া এই ফুটবল প্রতিযোগিতায় রাজ্য ও বহিরাজ্যের ১৬টি দল অংশ নিয়েছে।

স্বচ্ছতা হি সেবা কর্মসূচি: উত্তর জেলায় বিভিন্ন কর্মসূচি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ সেপ্টেম্বর: স্বচ্ছতা হি সেবা কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে উত্তর ত্রিপুরা জেলায় আগামী ১৭ সেপ্টেম্বর থেকে ২ অক্টোবর পর্যন্ত বিভিন্ন কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়েছে। এই উপলক্ষ্যে গত ১২ সেপ্টেম্বর ধর্মনগরে উত্তর ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসক চাঁদনী চন্দ্রনের নেতৃত্বে এক প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হয়।

জেলাশাসক কার্যালয়ের সভাকক্ষে আয়োজিত এই প্রস্তুতি সভায় উপস্থিত ছিলেন উত্তর জেলার অতিরিক্ত জেলাশাসক বিজয় সিনহা, অতিরিক্ত জেলাশাসক এল. ডার্লং, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার কমল দেববর্মা, জেলার তিনটি মহকুমার মহকুমা শাসক, আটটি ব্লকের বিডিও, বিভিন্ন দপ্তরের জেলাস্তরের আধিকারিক প্রমুখ। স্বচ্ছতা হি সেবা কর্মসূচিতে জেলায় কি কি কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে মূলত তার রূপরেখা তৈরি করা হয়।

সভায় জেলাশাসক চাঁদনী চন্দ্রন বলেন, উত্তর ত্রিপুরা জেলায় স্বচ্ছতা হি সেবা কর্মসূচি শুরু হবে ১৭ সেপ্টেম্বর। বিভিন্ন সরকারি কার্যালয়, বিদ্যালয়, অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র সর্বত্র স্বচ্ছতা কর্মসূচি গ্রহণ করার জন্য সংশ্লিষ্টদের নির্দেশ দেন জেলাশাসক। স্বচ্ছতা বিষয়ে জনসাধারণকে সচেতন করতে জেলার বিভিন্ন স্থানে ওয়াল পেইন্টিং করা হবে। সাফাই কর্মীদের জন্য সাফাই মিত্র সুরক্ষা শিবির করা হবে। এই শিবিরে সাফাই মিত্রদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হবে। আগরতলা সরকারি মেডিক্যাল কলেজের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক এই শিবিরে তাদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করবেন।

সেজে উঠছে শরতের প্রকৃতি

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১৫ সেপ্টেম্বর: শরৎকালবাংলার আবেগ ও প্রকৃতির এক অনন্য মেলবন্ধনের ঋতু। ভাদ্র-আশ্বিনের সন্ধিক্ষণে যখন নীল আকাশে সাদা মেঘ ভেসে বেড়ায়, চারদিকে কোমল রোদের আলোর ছটা পড়ে, তখন প্রকৃতির রূপ যেন এক নতুন মাত্রা পায়। এই সময় মাঠে-ঘাটে, নদীর ধারে, গ্রামীণ প্রান্তরে বাতাসে দুলতে থাকে শুভ্র কাশফুল। যেন প্রকৃতির দূত হয়ে শরতের আগমনবার্তা ছড়িয়ে দেয় চারপাশে। কাশফুলের সেই শুভ্রতা প্রকৃতিকে যেমন নির্মল করে তোলে, তেমনি মানুষের মনেও জাগিয়ে তোলে প্রশান্তি ও আনন্দ।

কবি-সাহিত্যিকরা যুগ যুগ ধরে কাশফুলকে শরতের প্রতীক হিসেবে বর্ণনা করেছেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর থেকে শুরু করে আধুনিক কবি-লেখকসবার কলমেই কাশফুলের উপস্থিতি ফুটে উঠেছে শরতের সৌন্দর্য্য বর্ণনায়। সত্যিই, কাশফুল ছাড়া শরৎকাল যেন অসম্পূর্ণ থেকে যায়। এই ফুল শুধু প্রকৃতিকে সাজায় না, মানুষের মনোজগতেও আনে এক অন্যরকম উচ্ছ্বাস।শরৎকাল মানেই বাঙালির হৃদয়ে আগমনী সুরের প্রতিধ্বনি। শিউলির মিষ্টি গন্ধ, কাশফুলের শুভ্র দোলা আর ঢাকের আওয়াজসব মিলিয়ে শরৎ যেন বাঙালির সবচেয়ে বড় উৎসব দুর্গাপূজার আগমনী বার্তা নিয়ে আসে। এই উৎসব শুধু ধর্মীয় আচার নয়, বরং সাংস্কৃতিক আবেগেরও এক বিশাল ক্ষেত্র। শরতের আগমন তাই সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে কবি-সাহিত্যিকসবার মনকেই আন্দোলিত করে।

এই প্রসঙ্গে আমাদের সাথে কথা বলেছেন রাজ্যের বিশিষ্ট কবি, সাহিত্যিক ও গবেষক শৈলেন্দ্র দাস। দীর্ঘ সাহিত্যচর্চা, জীবনদর্শন ও অভিজ্ঞতার নির্যাস থেকে তিনি তুলে ধরেছেন শরৎ সম্পর্কে তার অনন্য দৃষ্টিভঙ্গি। তিনি বলেন, "ত্রিপুরা একটি পূর্ণাঙ্গ বিশ্বসংস্কৃতির ক্ষেত্র। শরতের এই দোলায় আমাদের সমাজ-সংসার প্রাণ ফিরে পায়। আগামীর প্রজন্মও এই আগমনীর আবহে নিজেদের শিকড়ের সঙ্গে সংযোগ খুঁজে নেবে। সংস্কৃতির ধারাবাহিকতায় শরৎকাল এক অনন্য সেতুবন্ধন।"

শৈলেন্দ্রবাবুর মতে, যুগ যুগ ধরে শরৎ মানুষের হৃদয়ে অনাবিল আনন্দের সঞ্চার করেছে। কবিদের কলমে এই ঋতু বারবার ফিরে এসেছে নতুন উৎসাহের উৎস হিসেবে।

তিনি উল্লেখ করেন, "শরৎ এলে কবির হৃদয় আন্দোলিত হয়, সাধারণ মানুষও মোহিত হয় আগমনীর আবহে। এই আবেগই আমাদের সংস্কৃতিকে যুগের পর যুগ বাঁচিয়ে রেখেছে।"আসলে, শরৎকাল শুধুই প্রকৃতির সৌন্দর্য্য নয়, বরং এটি মানুষের সাংস্কৃতিক ও মানসিক জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। কাশফুলের শুভ্রতা, শিউলির গন্ধ আর আগমনীর ঢাকে যে উৎসবের ডাক বেজে ওঠে, তা কেবল একটি ঋতুচক্রের পরিবর্তন নয়এটি বাঙালির হৃদয়ের গভীরে গেঁথে থাকা আবেগের বহিঃপ্রকাশ।ত্রিপুরার মাঠে-ঘাটে আজও যখন শরতের বাতাসে কাশফুল দুলতে থাকে, তখন মনে হয় প্রকৃতি যেন নিজেই আগমনী গান গেয়ে উঠেছে। এই দৃশ্যপট শুধু প্রকৃতিপ্রেমীদেরই নয়, প্রতিটি মানুষের মনকেও ভরে তোলে নতুন প্রাণে। ফলে বলা যায়, শরৎকালের সৌন্দর্য্য কেবল চোখে দেখা নয়, এটি এক অনুভূতিরও যাত্রা, যা মানুষকে তার সংস্কৃতি, আবেগ ও ঐতিহ্যের সঙ্গে আরও নিবিড়ভাবে যুক্ত করে।

রেড এফ এম আয়োজিত কলেজ কা টশনবাজ প্রতিযোগিতায় সেরা কলেজের সম্মান পেল কেন্দ্রীয় সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়ের একলব্য ক্যাম্পাস

আগরতলা, ১৫ সেপ্টেম্বর: আগরতলার পোলো সেন্ট্রাল মল-এ রেড এফ এম আয়োজিত কলেজ কা টশনবাজ প্রতিযোগিতার গ্র্যান্ড ফাইনালে কেন্দ্রীয় সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়ের একলব্য ক্যাম্পাস সেরা কলেজের পুরস্কার অর্জন করে গৌরব কুড়িয়েছে।

আগরতলার মোট দশটি কলেজ এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। সবার মধ্যে একলব্য ক্যাম্পাস অসাধারণ সাফল্য দেখিয়ে সকলের নজর কাড়ে এবং সেরা কলেজের খেতাব জিতে নেয়। এছাড়াও, বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই প্রতিভাবান শিক্ষার্থী বিশেষ সম্মান অর্জন করেছেন। রশ্মি রজন ওঝা পেয়েছেন সেরা গায়ক পুরস্কার, আর চিন্ময় ভৌমিক তাঁর অনবদ্য পরিবেশনার জন্য বিশেষ গায়ক সম্মাননা লাভ করেছেন।

এই অনুষ্ঠান শুধু সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যকেই তুলে ধরেনি, বরং শিক্ষার্থীদের শিল্প প্রতিভাকেও যথাযোগ্য মর্যাদায় সম্মানিত করেছে। একলব্য ক্যাম্পাসের এই সাফল্য বিশ্ববিদ্যালয়ের গৌরব বৃদ্ধি করেছে এবং সর্বাঙ্গীন বিকাশে প্রতিষ্ঠানের অঙ্গীকারকে প্রতিফলিত করেছে।

গাঁজা সহ আটক এক

নিজস্ব প্রতিনিধি, সোনামুড়া, ১৫ সেপ্টেম্বর: সোনামুড়া থানার পুলিশ বিএসএফ এবং টিএসআর যৌথ অভিযান চালিয়ে নেশা কারবারিকে প্রচুর পরিমাণ নেশা সামগ্রী সহ আটক করতে সক্ষম হয়েছে। মধ্যরাতে সোনামুড়া থানার পুলিশ, এবং ৮১নম্বর ব্যাটেলিয়ান এর বিএসএফ, ১১ নম্বর ব্যাটেলিয়ান টিএসআর মিলে বাতাদোলা এলাকায় বক্সনগর সোনামুড়া মেইন রোডের পাশ থেকে ১ জন ড্রাগ প্যাডলারকে আটক করেছে। তার কাছ থেকে বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে মোট ১০২ কেজি শুকনো গাঁজা।

প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে সে জানায় যে এগুলি সে এবং তা সঙ্গী সাথী মিলে বাতাদোলা বর্ডার দিয়ে বাংলাদেশে পাচার করার চেষ্টা করেছিল। আটক করা গাঁজার মোট আনুমানিক মূল্য ১৫ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা। এ নিয়ে সোনামুড়া থানাতে তার বিরুদ্ধে একটি এন ডি পি এস ধারায় মামলা নেওয়া হয়। এই মামলাতে ওই এলাকা থেকে আরো অনেকে গ্রেফতার হতে পারে বলে অনুমান। তাকে আদালতে প্রেরণ করা হয় পুলিশ রিমান্ড চেয়ে। যাকে আটক করা হয়েছে তারনাম হল হল মোহাম্মদ মোস্তফা। তার বাড়ি, কমলনগর কৃষ্ণদোলা, থানা সোনামুড়া।

৬০ লক্ষ টাকার বার্মিজ সিগারেট বোঝাই গাড়ি আটক

আগরতলা, ১৫ সেপ্টেম্বর : গতকাল রাতে ধর্মনগর মহকুমার অন্তর্গত জলেবাসা নাকা পয়েন্ট থেকে প্রায় ৭০ লক্ষ টাকার বার্মিজ সিগারেট উদ্ধার করল পানিসাগর থানার পুলিশ। দীর্ঘদিন ধরেই পাচারকারীরা ধর্মনগর-কৈলাশহর জাতীয় সড়ক ব্যবহার করে অবৈধ পণ্য পরিবহন করে আসছিল। ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে পানিসাগর থানায় খবর আসে জলেবাসা রাস্তা হয়ে অবৈধ সিগারেট পাচার হবে। সেই খবরের ভিত্তিতে সেখানে অভিযান চালান। এ সময় একটি বলেরো পিকআপ ভ্যান আটক করে উদ্ধার হয় বিপুল পরিমাণ বার্মিজ সিগারেট। ৬০ লক্ষ টাকার বার্মিজ সিগারেট বোঝাই গাড়ি আটক করে পানিসাগর থানার পুলিশ। সাথে এক যুবককে আটক করা হয়েছে। আরও জানা গিয়েছে, ধৃতের বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট ধারায় মামলা দায়ের করা হয়েছে।

আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ অ্যান্ড জিবিপি হাসপাতালের গ্যাস্ট্রোএন্টারোলজি ডিপার্টমেন্টেঅ্যাডভান্স ল্যাপরোস্কপি সার্জারিতে সাফল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ সেপ্টেম্বর: আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ অ্যান্ড জিবিপি হাসপাতালের গ্যাস্ট্রোএন্টারোলজি ডিপার্টমেন্টে জটিল রোগের চিকিৎসা পরিষেবা প্রদান অব্যাহত রয়েছে। এই ডিপার্টমেন্টের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকগণ একটি জটিল রোগের সফল অস্ত্রোপচার করে রোগীর প্রাণ বাঁচালেন। খোয়াই জেলার তেলিয়ামুড়ার তুইসিন্দ্রাই এলাকার ৩৭ বৎসর বয়স্কা জনৈক মহিলা গত দুই বছর যাবৎ নানা জটিল সমস্যায় ভুগছিলেন। তিনি যখন কোনও খাবার খেতেন তখন এর পরপরই উনার বুকে ব্যথা হতো, তার কিছুক্ষণের মধ্যেই বমি হয়ে যেত এবং নাক-মুখ দিয়ে খাবার বেরিয়ে আসত। এই সমস্যার জন্য তিনি জিবিপি হাসপাতালের চিকিৎসকদের শরণাপন্ন হন। তখন মহিলাকে আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ অ্যান্ড জিবিপি হাসপাতালের গ্যাস্ট্রোইনটেস্টাইনাল সার্জারি ডিপার্টমেন্টে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের তত্ত্বাবধানে গত ৩০ আগস্ট ২০২৫ ভর্তি করানো হয়। এই ডিপার্টমেন্টে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকগণ মহিলার প্রয়োজনীয় বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন। এই পরীক্ষা-নিরীক্ষার রিপোর্টের ভিত্তিতে চিকিৎসকগণ মহিলার পাকস্থলীতে একটি বড় হাইটাল হার্নিয়া থাকা সম্পর্কে নিশ্চিত হন। এই ডিপার্টমেন্টে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা উক্ত হার্নিয়া সম্পর্কে জানান যে, এক্ষেত্রে পাকস্থলীর একটি অংশ বুকে উঠে আসে, যা বড় ধরনের সমস্যা তৈরি করে। এর একমাত্র অস্ত্রোপচারই হল এর চিকিৎসা। তখন ডিপার্টমেন্টে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকগণ মহিলার অ্যাডভান্সড ল্যাপারোস্কোপিক সার্জারির মাধ্যমে হার্নিয়ার অস্ত্রোপচারের সিদ্ধান্ত নেন। এরপর গত ২ সেপ্টেম্বর ২০২৫ আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ অ্যান্ড জিবিপি হাসপাতালের গ্যাস্ট্রোএন্টারোলজি ডিপার্টমেন্টের বিভাগীয় প্রধান বিশেষজ্ঞ গ্যাস্ট্রোএন্টারোলজি সার্জন ডাঃ দীপঙ্কর শঙ্কর মিত্রের নেতৃত্বে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের একটি সফল অস্ত্রোপচার সম্পন্ন করেন। এই টিমে ডাঃ মিত্রের সাথে ছিলেন ডাঃ এ. ভেঙ্কটেশ্বরণু, ডাঃ সৌমেন সূত্রধর, ডাঃ দেবেশ। অ্যানেস্থেসিস্ট ছিলেন ডাঃ অনুপম চক্রবর্তী, ডাঃ অসিত ভট্টাচার্য, ডাঃ স্বপন দেববর্মা, ডাঃ শুভঙ্কর চৌবে এবং ডাঃ জাগৃতি। এছাড়াও উক্ত অস্ত্রোপচারে ওটি নার্স ও ওটি টেকনিশিয়ানরা ছিলেন। এই অস্ত্রোপচারের পর প্রায় ছয় ঘণ্টার মধ্যেই রোগীকে তরল খাবার দেওয়া হয় এবং ধীরে ধীরে তিনি সব ধরনের খাবার শুরু করেন। উল্লেখ্য, এই ধরনের ল্যাপারোস্কোপিক হাইটাল হার্নিয়া অস্ত্রোপচার এর আগে রাজ্যে হত না। বেসরকারি কোন হাসপাতালে এই ধরনের অস্ত্রোপচার করতে গেলে প্রায় আড়াই লাখ থেকে চার লাখ টাকার মতো খরচ হবে। আর এখানে আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ অ্যান্ড জিবিপি হাসপাতালে আয়ুষ্মান ভারত প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনার অধীনে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে মহিলার এই অস্ত্রোপচার করা হয়। রোগী সুস্থ ও স্থিতিশীল হওয়ার পর দুদিন পর্যবেক্ষণে রাখা হয় এবং এরপর গত ৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫ উনাকে হাসপাতাল থেকে ছুটি দেওয়া হয়।

দুর্গোৎসব উপলক্ষ্যে "শারদ অর্ঘ্য" নামক বিশেষ অফার আনতে চলছে স্বর্ণকমল জুয়েলার্স

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ সেপ্টেম্বর: দুর্গোৎসব উপলক্ষ্যে "শারদ অর্ঘ্য" নামক বিশেষ অফার আনতে চলছে স্বর্ণকমল জুয়েলার্স। ১০ দিন ব্যাপী চলবে এই বিশেষ অফার। আজ সাংবাদিক সম্মেলনে এমনটাই জানিয়েছেন কর্তৃপক্ষ।

স্বর্ণকমল জুয়েলার্সের 'শারদ অর্ঘ্য 'এই বিশেষ অফার চলবে ১৯শে থেকে ২৯শে সেপ্টেম্বর ২০১৫ইং পর্যন্ত। গ্রাহকদের জন্য থাকছে বিশেষ ছাড় নতুন কালেকশন এবং আর্কষণীয় পুরস্কার।

হীরের গয়নার মুজরীতে ১০০ ছাড়। সোনার গয়নার মজুরীতে ২৫ ছাড় অথবা প্রতি গ্রামের মুজরীতে ৪৯০ টাকা ছাড়।

প্রতিটি কেনাকাটায় স্বর্নমুদ্রা (২০গ্রামের উর্দে নতুন সোনার গয়না ও-২৫০০০ টাকার উর্দে হীরের গয়না কেনাকাটায়) মেগা লাকি ড্রতে থাকছে ৪টি সোনার নেকলেস। বাম্পার লাকি ড্রতে থাকছে ৫টি হীরের আংটি (হীরের গয়না কেনাকাটায়)। প্রতিদিন লাকি ড্র তে ৪টি সোনার কয়েন। প্রতিটি কেনাকাটায় সুনিশ্চিত উপহার।

পুরনো গয়নার সমমূল্যে নতুন হলমার্কযুক্ত গয়না কেনার সুযোগ। ১৮-ই সেপ্টেম্বরের মধ্যে প্রি-বুকিং করলে প্রতি গ্রামে ৫৩০ টাকা ছাড়।

এছাড়া ও স্বর্ণকমল জুয়েলার্স থেকে ২৫০০০ হাজার টাকার বা তার বেশি মূল্যের কিসনা হীরের গয়না কেনাকাটায় গ্রহকরা জিতে নিতে পারবেন ১টি গাড়ি এবং ৬টি স্কুটি।

এদিনের সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন স্বর্ণকমল জুয়েলার্সের প্রতিষ্টাতা গোপাল চন্দ্র নাগ, জয় নাগ ও দিবাকর নাগ। এই সকল অফার ও উপহারের উপর আলোচনা করেন ব্র্যান্ড ফেস আদং জমাতীয়া স্বর্ণকমলের সঙ্গে তার অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করেন। স্বর্ণকমল জুয়েলার্সের মুখপাত্র শ্রী সুরজিৎ চক্রবর্তী নব নতুন পূজার কালেকশন ও তার কারিগরি দক্ষতা সূর্মকে অবহিত করেন। স্বর্ণকমল জুয়েলার্সের কর্নধার শ্রী গোপাল চন্দ্র নাগ মহাশয় এই উৎসবে সকল ত্রিপুরাবাসির জন্য মঙ্গল বার্তা, শারদ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেন ও এই অফার উপলক্ষে স্বর্ণকমল জুয়েলার্সের সকল শোরুমে সকলকে স্বাগত জানায়।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas